বিভাবতী

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

"ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

{ ১৩২৪
{ আশ্বিন

কলিকাতা,

৩৮ নং ইডন হস্‌পিটাল রোড হইতে

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগোপাল প্রেস হইতে

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহাকে

গুরুর আসনে বসাইয়া

আমি

উপন্যাস লেখায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি,

সেই

বঙ্গবিখ্যাত ঔপন্যাসিক

স্বর্গীয়

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

শ্রীচরণোদ্দেশে

আমার প্রথম উপন্যাস

বিভাবতী

ভক্তিরাগে রঞ্জিত করিয়া

উপহার

অর্পণ করিলাম।

জিতেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

ভূমিকা।

বহুযত্নে এতদিনে বিভাবতী শেষ করিলাম। উপন্যাস লেখায় এই আমার প্রথম হস্তক্ষেপ; সুতরাং ইহা পাঠক-পাঠিকাসমাজে যে কিরূপ আদর লাভ করিবে, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, যদি সদাশয় ব্যক্তিগণ এই নবীন গ্রন্থকারের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া গ্রন্থখানিকে নিতান্ত অনাদর না করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

আমি লেখনী ধরিয়া অবধি অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছি। আবার কতিপয় মহাত্মা আমাকে উৎসাহ দিয়া সে উপহাসের তীব্রজ্বালা অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়া দিয়াছেন; এ জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি—ভাষায় কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? ইতি—

৩১ বৈশাখ,
শক, ১৮৩৯।

বিনয়াবনত—
গ্রন্থকার।

উপহার

উপলক্ষে

এই গ্রন্থখানি আমার

শ্রী   কে

চিহ্নস্বরূপ উপহার

প্রদান করিলাম।

সন ১৩৫০ সাল
তাং
বার
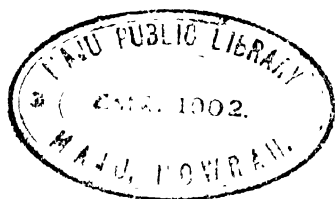
বিভাবতী।

উপক্রমণিকা।

অতি মনোহর উদ্যান। চারিদিক উচ্চ প্রাচীর-বেষ্ঠিত; প্রাচীরের পর একসারি বড় বড় ঝাউগাছ চারিদিক বেষ্ঠন করিয়া আছে; তৎপরে একসারি নারিকেল গাছ, তাহাতে কচি, ডাব, ঝুনা, অনেক নারিকেল শোভা পাইতেছে, ঝাউ অপেক্ষা এ গুলি অল্প নিম্নতর; তৎপরে এক সারি দেবদারু, ইহার উচ্চতা নারিকেল অপেক্ষা অল্প কম। বৃক্ষগুলির পত্রময় শ্যামল মস্তকসকল জলহীন মেঘমালার ন্যায় স্তরে স্তরে শোভা পাইতেছে,—রৌদ্রে চক্ চক্ করিতেছে—বাতাসে তর্ তর্ কাঁপিতেছে—ঘর্ষণে সর্ সর্ শব্দ হইতেছে। বৃক্ষরাজির মাঝে মাঝে মণ্ডলাকারে গোলাপ, গন্ধরাজ, টগর, মল্লিকা, হেনা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ সুশোভিত; তাহাতে অস্ফুট, অর্দ্ধস্ফুট, প্রস্ফুটিত প্রসূনসকল হাসিতেছে—সৌরভ ভুর্ ভুর্ করিতেছে—বাতাস ফুর্ ফুর্ বহিতেছে

মধুকর গুন্ গুন্ উড়িতেছে। উদ্যানের মাঝখানে লৌহ-শলকা-নির্ম্মিত বেষ্ঠন-বেষ্টিত সরোবর; জল অতি নির্ম্মল, নীল, স্থির। দুঃখের বিষয়, সরোবরে শতদল নাই; কিন্তু তীরস্থ লতাকুঞ্জে একটী শতদল দীপ্তি পাইতেছিল।—সে একটী বালিকা।

তাহার অঙ্গ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও লাবণ্যময়; বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিক নহে। বালিকা প্রথম প্রস্ফুটিত প্রসূন। প্রথম জগতে প্রধান; যদি আধিক্য বলিয়া কিছু থাকে, তবে সে প্রথমেই আছে। প্রথম সুখ বড় অধিক, প্রথম দুঃখ বড় অধিক, প্রথম যাহা, তাহা অধিক। সুতরাং, এ বালিকার প্রথম যৌবনের প্রকাশে, প্রথম সৌন্দর্য্যের বিকাশে, প্রথম মনোবৃত্তির প্রস্ফুটনে যে একটা আধিক্য আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

বালিকা লতাকুঞ্জে বসিয়া সরোবর-জলে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। সুশীতল নৈদাঘ সমীর-হিল্লোলে তাহার অলকগুচ্ছ ও পরিধেয় বস্ত্রখানি অল্প অল্প কাঁপিতেছে, নব যৌবনের হিল্লোলে নয়নের তারা ও ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে, আনন্দের হিল্লোলে প্রাণ কাঁপিতেছে,—আজ তাহার বিবাহ।

এমন সময়ে আজানু-লম্বিত জটাধারিণী, ভস্মাবৃত-কলেবরা, বল্কলধারিণী, একটী অপরিচিতা বালিকা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স আট, নয় বৎসরের অধিক নহে। সন্ন্যাসিনী বালিকা কিশোরীর প্রতি চাহিয়া হাসিমুখে বলিল,—

"দিদি! জগতে ভালবাসার জিনিষ কিছু আছে?"

কিশোরী বিস্মিতা। একি! একটী অপরিচিতা বালিকা

তাহাকে এরূপ প্রশ্ন করিল কেন ? ভাবিল পাগল, ভাবিয়া জিজ্ঞাসিল,—

"তুমি কে ?"

বালিকা পূর্ব্ববৎ হাসিমুখে কহিল,—

"আমার পরিচয়ে তোমার আবশ্যকতা নাই। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, জগতে ভালবাসার জিনিষ কিছু আছে ?"

কিশোরী বলিল,—

"আছে বৈকি।"

বালিকা।—কি ?

কিশোরী।—মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী ইত্যাদি।

বালিকা।—না।

কিশোরী ভাবিল, এ বুঝি প্রেমোন্মাদিনী, বলিল,—

"স্বামী ?"

বালিকা।—না।

কিশোরী।—তবে কি ?

বালিকা গম্ভীর ভাবে কহিল ;—

"ধর্ম্ম" !

—o—
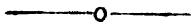
বিভাবতী

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পুণ্যতোয়া গঙ্গা-তীরে একটী বড় পল্লী ছিল। পল্লীটীর নাম যাহাই হউক না কেন, আমি ইহাকে কমলপুর বলিব। কমলপুর স্বভাব-সৌন্দর্য্যময় গ্রাম, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী নয়। তাহা হইলে বোধ হয়, প্রকৃতি দেবীর এত অনুগ্রহ থাকিত না; কারণ ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ কিছু কম নয়। সমৃদ্ধি কোন স্থানে গিয়াই আগে কৃত্রিমতার সাহায্যে প্রকৃতিকে তাড়ান, প্রকৃতিও সে স্থান ত্যাগ করিয়া আরও দুর্গম স্থানে গিয়া লুকান।

কমলপুরে এখনও সমৃদ্ধির তত আধিপত্য হয় নাই; সেই জন্য প্রকৃতির এত অনুগ্রহ। গ্রামের পশ্চিম ধার দিয়া গঙ্গানদী নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছে; তাহার তীরে অসংখ্য বৃক্ষ-সকল শোভা পাইতেছে। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকময় বৃক্ষসকল

ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র জুড়িয়া আছে ; তাহাদের শ্যামল মস্তকসকল অট্টালিকার ছাদের মত দেখায়। কোথাও তাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষগণ গগন স্পর্শের বাসনা করিতেছে। কোথাও আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ সকল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নিম্নে সূর্য্যের গমনাগমন বন্ধ করিয়াছে।

গ্রাম খানির তুলনায় লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প। জঙ্গলের মাঝে মাঝে দুই একখানি বাড়ী ; তাহাও একখানি এখানে, একখানি সেখানে, একখানি ওখানে। কিন্তু সুনীল আকাশ-গাত্রে যেমন একখানি শুভ্র মেঘ, সেইরূপ এই শ্যামল পল্লিটীর মাঝখানে শুভ্র অট্টালিকাময় উচ্চপ্রাচীর-বেষ্টিত এক প্রকাণ্ড বাড়ী দূর হইতে দৃষ্ট হয়। বাড়ী খানি দুই মহল। অন্দর মহলের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে একদিন অপরাহ্নে বিভাবতী পালঙ্কে বসিয়া ভাবিতেছিল।

বিভাবতী বিংশবর্ষিয়া যুবতী—সুন্দরী। বিভাবতী একমনে ভাবিতেছে ; কি ভাবিতেছে, জানি না। উপধানে কুনুই স্থাপিত, বাম করতলে কপোল ন্যস্ত। মস্তক করতলে হেলিয়া পড়িয়াছে, তৎসঙ্গে অঙ্গও ঈষৎ হেলিয়াছে, কম্বুকণ্ঠ-বিলম্বিত রত্নহার ঈষৎ হেলিয়াছে, আলুলায়িত রাশীকৃত কেশভার ঈষৎ হেলিয়াছে, বিশাল নয়ন-যুগল ঈষৎ হেলিয়াছে, বঙ্কিম ভ্রূযুগল ঈষৎ হেলিয়াছে, সৌন্দর্য্যও বুঝি ঈষৎ হেলিয়াছে। অলক্তকাঙ্কিত চরণ-যুগল ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে, সে কেবল হেলে নাই।

নিম্নে তাহার শিশুপুত্র কতকগুলি ক্রীড়নক লইয়া খেলিতে-ছিল, তাহার দৃষ্টি সেই শিশুর উপর নিবদ্ধ, কিন্তু লক্ষ্য সেদিকে

নাই। তাহার ললাট হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরিয়া নাসিকার অগ্রভাগে হীরক খণ্ডবৎ শোভা পাইতেছিল; কদাপি উরুদেশে একবিন্দু আসিয়া পড়িতেছিল, আবার আসিয়া শোভা পাইতেছিল। গণ্ডদেশে ঘর্ম্ম নাই, কিন্তু লাবণ্যের প্রাচুর্য্যে ঘর্ম্ম সিক্তবৎ ঢল্ ঢল্ করিতেছিল। অধরে হাসি নাই, তথাপি হাস্যময় বোধ হইতেছিল। মুখ গম্ভীর, তথাপি কিন্তু তাহাতে সারল্য ক্রীড়া করিতেছিল। সে প্রবল চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। মুক্তবাতায়ন-রন্ধ্র দিয়া আমোদ-স্পর্শ-শীতল বসন্ত-বায়ু প্রবেশ করিয়া তাহার অলকাবলী কাঁপাইতেছিল,—সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য খেলিতেছিল।

এমন সময় নির্ম্মল বাবু তথায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারদেশে পদার্পণ করিবামাত্র বিভাবতীর সুন্দর মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি চৌকাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া, মুগ্ধনয়নে সে অলৌকিক, অনির্ব্বচনীয়, স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। বিভা তাহাকে দেখিতে পাইল না। শিশুটী পিতৃ-দর্শনে ক্রীড়নক ফেলিয়া আনন্দে হস্ত-পদ সঞ্চালন করিতে লাগিল; "বা—বা, বাব্—বা" প্রভৃতি শব্দ করিতে লাগিল। তাহাতেও বিভার চৈতন্য হইল না। নির্ম্মল কক্ষ-প্রবেশ করিয়া পুত্রটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া সাদরে একটী চুম্বন করিলেন। তথাপি বিভা চক্ষু তুলিয়া চাহিল না। নির্ম্মল ডাকিলেন, ;—

"বিভা!"

বিভা চিন্তা-প্রযুক্ত শুনিতে পাইল না, অথবা শুনিয়াও শুনিল না, তাহা জানি না; তবে চাহিল না, বা কথা কহিল না।

নির্ম্মল পালঙ্ক-পার্শ্বে গিয়া বসিলেন. বসিতে বিভা চাহিল, বলিল;—

"তুমি ?"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিলেন, ;—

"এতক্ষণে চিনিলে বুঝি ?"

বিভা কথা কহিল না, এক দৃষ্টিতে নির্ম্মলের মুখ পানে চাহিয়া রহিল. সে দৃষ্টির অর্থ যে কি, তাহা কে বলিতে পারে ? দৃষ্টি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় অথচ স্নিগ্ধ। পাঠকের ক্ষমতা থাকে, বুঝিয়া লউন।

নির্ম্মল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন. পরে নিকটে আসিয়া দুই হস্তে বিভার কোমল করপল্লব নিষ্পীড়ন করিতে করিতে, তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন ;—

"বিভা ! তুমি অমন হইয়া গেলে কেন ?"

তাঁহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল।

বিভা বলিল;—

"কেমন ?"

নির্ম্মল কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, ;—

"কেমন ? তুমি কিকিছু বুঝ, না ? একা একা সব সময় বসিয়া থাক, ডাকিলে কথা কও না, কি ভাব, বিভা ! তুমি কি ভাব ?"

বিভা বলিল, ;—

"নাথ ! আমি কি ভাবি, জিজ্ঞাসা করিতেছ ? বুঝিতে পারিতেছ না ? দারুণ দুর্ভিক্ষ-পীড়নে তোমার প্রজাগণ হাহাকার করিতেছে, রোগ-শয্যায় পড়িয়া কাতর অর্ত্তনাদ করিতেছে, কত মরিতেছে। তোমার সোনার জমিদারী শ্মশান হইয়া গেল !"

বলিতে বলিতে বিভা কাঁদিতে লাগিল,—

"গৃহে গৃহে মহামারীর কঠোর উৎপীড়ন, মানুষে মানুষে দুর্ভিক্ষের মহা অত্যাচার, শ্মশানে শ্মশানে শৃগাল কুক্কুরের আনন্দোৎসব। এখনও বুঝিতে পারিতেছ না? এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি কি ভাব?

নির্ম্মল।—কিন্তু তোমার আমার হাত কি? সুখ দুঃখদাতা ভগবান্।

বিভা।—স্বীকার করি, কিন্তু তোমার চেষ্টা করা কি উচিৎ নয়? আজ যদি তোমার পুত্রের অসুখ হয়, তুমি কি ভগবানের হাত বলিয়া চুপ করিয়া থাক?

নির্ম্মল।—আচ্ছা, আমি কাল বিজয়কে একটা ব্যবস্থা করিতে বলিব। এখন ওসব বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।

পরে বামবাহু বিভার স্কন্ধপরি স্থাপন করিয়া আবেশভরে কহিলেন,—

"এস, আমার কাছে এস।"

বিভা "হায নাথ!" বলিযা নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল. দেখিয়া নির্ম্মল বলিলেন,—

"বিভা! আর তুমি আমায় ভালবাস না।"

বিভা বলিল,—

"নাথ! তোমার সাধ কি পুরিবে না? ঘুম কি ভাঙ্গিবে না? মোহ কি ঘুচিবে না? তোমার পুত্রতুল্য প্রজাগণ রোগে, শোকে, অনাহারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে, আর তুমি সুখসপ্নে বিভোর হইয়া আছ?"

নির্ম্মল বিভার কাতরোক্তি শুনিলেন ; কিছু বুঝিলেন না। অনেকক্ষণ নীরবে ও নতশিরে থাকিয়া, পরে উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—

"বিভা ! তুমি আমাকে ভালবাস, না প্রজাদের ভালবাস ?"

বিভা গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল,—

"আমি তোমাকেও ভালবাসি না, বা প্রজাদেরও ভালবাসি না; আমি আমার ধর্ম্মকে ভালবাসি।"

নির্ম্মল একদৃষ্টিতে বিভার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, দেখিলেন, সে মুখে আর সৌন্দর্য্য নাই, সে মুখে আর সারল্য নাই, সে মুখে আর মাধুর্য্য নাই। সে মুখ আর তাঁহার ভাল লাগিল না, অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন;—

"তুমি ধর্ম্মকে ভালবাস ?"

বিভা কথা কহিল না ; বাষ্পাকুল-নয়নে বদন অবনত করিয়া রহিল।

নির্ম্মল আর কিছু না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। শিশুটী "বা—বা—বা" করিতে লাগিল, তিনি তাহা শুনিলেন না। বিভা করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না।

———o———
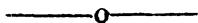
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গিয়া একখানি কেদারা টানিয়া বসিলেন এবং চাকরকে তামাক দিতে বলিলেন। চাকব তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। নির্ম্মল তামাক টানিতে টানিতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন ;—

"ধর্ম্ম তাহার সব !"

পরে হুঁকা রাখিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর আর একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটু বসিলেন ; ভাবনা সঙ্গে সঙ্গেই আছে। তাহার পর উঠিয়া এস্‌রাজটী লইয়া একটু বাজাইলেন, পরে রাখিয়া দিলেন। তখন বইগুলির নাড়া-চাড়া আরম্ভ করিলেন ; কোনখানির কেবল পাতা উল্‌টাইয়া রাখিয়া দিলেন, কোনখানি কেবল হাতে করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। কোনখানির বা দুই এক পংক্তি পড়িলেন। কিছুক্ষণ পবে পূর্ব্ববৎ অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

"তবে আমি কেন তাহার জন্য পরকাল নষ্ট করি ?"

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, একটী চাকর আসিয়া প্রকোষ্ঠে আলোক রাখিয়া গেল। নির্ম্মল আরও কিছুক্ষণ তথায় বসিয়া, পরে উঠিয়া চলিলেন। তখনও তিনি ভাবিতেছিলেন।

নির্ম্মল জঙ্গলময় রাস্তা দিয়া একাকী গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। সেদিন শুক্লপক্ষ ছিল, কিন্তু বৃক্ষলতার প্রাচুর্য্যে রাস্তার আলোক পড়ে নাই ; একেবারে যে পড়ে নাই এ কথা বলা যায়

না ; জঙ্গলের আড়াল দিয়া, বৃক্ষলতার মধ্য দিয়া, চাঁদের দুই একটী কিরণ কোথাও কোথাও পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মাঝে মাঝে যে সকল ঘনান্ধকার ছিল, তাহা আরও ঘনীভূত বোধ হইতেছিল। নির্ম্মল সেই জঙ্গলময়, অন্ধকারময় রাস্তা দিয়া একাকী চলিতেছেন। মনে এত চিন্তা না থাকিলে. তিনি কখনও এরূপ ভয়ানক রাস্তায় একাকী চলিতে পারিতেন না।

জঙ্গলমধ্যে শৃগালগণ কর্কশরবে ডাকিতেছিল, উপরে নিশাচর পক্ষিসকল পক্ষ সঞ্চালন করিতেছিল, রাস্তার উপর দিয়া বন্য বিড়াল, বন্য শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ নিরাতঙ্কে যাতায়াত করিতেছিল। চিন্তার আধিক্য-বশতঃ নির্ম্মলের হৃদয় ভয়হীন ও দৃষ্টি লক্ষ্য শূন্য ; তিনি কিছু দেখিয়াও দেখিতেছেন না ; আপন মনে চলিতেছেন। কিয়দ্দূর গমনের পর কৌমুদী-মণ্ডিতা জাহ্নবী নদী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। আর একটু যাইয়া তিনি শষ্পময় তটে বসিয়া—এরূপ আসনে তিনি আর কখনও বসেন নাই—ভাবিতে লাগিলেন ;—

"যদি আমার কেহ না হইল, তবে আমি কেন তাহাদের জন্য মরি ? আমি কেন অধর্ম্মে ডুবিয়া থাকি ?"

তখন গঙ্গা-বক্ষে একখানি তরণী ভাসিয়া যাইতেছিল, তন্মধ্যে গীত হইতেছিল,—

আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে হরি।
আমি বুঝেছি সার, হরি হে, তুমি ভবের কাণ্ডারী॥
স্ত্রী পুত্র বন্ধু আদি, তারা কেবল সুখের সাথী,
মরে গেলে ফেলে দেবে, ফেলে একটু চো'খের বারি॥

নির্ম্মল স্থির-কর্ণে গানটী শুনিলেন। তখনও তাহার একটী পদ গীত হইতেছিল, কিন্তু নৌকা বহু দূরে গিয়া পড়াতে একটী স্বর ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইল না। গানটী শেষ হইলে নির্ম্মল মনে মনে বলিলেন ;—

"ঠিক বলিয়াছে, সকলেই সুখের সাথী ; তবে আর কেন ?"

গানটীর ভাবের সঙ্গে তাহার মনোভাবের সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও, তিনি গানে ও মনে জোর করিয়া মিশাইয়া লইলেন। নির্ম্মল আর গৃহে ফিরিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রহরাতীত। একটী ক্ষুদ্র কক্ষ-মধ্যে বিভাবত একাকিনী ভূমির উপর বসিয়া আছে ; সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের আলোকে তাহার মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের রেখা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। নয়নকোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা যাইতেছে। বিভা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় ; একটী কেশও নড়িতেছে না।

এমন সময় তাহার শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া জনৈক যুবতী তথায় প্রবেশ করিল। যুবতীর নাম বিমলা, বিমলা বিভাকে

তদবস্থায় দেখিয়া ম্লান-মুখে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ও কি, দিদি ! অমন করিয়া বসিয়া আছ কেন ?"

বিভা শুনিল, কথা কহিল না। বিমলা কিছু বুঝিল কিনা, জানি না ; সে শিশুকে বিভার ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া বলিল ;—

"নাও, তোমার ছেলে।"

বিভা বলিল ;—

"রাখ্ না ভাই, একটু।"

তাহার কথার সঙ্গে যেন করুণ রস ঝরিয়া আসিল। বিমলা বলিল ;—

"ভারি গরজ, উনি একলাটী ব'সে ব'সে ভাব্বেন, আর আমি ওঁর ছেলে রাখ্ব ! আচ্ছা দিদি ! তুমি কি ভাব ?"

বিভা বলিল ;—

"বিমলা ! তুই সরলা, আমি কি ভাবি, তা' তুই কি বুঝিবি ? আগে ভাবিতাম এক ভাবনা, এখন তার সঙ্গে আর এক নূতন ভাবনা আসিয়া জুটিল।"

বিভার মধুর কণ্ঠনিঃসৃত করুণ কথাগুলি বিমলার সরল প্রাণে বড় বাজিল। সে স্বীয় কমনীয় ভুজ-বল্লীতে তাহার গ্রীবা-দেশ বেষ্টন করিয়া, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল—গোলাপ যেন কমলে কহিল ;—

"কি ভাব ?"

বিভা বাষ্পাকুল-নয়নে বিমলার মুখপানে চাহিয়া কম্পিত-কণ্ঠে কহিল ;—

"বিমলা ! আগে ভাবিতাম, দুর্ভিক্ষের হাত হইতে প্রজা-

দিগকে কেমন করিয়া রক্ষা করিব, এখন ভাবিতেছি—"

সে আর কহিতে পারিল না, বিমলার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিমলা কিছু বুঝিল না, তাহার কান্না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কান্না দেখিয়া শিশুটীও কাঁদিয়া ফেলিল। শিশুর ক্রন্দন দেখিয়া উভয়ে ক্রন্দন সম্বরণ করিল। বিমলা শিশুটীকে কোলে তুলিয়া তাহার মুখে একটী চুম্বন করিল, সে আবার হাসিল।

আহা! জগতে শিশু কি সুন্দর! শিশুর হৃদয় কি নির্ম্মল। প্রাণ কি সরল! হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, খলতা নাই, পাপ নাই; আছে শুধু মণি ও মুক্তা—হাসি ও কান্না। পূর্ণিমার চাঁদেও কলঙ্ক আছে, ফুটন্ত ফুলেও কীট বাস করে, গন্ধবহও দুর্গন্ধ ছড়ায়, কিন্তু শিশু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

বিমলা শিশুকে শান্ত করিয়া বিভাকে জিজ্ঞাসিল :—

"কি হইয়াছে?"

বিভা চক্ষু মুছিয়া কহিল ;—

"বিমলা! তোর দাদা বুঝি আমার উপর রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

বিমলা হাসিয়া কহিল ;—

"সাবাস! সাবাস্! এরই জন্যে এত? এরই জন্য নিজে কাঁদ্‌লে, আমাকে কাঁদালে, খোকাকে কাঁদালে! যদি রাগ কর্‌তেন ত আমরা শুন্‌তে পেতাম না? হয় ত তোমার মন বুঝ্‌বার জন্যে মুখটা ভার ক'রে গিয়াছেন, এখনই আস্‌বেন এখন।

বিভা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল ;—

"না বিমলা! তিনি যথার্থই রাগ করিয়াছেন। আমি উত্তেজিত হইয়া—"

বিমলা বাধা দিয়া কহিল ;—

"যাও, তোমার ওসব কথা আমি শুনিতে চাই না।"

খোকা বিমলার কোলে ঘুমাইয়া ছিল, বিমলা তাহাকে বিভার কোলে দিয়া চলিয়া গেল।

বিমলা চলিয়া গেলে, বিভা শিশুকে লইয়া শয়ন-কক্ষে গেল এবং তাহাকে শুয়াইয়া নিজে শয্যার উপর বসিয়া রহিল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল, পরে শুইল, নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না। তাহার পর উঠিল, আবার শুইল, আবার উঠিল, আবার শুইল। তখন দেয়াল-লম্বিত ঘটিকা-যন্ত্রে ঠং ঠং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। বিভা উঠিল, কি ভাবিয়া ছাদে চলিল। তখন অন্ধকার হইয়াছিল। সে ছাদে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, দেখিল,—সব অন্ধকারময় ; গৃহ, প্রান্তর, পলল, পুষ্করিণী সব গাঢ় অন্ধকারময়—সব গাঢ় কালো। বিভা অনেকক্ষণ সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া পুনঃ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, নির্ম্মল আসেন নাই তখন সে উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কমলপুরের নিকটে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল ; ঐ গ্রামে বিমলার জন্ম হয়। আট বৎসরের মধ্যে তাহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। তাহার এমন কোন আত্মীয় ছিল না, যে তখন তাহাকে অন্ন-বস্ত্রের সাহায্য করেন। অগত্যা তাহাকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয়। একদিন সে ভিক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিতে দেখিল, রাস্তার এক পার্শ্বে বসিয়া একটী ক্ষুধার্ত্ত অন্ধ ফকির কাঁদিতেছে। তাহার কোমল প্রাণ দয়ায় ভিজিয়া গেল। সে বসনাঞ্চল হইতে তৎ-ক্ষণাৎ ভিক্ষালব্ধ সমস্ত চাউলগুলি তাহাকে প্রদান করিল।

অদূরে নির্ম্মলের বৃদ্ধ পিতা কি কার্য্যব্যপদেশে সেই পথ দিয়া-আসিতেছিলেন ; তিনি ভিক্ষাবলম্বিনী বালিকার ও তাদৃশ দয়া দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং খুব যত্ন করিয়া তাহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বালিকা হৃদয়-গুণে বৃদ্ধকে এত বশীভূত করিয়াছিল যে, বৃদ্ধ নিজের পুত্র-কন্যা-দের মত তাহাকে ভাল বাসিতেন। বৃদ্ধ তাহাকে কিঞ্চিৎ লেখা-পড়া শিখাইয়া ছিলেন। পরে বিজয়কুমার নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং বিজয়কে নিজের কার্য্যবিভাগে দেওয়ানী কার্য্য দিয়াছিলেন।

বিমলার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরেও বিমলার যত্নের কোন ক্রটি হয় নাই। নির্ম্মল বাবু তাহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। বিমলা

সকল বিষয়ে সুখী হইলেও তাহার একটী প্রধান দুঃখ ছিল,—বিজয়কুমার চরিত্র-হীন। বিমলার চরিত্র যেরূপ, বিজয়ের তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিমলা দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃতা ; বিজয় হিংসা, দ্বেশ, ক্রোধ, কুটিলতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত। বিমলা সতী, বিজয় অসৎ। বিমলা ভাল, বিজয় মন্দ। তবে বিজয়ের চেহারা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

বিভার কক্ষ-ত্যাগ করিয়া বিমলা নিজ কক্ষে আসিল। দূরে তাহার পদ শব্দ শুনিয়া,—বিজয় খাটের উপর বসিয়া ছিল—তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িল, চক্ষু বুজাইল, যেন কত ঘুমই ঘুমাইতেছে বিমলা কক্ষ-প্রবেশ করিয়া স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া, তাহার পদপ্রান্তে বসিল এবং ধীরে ধীরে পা টিপিতে লাগিল ও "শুন্‌ছ" "ওগো", "খাবে যে" প্রভৃতি বাক্য ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া স্বামীকে জাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিজয় নিদ্রাজড়িত কণ্ঠের ভাণ করিয়া কহিল ;—

"কি বিরক্ত ক'র্‌ছ !"

এই বলিয়া সজোরে একটী হাই তুলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বিমলা মৃদুস্বরে কহিল ;—

"খেয়ে ঘুমোও না।"

বিজয় বলিল ;—

"আমি খাব না।"

বিমলা।—কেন, কি হইয়াছে ?

বিজয়।—হবে আর কি ? আমি খাব না।

বিমলা।—তোমার পায়ে ধরি, খেয়ে ঘুমোও।

তাহার চক্ষু-অশ্রু ভরাক্রান্ত হইল।

বিজয়।—আমি খাই, যদি আমার একটা কথা রাখ।

বিমলা।—কি ?

বিজয়।—আগে বল, রাখিবে কিনা ?

বিমলা।—তুমি স্বামী, তুমি যা বলিবে, তাহাই করিব।

বিজয়।—ও সব কথা আমি শুনিতে চাই না, পারিবে কিনা বল।

বিমলা।—রাখিব, বল।

বিজয়।—আজ না, নিশ্চিন্ত হইয়ে বলিব। যাও, ভাত দাও।

বিমলা ভাত দিল।

পাঠক! বিমলার গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে বিজয় খাটে বসিয়া যাহা ভাবিতেছিল, তাহা এইরূপ ;—

"লোকে স্বার্থপর বলিবে? কৃতঘ্ন বলিবে? বলুক, ক্ষতি নাই। কে না স্বার্থের চেষ্টা করে? আর কেই বা স্বার্থত্যাগ করিয়া কবে বড় মানুষ হইয়াছে? আমি স্বার্থত্যাগ করিব না—এ সুযোগ ছাড়িব না। এই আমার মাহেন্দ্র সুযোগ, গেলে আর আসিবে না। বোকার শিরোমণি নির্ম্মল বাবু জমিদার, আমার হাতে সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে অন্তঃপুরে ব'সে প্রেমের স্বপ্ন দেখছেন। এ সুযোগে যদি আমি স্বার্থের পথ পরিষ্কার না করি, তাহা হইলে আর হইবে না। আমার ভাবনা কি? প্রধান নায়েব কালাচাঁদ আমার সহায়। অন্য সকলকে দুইচারি দিনের মধ্যে হাত ক'রে নেব। আর প্রজাগুলো ত আমার হাতে আছেই ; এই দুর্ভিক্ষের সময় দুই এক মুঠো চা'ল দিলে, যাহাকে যা করিতে বলিব, সে

তাহাই করিবে। তাহার পর বিভাবতীকে আমি চাই। কিন্তু ইহার জন্য বিমলার সাহায্য আবশ্যক। বিমলা কি আমার সাহায্য করিবে? নিশ্চই করিবে। আমার কথায় সে মরিতে পারে। কিন্তু তাহার মনোভাবটা একবার বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এই সময়ে বাহিরে বিমলার পদ-শব্দ শ্রুত হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি চিন্তায়, অনাহারে, অনিদ্রায় কাটাইয়া, অতি প্রত্যুষে বিভাবতী গাত্রোত্থান করিল এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বিষণ্নমুখে ভাবিতে লাগিল। নির্ম্মলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমল, বিভার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিল। বিভা তাহার সদুত্তর না দিয়া বলিল ;—

"বিমল! তোমার দাদার সংবাদ কিছু জান কি?"

বিমল বিস্মিত ভাবে বলিল ;—

"কৈ না!"

বিভা আর কিছু না বলিয়া, কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল। বিমল বুঝিল, নিশ্চয় কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে, বলিল ;—

"কেন, কি হইয়াছে?"

বিভা বলিল ;—

"কাল আমার সঙ্গে বচসা করিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন ; এখনও আসিলেন না।"

বিভা আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল। বিমলও একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অদূরে কক্ষের জানালা-ছিদ্র দিয়া একটী যুবক সে দৃশ্য দেখিতে পাইল ; কথাবার্ত্তাও কিছু কিছু শুনিতে পাইল—সে বিজয় কুমার। বিজয়ের ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল, সে অস্ফুটস্বরে বলিল,—

"বাহবা কি বাহবা! ভগবান্! তুমি নিশ্চয় আছ। জমীদারী আমার হাতে তুলিয়া দিলে।"

বিভা বলিল ;—

"বিমল! কাল বিকালে তিনি আমার সঙ্গে বচসা করিয়াছিলেন, যদি কোথায় চলিয়া গিয়া থাকেন, তবে বেশী দূর যাইতে পারেন নাই ; নিকটে কোথাও আছেন। তুমি অনুসন্ধান কর।"

বিমল তাহাই করিল। চাকর, বরকন্দাজ, বাগানের মালী পর্য্যন্ত নির্ম্মলের অনুসন্ধানে চারিদিকে পাঠাইয়া দিল এবং নিজেও চিন্তাকুলচিত্তে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

বিমল বরাবর রাস্তা ধরিয়া যাইতেছিল। কিয়দ্দূর যাইয়া, যেখানে এই রাস্তা গঙ্গাতীরস্থ রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, সেইখানে একটী বৃক্ষগাত্রে লম্বিত একখানি পত্র তাহার দৃষ্টি-পথে পড়িল। বিমল পত্রখানি পাড়িল ও পড়িল। পত্র এইরূপ ;—

"আমাকে কেহ অনুসন্ধান করিও না, আমার সংসার-লীল ফুরাইয়াছে। আমি ধর্ম্মের অনুসন্ধানে চলিলাম। ইতি নির্ম্মল।"

পত্র পড়িয়া বিমল অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। রাস্তার এক পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া রাস্তা বহিয়া আরও খানিক দূর চলিল, দেখিল,— আর একটী গাছের গায়ে আর একখানি পত্র। দেখিল তাহাও পাড়িল,—ঐ একই কথা—"আমি ধর্ম্মের অনুসন্ধানে চলিলাম।" সে আরও কিছুদূর গেল, আরও একখানি পত্র দেখিল পাড়িল, পড়িল,—ঐ একই কথা।

বিমল ফিরিল। বাড়ী আসিয়া বিভার হাতে পত্র দিল; বিভা পড়িল। কি আশ্চর্য্য! বিভা পত্র পড়িয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল না! একবিন্দু অশ্রুও ফেলিল না! একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল না! শুধু গম্ভীরস্বরে কহিল;—

"উত্তম, স্বামিন্! দেখি, কে প্রকৃত ধর্ম্মের উপাসক।"

পরে সূর্য্যের পানে চাহিয়া বলিল;—

"সূর্য্যদেব! তুমিই দেখিবে,—কে প্রকৃত ধার্ম্মিক।"

বিমল সব শুনিল, কিছু বুঝিল না. হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—*—

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজয় কুমারের শয়ন-গৃহের পার্শে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। কক্ষটী বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে, আলোক প্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নকর। এই জন্য সকলে ইহাকে "আঁধার-কুঠীর" বলিত। এই আঁধার কুঠীর ও বিজয়ের শয়ন-গৃহের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জানালা ছিল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর বিমলার চৈতন্য হইলে দেখিল, শয্যায় সে একা, বিজয় কুমার নাই। সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, দেখিল, আঁধার-কুঠীর হইতে একটী ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বাহির হইতেছে। বিমলা কৌতূহল-নিবারণার্থ জানালার সমীপবর্ত্তিনী হইল এবং রন্ধ্র দিয়া আঁধার-কুঠীরে দৃষ্টি করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, দেখিল,---বিজয়কুমার ও কালাচাঁদ নায়েব বসিয়া আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কহিতেছে; সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছে। বিমলা শুনিল,—বিজয় বলিতেছে;—

"কিন্তু কি? আপনি নিঃসন্দেহ হউন, নির্ম্মলবাবু না—ই।"

কালাচাঁদ বলিল;—

"তারও ত নিশ্চয় প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইতেছে না।

বিজয়। আর কিরূপ প্রমাণ চান? জানেন ত, নির্ম্মল বাবুর স্ত্রী এক ঘোষণা-পত্র দিয়াছিল যে, যে নির্ম্মলের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, সে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইবে। পাঁচশ টাকার লোভে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পর্য্যন্ত সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজ একমাস অতীত, কেহই ত সন্ধান করিয়া দিতে পারিল না। সকলেই ফিরিয়াছে।

কালা। তাহা হইলে তিনি নাই?

বিজয়। খুব সম্ভব তাই।

কালা। আমি যথাসাধ্য আপনার হিতার্থে চেষ্টা করিব, কিন্তু আমাকে—

বিজয়। না—না, আমি আপনাকে বঞ্চিত করিব না।

কালা। তাই হলেই হ'ল, তাই হলেই হ'ল।

বিজয়। তা হইলে কালই আপনি বিমলের কাছে কথাটা পাড়িবেন।

কালা।—সে—যদি অ—স্বী—কা—র করে?

বিজয়।—না, না, অস্বীকার করিবে না। জনেন কি, বিমল হ'চ্ছে একেবারে কলির লক্ষণ; ভাইয়ের সন্ধানের কথা বলিলে সে কখনই অস্বীকার করিবে না। তারপর একবার নৌকায় চড়াইতে পারিলে, তখন ত আপনার মুঠোর মধ্যে। কি বলেন?

কালা।—হাঁ, তখন আমি বুঝে নেব।

বিজয়।—আস্তে!

কালা।—কেউ শুনিতেছে নাকি?

বিজয়।—না,—না, তবে এসবকথা একটু আস্তে বলাই ভাল।

বিজয় তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে মনে মনে বলিল ;—

"আর একটী কাজ—বিভাবতী—"

পরে কালাচাঁদের প্রতি চাহিয়া প্রকাশ্যে বলিল ;—

"অনেক রাত হইয়াছে, এখন—"

তখন উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল। কালাচাঁদ বাড়ী চলিয়া গেল, বিজয় শয়ন-কক্ষে আসিল। বিমলা তখন শয্যা-পার্শ্বে বসিয়াছিল, বিজয় গৃহ-প্রবেশ করিবামাত্র বৃক্ষচ্যুত ব্রততীর ন্যায় বিজযের পদতলে পতিত হইল। বিজযের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল ;—

"কি ?"

বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল ;—

"আমার মাথা খাও, ও সব পাপ-আশা ত্যাগ কর।"

বিজয় বলিল ;—

"পা ছাড়, কি ত্যাগ করিব ?"

বলিতে বলিতে বিজয় গাত্রাবরণ-মধ্য হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া বিমলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধরিল এবং ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল ;—

"কি ত্যাগ করিব ?"

বিমলা অল্প ভয় পাইল, কিন্তু পশ্চাৎপদ হইল না, বরং উঠিয়া, বক্ষ প্রসারিত করিয়া কহিল ;—

"দাও, আমার বুকে ঐ তীক্ষ্ণ ছুরি বসাইয়া দাও, আমাকে খুন কর। কিন্তু ঐ পাপ-আশা ত্যাগ কর !"

সে স্বামীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ও কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল ;—

"আমি সব শুনিয়াছি, ও পাপ-আশা ত্যাগ কর।"

বিজয় দেখিল, ভয় দেখাইয়া বিমলাকে নিরস্ত করা যাইবে না, অগত্যা সে ছুরি নত করিয়া ঈষৎ মিষ্টমুখে কহিল ;—

"বিমলা! শুনিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। কিন্তু বিমলা! আমি যাহা করি, তাহা কি একা আমারই জন্য?"

বিমলা আরও কাঁদিতে লাগিল, বলিল ;—

"যাহারই জন্য কর, অকৃতজ্ঞ হইও না।"

বিজয় বলিল ;—

"দেখ বিমলা! আমি যাহা ভাল বুঝি, তাহা অবশ্য করিব, কাহারও নিষেধ শুনিব না। অনর্থক আমার বিরুদ্ধে কথা কহিও না।"

বিমলা উঠিয়া বলিল ;—

"নাথ! নরকের পথ পরিষ্কার করিও না।"

বিজয় বলিল ;—

"বিমলা! আমি যাহা করি বা করিব, তাহা যদি পাপ বুঝিয়া থাক, তবুও বাধা দিও না। আমি যাহা করিব, তাহা করিব। বাধা দিলে আমার পাপ আরও বাড়িবে, আমি স্ত্রীহত্যা করিতেও ক্ষান্ত হইব না।"

বিমলা "তোমার যাহা ইচ্ছা—" বলিয়া সাভিমানে শয্যার উপর শুইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজয় কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে বলিল ;—

"বিমলা! যদি মৃত্যু-ভয় থাকে, তবে যাহা শুনিয়াছ, প্রকাশ করিও না।

বিমলা আবার উঠিল,—এবার বিমলা তেজস্বিনী,—বলিল ;—

"নাথ। আমাকে মৃত্যুভয় দেখাইও না।"

বিজয় বলিল ঃ—

"ভাল, পতিভক্তির ভয় ?"

বিমলা।—প্রাণ থাকিতে প্রকাশ করিব না ; কিন্তু ঐ পাপ-আশা পরিত্যাগ কর।

বিজয় প্রকাশ্যে কিছু বলিল না ; মনে মনে বলিল ;—

"কখনই না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সায়ংকালে পুষ্প বটিকার অলিন্দে বসিয়া বিভাবতী ভাবিতে-ছিল। বিভাবতীতে আর সে বিভাবতী নাই ; সেই সব আছে, অথচ যেন কিছু নাই। সেই কুসুম-পরাগ-লাঞ্ছিত-কোমল-যৌবন আছে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তি নাই। সেই পূর্ণকল-সুধাকর-নিঃসৃত কৌমুদীতুলা রূপরাশি আছে, কিন্তু তাহাতে সে মোহ নাই। সেই সুগোল-কোমল-পীনোন্নত পয়োধর-যুগল পূর্ব্ববৎ বক্ষোপরি শোভা পাইতেছে, কিন্তু তাহাতে গর্ব্ব নাই। সেই করি-কর-নিন্দিত উরুযুগল আছে, সেই সুপ্রসস্তোন্নত নিতম্ব আছে,

কিন্তু সেখানে আর মন্মথ বাস করে না। সেই রাশীকৃত কুঞ্চিত কেশভার আছে, কিন্তু তাহা আর ফণিনীকে উপহাস করিয়া পৃষ্ঠ'পরি দুলে না; সর্ব্বদা অসংযত অবস্থায় থাকে। সেই নব পল্লবতুল্য ওষ্ঠাধর আছে, কিন্তু তাহাতে আর সুধা নাই। সেই সুনীলায়ত নয়ন-যুগল আছে, কিন্তু তাহাতে আর সে প্রাণোন্মাদ-কারী শর নাই। বিভা নবীনা—বিভা প্রবীনা।

বিভা ভাবিতেছিল। তাহার ভাবনা-স্রোতস্বিনী পবন-তাড়ন-তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া, অথবা গগনস্পর্শী দুগ্ধফেন-নিভ রাজ-প্রসাদের পাশ দিয়া বহিতে ছিল না; সে শোকের মরু-ভূমির উপর দিয়া ধর্ম্মের মহাসমুদ্রে গিয়া মিশিতেছিল।

বিভাবতী বসিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিল। সুশীতল সান্ধ্য সমীরান্দোলিত বসনাঞ্চলখানি তরঙ্গময়ী তরঙ্গিনীবৎ কাঁপিতে লাগিল। আলু লায়িত জানুচুম্বিত তৈলহীন কেশরাশি পৃষ্ঠ'পরি ফুর ফুর করিয়া উড়িতে লাগিল। সর্ব্বোপরি ঐ সান্ধ্যনক্ষত্র-সম উজ্জ্বল, তাহার সেই দৃষ্টি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সে দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, অথচ তাহাতে প্রতিজ্ঞার স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, ধর্ম্মভাব প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বিভা অনেকক্ষণ ভাবিয়া ঈষৎ-স্ফুট স্বরে কহিল;—

"উত্তম যুক্তি।"

অদূরে বিমলা আসিতেছিল, শব্দটী তাহার কাণে গেল। সদাহাস্যময়ী বিমলা আজ গম্ভীরা, কেননা, পূর্ব্বরাত্রে তাহার

বুকে যে শক্তিশেল বিঁধিয়াছে, এখনও তাহা উঠে নাই। কিন্তু যাহার যে স্বভাব, তাহা একেবারে যায় না। সে জিজ্ঞাসিল ;—

"কি উত্তম যুক্তি, দিদি ?"

বিভা বলিল ;—

"আমি স্বয়ং স্বামীব অনুসন্ধানে যাইব।"

বিমলা কথা কহিল না, মুখ নত করিয়া রহিল। বিভা আবার বলিল ;—

"তুমি আমার খোকাকে রাখিও।"

বিমলা বলিল ;—

"আমি পারিব না।"

একথা বলিবার কারণ এই, যে, সে শিশুকে রাখিলে বিজয়ের করালকবল হইতে কখনও বাঁচাইতে পারিবে না। বিভা বুঝিল, যে, তাহাকে যাইতে দিবে না বলিয়া, বিমলা একথা বলিল। সুতরাং সে আর একটু জোর করিয়া বলিল ;—

"তোমাকেই রাখিতে হইবে।"

বিমলা বিনীতভাবে বলিল ;—

"ক্ষমা কর দিদি ! আমি পারিব না।"

বিভা বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইল ; যে বিমলা খোকাকে ছাড়িয়া একদণ্ড থাকে না, সে আজ এত অমত করিতেছে কেন ? সে জিজ্ঞাসিল ;—

"কেন ?"

বিমলা। সে কথা আমি বলিতে পারিব না।

তাহার চক্ষু কোণে অশ্রু দেখা দিল, বিভা তাহা লক্ষ্য করিল।

বিমলার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল ;—

"আচ্ছা, কালীসিংকে ডাকিয়া দাও।"

বিমলা কালীসিংকে ডাকিয়া দিল। কালীসিং আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসিল ;—

"হাম্‌কো ডাকেছে কেনো মাঈ ?"

বিভা বলিল ;—

"খোকাকে ওর মামার বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে হইবে।"

কালীসিং বৃদ্ধ, পুরাতন ও বিশ্বস্ত ভৃত্য, এ জন্য এ গুরুভার বিভা তাহাকেই অর্পণ করিল। কালীসিং বলিল ;—

"কেনো মাইজী ! আপ্ কাঁহা যায়গা ?"

বিভা।—কোথাও যাইব না ; তুমি পারিবে ?

কালা।—হামি পারেবে ; কব্ যানে হোগা ?

বিভা।—কাল ভোরে।

"বহুদাচ্ছা" বলিয়া কালীসিং সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। বিমলা বিভার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিভা নীরব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার অনতিবিলম্বে বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বিমল ও কালাচাঁদ গল্প করিতেছিল। গল্প আর কি, কেমন করিয়া নির্ম্মলের সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যুক্তি করিতেছিল। কথার মাঝে মাঝে উভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল। বিমলের নিশ্বাস অন্তরের বাতাস-সংযোগে দীর্ঘ হইতেছিল, আর কালাচাঁদের নিশ্বাস বাহিরের বাতাসে দীর্ঘ হইতেছিল। বিমলের দুঃখ আন্তরিক, কালাচাঁদের দুঃখ বাহ্য। বিমল মনে যাহা ভাবিতেছে, মুখে তাহা বলিতেছে। কালাচাঁদ তাহা নহে ; সে মুখে বলিতেছিল, কিরূপে নির্ম্মলের সন্ধান পাওয়া যাইবে, কিরূপে জমীদারী চলিবে, কিরূপে সব দিক্ রক্ষা হইবে ইত্যাদি। মনে ভাবিতেছিল, কিরূপে জমিদারীর সর্ব্বনাস হইবে, কিরূপে বিমল নিপাতে যাইবে ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পরে ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, মাথা নাড়িতে নাড়িতে নরধাম নায়েব বলিল ;—

"বিমল বাবু! আপনি ছেলে মানুষ ;—যদি একবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় সন্ধান পাওয়া যাইত। কি জানেন, যারা বাবুর সন্ধানে গিয়াছিল, তারা সকলেই পর, আত্মীয় স্বজন কেউ নয়। প্রাণের টান না থাকিলে কি কেউ কারও জন্য কষ্ট স্বীকার করে? যদি আপনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেন ত—কি জানি—"

বিমল বলিল ;—

"আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি, আমি তাহাই ভাবিতেছিলাম।"

কালা।—উত্তম ! অতি উত্তম !

বিমল।—কিন্তু আপনাকে আমার সাহায্য করিতে হইবে।

কালা।—অবশ্য, নিশ্চয়ই ; বাবু আমাদের মা বাপ। তাঁর জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিব, সে ত আমাদের আনন্দের কথা—সুখের কথা—গৌরবের কথা।

নায়েব মহাশয়ের বংশ-কণ্ঠ-নিঃসৃত কথাগুলি ছাদের ভিতর মেঘ-গর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বিমল বলিল ;—

"তাহা হইলে, কবে যাত্রা করা কর্ত্তব্য ?"

কালা।—যত শীঘ্র পারা যায় ; তবে কাল হইবে না,—পরশু।

বিমল।—উত্তম. তাহা হইলে আপনি মধুসেককে ঠিক করিয়া রাখিবেন। সে নাকি ভাল মাঝিগিরি করিতে পারে।

কালা।—সে যাহা করিতে হয়, আমি করিব এখন। আপনার কিছু ভাবিতে হইবে না।

যুক্তি স্থির হইলে কালাচাঁদ প্রস্থান করিল। বিমল বিভার নিকট গিয়া সব বলিল। বিভা আশীর্ব্বাদ করিল ; তাহার আর স্বয়ং অনুসন্ধানে যাওয়া হইল না।

নির্দ্ধারিত দিবসে বিমল ভ্রাতৃ-অন্বেষণে যাত্রা করিল, কালাচাঁদ সঙ্গে গেল। মধুসেক হাল ধরিল, দাঁড়ীরা দাঁড় টানিতে লাগিল, নৌকা চলিতে লাগিল, সকলে উচ্চকণ্ঠে "বদর বদর" শব্দ করিতে লাগিল।

—*—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাস। দিবাকর আকাশের ঈষৎ পশ্চিম-প্রান্তে হেলিয়া পুণ্যতীর্থ হরিনাথের কিরণ ঢালিতেছেন। রাস্তায় শত শত গো-শকট চলিতেছে; কতক আসিতেছে, কতক যাইতেছে। যেগুলি আসিতেছে, তাহার আরোহিগণ মন্দির-দর্শনের আশায় উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, কেহ কেহ নামিয়া হাঁটিয়া চলিতেছে, স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিতেছে; কেহ দেখিতে পাইতেছে, কেহ পাইতেছে না। কেহ বলিতেছে "ঐ ঐ", কেহ বলিতেছে "কৈ-কৈ", কেহ হাসিয়া বলিতেছে "আমার চ'খে দেখ"; কোন পুরুষ কোন সুন্দরীকে পরিহাস করিয়া বলিতেছে "তুমি দেখিলেও যা, আমি দেখিলেও তা"; কোন যুবক কোন যুবতীর হাত ধরিয়া নিজ অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া "ঐ ঐ" করিতেছে, হয় ত সে আদৌ দেখিতে পায় নাই।

আর শিশুরা? তাহাদের আমোদ দেখে কে? কেহ উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, কেহ গাড়ী হইতে নামিবার জন্য জিদ্ করিতেছে, কেহ কেহ বা পিতা মাতার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আনন্দে করতালি দিতেছে—মায়ের কোলে বসিয়াই নৃত্য করিতেছে—চেঁচাইতেছে। কিছু বুঝিতেছে না, অথচ আত্মীয়-দের আনন্দ দেখিয়া আনন্দ করিতেছে।

ধন্য শিশু! তোমরা পরের আনন্দে আনন্দিত হও, পরের দুঃখে কাঁদিয়া ফেল! হায়! সমস্ত জগৎটা যদি তোমাদের মত হইত, তবে ইহা আরও কত সুন্দর—কত মধুর হইয়া উঠিত!

যে গুলি ফিরিয়া যাইতে ছিল, তাহাদের আরোহিগণ কিছু নিরানন্দ, অবশ্য যাঁহাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র ধর্ম্মভাব ও ভক্তি ছিল। আর যাঁহাদের তাহা নাই, তাঁহারা বরং এ ঝঞ্ঝাটের মধ্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কিছু সুখী হইয়াছেন।—কানার কাছে আলোর চেয়ে আঁধার ভাল।

যাত্রীরা প্রায়ই গো-যানে আসিতেছেন, তবে কদাচিৎ কেহ পদব্রজে আসিতেছেন। অবশ্য তাহার সন্তোষজনক কারণ আছে,—কেহ গাড়ীতে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া হাটিতেছেন, কেহ অর্থাভাবে, কেহ বা মানসার ভয়ে; নহিলে সাধ করিয়া কেহ কষ্ট স্বীকার করেন না।

যাহারা পদব্রজে আসিতেছিল, তন্মধ্যে নির্ম্মলবাবু একজন। নির্ম্মল বাবুর এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, যদি আমি ইহার নাম না বলিয়া কেবল বর্ত্তমান শারিরিক ও মানসিক বর্ণনা করিতাম, তাহা হইলে পাঠক-পাঠিকা কখনই চিনিতে পারিতেন না। তাহার দেহে আর সে লাবণ্য নাই, মনে সে স্ফূর্ত্তি নাই,মুখমণ্ডলে সে যৌবন-স্বভাব-সুলভ প্রফুল্ল শ্রী নাই। বেশ মলিন; দেহ শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট; পরিধানে ছিন্নবস্ত্র; চক্ষু ও গণ্ড কোঠরগত; কেশ শুষ্ক, তৈলহীন ও ধূলিময়; উদর পৃষ্ঠসংলগ্ন, মন বিষাদময়। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য, ধনীত্ব ও ভদ্রত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই—প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করি-

তেছে। এখনও ইঁহাকে ভাল করিয়া দেখিলে ভদ্রসন্তান বলিয়া মনে হয়, এখনও ইনি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রখানি গুছাইয়া পরেন, এখনও চুলগুলি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আছে, এখনও কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, এখনও অশিক্ষিত, অভদ্র ও নীচ ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশিতে পারেন না, এখনও গলদেশে যজ্ঞোপবীত আছে ; তবে তাহা অত্যন্ত মলিন ও ছিন্ন-ভিন্ন।

নির্ম্মল আর চলিতে পারেন না, তাহার পা দু'খানি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, শরীর যেন নিজভার বহনে অক্ষম। অগত্যা তিনি রাস্তার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, বসিতে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল একেবারে এলাইয়া পড়িল। তাঁহার শুইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কোথায় শুইবেন ? শুইলে শকটবাহী বলদগণ হয়ত পদদলিত করিয়া যাইবে। এতএব তাঁহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। কিন্তু বসিয়াও একটু শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না ; সূর্য্যের প্রখর কিরণসকল অগ্নিবর্ষণবৎ তাঁহার দেহে বর্ষিত হইতে লাগিল ; গো-ক্ষুরোত্থিত ধূলিসকল বায়ুর সাহায্যে তাঁহার নাকে, কাণে, মুখে, চোখে প্রবেশ করিতে লাগিল ; সর্ব্বোপরি গাড়োয়ানগণের কর্কশ গালাগালি, যাত্রীদিগেব কাহারও মধুর, কাহারও কর্কশ, কাহারও শ্লেষব্যঞ্জক বাক্য, পাণ্ডাগণের উৎপাত, সপ্তরথীর বানের মত তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিলেন। হাজার হউক, নির্ম্মল জমিদারের ছেলে।

উঠিয়া হাটিতে লাগিলেন ; হাটিতে হাটিতে মন্দিরের সমীপ-

বর্ত্তী হইলেন। মন্দিরের দৃশ্য বড় সুন্দর,—পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত মন্দিরের দুই পার্শ্ব দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া নির্ঝর ঝরিতেছে,—তাহার জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। সূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে আরও নির্ম্মল দেখাইতেছে ; নির্ম্মল অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, নির্ঝরের শীতল জলে স্নানাহ্নিক করিয়া, অনেকটা পরিতৃপ্ত হইলেন, মন্দিরেগিয়া দেখিলেন,—তন্মধ্যে ভগবানের বরাহমূর্ত্তি বিরাজমান্। দেখিবামাত্র তাঁহার প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হইল। তিনি যোড়করে জয়দেব-রচিত মধুর স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ;—

"বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না,
কেশব ধৃত শূকর রূপ
জয় জগদীশ হরে।"

নির্ম্মল ভক্তিভরে প্রণত হইলেন।

—*—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল ভগবানের প্রসাদলাভে পরিতৃপ্ত হইয়া বিশ্রামলাভের জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার অর্থ নাই, সুতরাং কোন পাণ্ডা বা দোকানদার তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। অগত্যা তিনি পাহাড়ের সমীপস্থ একখানি শিলার উপর গিয়া বসিলেন এবং মনে

মনে জীবনের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিশ্যৎ বিষয়ক নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, একটীর পর একটী করিয়া উঠিয়া, নক্ষত্রগণ আকাশে মুক্তাশ্রেণীবৎ শোভা পাইতে লাগিল, অল্প অল্প আঁধার হইল, আঁধার ক্রমে গাঢ় হইল, ক্রমে আরো গাঢ় ; তাহার পর একেবারে হরিনাথতীর্থ গ্রাস করিয়া ফেলিল। পাহাড় পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, ভগবানের মন্দির পর্য্যন্ত আঁধারে ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। তখনও নির্ম্মল ভাবিতেছিলেন। অতীত-কাহিনীগুলি ছায়াবাজীর মত তাঁহার স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল,—সেই কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-রাশীকৃত-কুন্তলের মাঝে, শৈবালজড়িত অরবিন্দবৎ বিভাবতীর সারল্যরাঞ্জত মুখখানি ; তাহার সেই অকৃত্রিম প্রেম, অকপট ভালবাসা, স্বার্থ-হীন ভক্তি ; আবার তাহারই সেই নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা, হৃদয়-হীনতা ; সব মনে পড়িল। শিশুপুত্রের মুখ মনে পড়িল, তাহার অর্দ্ধস্ফুট অমৃতজড়িত কথাগুলি মনে পড়িল। বিমলকে মনে পড়িল, আরও মনে পড়িল,—তাঁহার বড় আদরের, বড় যত্নের, বড় প্রিয় স্থান জন্মভূমি ; তাঁহার শৈশবের বৃন্দাবন, কৈশোরের যমুনাতট, যৌবনের মথুরাধাম কমলপুর তাঁহার মনে পড়িল। তিনি কত কি ভাবিতে ছিলেন, তাহার অন্ত নাই। ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার তন্দ্রাবেশ হইল, ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইল, হস্তপদাদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই শিলার উপর লুটাইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া তন্দ্রাও গম্ভীর নিদ্রায় পরিণত হইল।

রজনী দ্বিতীয় প্রহরে পদার্পণ করিল, চন্দ্রও অমনি মধুর

হাসিতে হাসিতে পর্ব্বতের আড়াল দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রাণেশের মুখদর্শনে যেমন বিরহিনীর শুষ্কমুখে আপনিই মধুর হাসি ফুটিয়া উঠে, যেমন যৌবনের স্ফূর্ত্তি আপনিই তাহার অঙ্গে উথলিয়া যায়, যেমন ম্লান-সৌন্দর্য্য আপনি উদ্ভাসিত হইয়া তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলে, সেইরূপ চন্দ্রকে পাইয়া ধরণী আপনা আপনিই সৌন্দর্য্যবতী, যুবতী ও হাস্যময়ী হইয়া উঠিল।

অদূরে কৌমুদী-স্নাত পাহাড়সকল সারি সারি শোভা পাইতেছে, তদ্‌গাত্রস্থ নির্ঝর ও বৃক্ষসকল জ্যোৎস্না মাখিয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে, বৃক্ষে সহস্র সহস্র পুষ্প হাসিতেছে ; চন্দ্র কিরণ, পুষ্প সৌরভ, পাহাড় শোভা, একত্রে মিশিয়া সে স্থানকে বড় শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে ; তৎসঙ্গে আবার নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতা যোগ দিয়া শান্তিকে আরও প্রগাঢ় করিয়াছে। সমস্ত প্রান্তর নির্জ্জন ; চন্দ্রকরে, পর্ব্বতশিখরে, সুন্দরতা ক্ষরিতেছে। তবে নিস্তব্ধতা সর্ব্বস্থান ব্যাপী নয় ; নির্ঝরিনীর কুলু কুলু ধ্বনি, বৃক্ষপত্রের সর্ সর্ শব্দ, শিশির পতনের টুপ্ টুপ্ শব্দব্যতীত আর সব নিস্তব্ধ। কিন্তু এই সময়ে আর একটী শব্দ শ্রুত হইল ; সে শব্দ অন্য কিছু নয়—একটী সুর।

সে সুর কোকিল-কূজনের মত মিষ্ট নয়, বীণাধ্বনির মত মধুর নহে, অথবা বায়স-চীৎকারের মত কর্কশ নহে। সে সুর শরদ্‌-কালীন মেঘ-গর্জ্জনবৎ গম্ভীর ও তাল-লয়-বদ্ধ। সুর কোথা হইতে আসিতে ছিল, জানি না ; কিন্তু যেখান হইতে আসুক না কেন, তাহার গম্ভীর আরাব—প্রান্তর, তরুলতা ও অচল ভূধররাজিকেও বিকম্পিত করিয়া আকাশ-মার্গে ছড়াইয়া পাড়িতেছিল।

সুর ক্রমে আরও নিকটে আসিল, আরও গম্ভীর বোধ হইল; তখন তাহার মধ্য হইতে সুন্দর স্তোত্র বাহির হইল ;—

"প্রলয়-জলধি-জলে ধৃত বানসি বেদম্,
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদম্.
কেশর ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

তখন দৃষ্ট হইল. এই গভীর রজনীর কোলে, গম্ভীর সুরসুধা বর্ষণ করিতে করিতে, জনৈক সন্ন্যাসী হরিনাথ-মন্দিরের দিক্ দিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রালোক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেশ দেখা যাইতেছিল; তাঁহার দেহ স্থূল, উদর লম্বিত. বর্ণ শুভ্র, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও শুভ্র গুম্ফ-শ্মশ্রু-শোভিত, ললাট প্রশস্ত ও চন্দনচর্চ্চিত, নয়ন জ্যোতির্ম্ময়; তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গলদেশে রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা, স্কন্ধদেশে একখানি কম্বল বিলম্বিত, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে পরিলিপ্ত; তাঁহার বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, মুখে সঙ্গীত; তখনও তিনি গাহিতেছিলেন,—

"ক্ষিতি রতি বিপুল তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে,
ধরনি ধরণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে,
কেশব ধৃত কচ্ছপরূপ,
জয় জগদীশ হরে।"

হটাৎ তাঁহার সঙ্গীত থামিল. নিদ্রিত নির্ম্মলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি সঙ্গীত ছাড়িয়া নির্ম্মলের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও তাঁহাকে .ডাকিলেন। নির্ম্মল জাগিলেন না; সন্ন্যাসী আবার ডাকিলেন, ডাকিতে নির্ম্মলের নিদ্রা ভাঙ্গিল। নির্ম্মল চক্ষুরুন্মীলন

করিবামাত্র সন্ন্যাসীর প্রসান্ত মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন পথে পড়িল; তাঁহার বোধ হইল, বুঝি দেবদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়-মান। তিনি যোড়করে বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিলেন, বলিলেন;—

"যুবক! তুমি বিস্মিত হইতেছ?"

নির্ম্মল প্রণাম করিয়া বলিলেন;—

"প্রভু! আপনি কে?"

সন্ন্যাসী।—আমি ব্রহ্মচারী, নাম গৌরানন্দ; তোমাকে শিলার উপর নিদ্রিত দেখিয়া আমি আসিয়াছি।

নির্ম্মল।—প্রভু! আমার অর্থ নাই, তজ্জন্য আমাকে কেহ যায়গা দিল না!

সন্ন্যাসী।—তুমি আমার অতিথি; আইস, আমার অনুসরণ কর।

নির্ম্মল কিছুক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, পরে কৃতজ্ঞতা গদ্‌গদ-কণ্ঠে কহিলেন;—

"দেব! আপনি দয়ার সমুদ্র। আমি সব ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।"

তিনি আবার প্রণত হইলেন।

সন্ন্যাসী।—পরে বিবেচ্য। আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, আইস।

উভয়ে চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাহাড়ের উপর সন্ন্যাসীর কুঠীর। কুঠীরখানি দুইভাগে বিভক্ত; একভাগে রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, অপর ভাগে সন্ন্যাসী পূজাহ্নিকাদি করেন ও শয়ন করে। সন্ন্যাসী কুঠীর-সমীপে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন ;—

"লক্ষ্মি !"

সহসা দরজার কপাট উন্মুক্ত হইল ও দীপহস্তে লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল।

লক্ষ্মী সন্ন্যাসীর পালিতা কন্যা ; লক্ষ্মীর বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ। বালিকা বেশ সুন্দরী ; তবে তাহার সৌন্দর্য্যে কৃত্রিমতা আদৌ নাই, বরং সবিশেষ অযত্ন লক্ষিত হয়। তাহার বেশ সন্ন্যাসিনীর ন্যায়, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, দেহে ভস্মরাশি, মস্তকে অগুল্ফলম্বিত আপিঙ্গল জটাভার, তাহার মধ্যে তাহার ছাইমাখা মুখখানা পাত্‌লা পাত্‌লা মেঘাবৃত শশধরের মত দেখায়।

লক্ষ্মী গ্রীবাদেশ ঈষৎ দক্ষিণে বক্র করিয়া, নিতম্ব ঈষৎ বামে হেলাইয়া, চিবুকে তর্জ্জনী সংলগ্ন করিয়া, দাঁড়াইয়া আদেশ প্রতীক্ষায় সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিলেন ;—

"মা ! ইঁহার আতিথ্যসৎকারের বিধান কর।"

বালিকা তৎক্ষণাৎ দুইটী মৃণ্ময় পাত্রে করিয়া জল আনিয়া

দিল। সন্ন্যাসী ও নির্ম্মল পদ-প্রক্ষালন করিলেন। তৎপরে সন্ন্যাসী নির্ম্মলকে "আইস" বলিয়া কুঠীরে প্রবেশ করিলেন. লক্ষ্মী ও নির্ম্মল পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইলেন। নির্ম্মল দেখিলেন.—কুঠীরের মাঝখানে একখানি কাষ্ঠ নির্ম্মিত চৌকি, তদুপরি একটী ক্ষুদ্র শালগ্রাম। পার্শ্বে মৃণ্ময় পাত্রসকলে কর্ত্তিত ফল সকল রহিয়াছে, একটী সাজিতে কতকগুলি ফুল রহিয়াছে; সম্মুখে একখানি কুশাসন।

সন্ন্যাসী সেই কুশাসনে বসিলেন এবং আহার্য্য দ্রব্যগুলি শালগ্রামকে নিবেদন করিয়া দিলেন, তৎপরে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিলেন। লক্ষ্মী পাত্রসহ ফলগুলি রন্ধন-গৃহে লইয়া গেল এবং দুইখানি আসন করিয়া দিয়া সন্ন্যাসীকে ডাকিল। সন্ন্যাসী নির্ম্মলকে ডাকিয়া লইয়া আসনগ্রহণ করিলেন এবং নির্ম্মলকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। নির্ম্মল বলিলেন;—

"গুরুদেব। আমি আপনার প্রসাদ খাইব।"

সন্ন্যাসী কিছু না বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং খাওয়া শেষ হইলে উঠিয়া গেলেন। লক্ষ্মী ভুক্তাবশেষ ফলগুলি আর একখানি ফলপূর্ণপাত্রে তুলিয়া নির্ম্মলকে দিল। নির্ম্মল আহারে বসিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, ভাবিলেন,—এ ফলগুলি তাঁহার উদরের এক পাশে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু "যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না"; তাহার উদর পূর্ণ হইল, কিন্তু পাত্র খালি হইল না। নির্ম্মল মহা বিপদে পড়িলেন,—সন্যাসীর কুঠীর, ভুক্তাবশেষ কে খাইবে? তিনি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর জোর করিয়া আর একখণ্ড ফল মুখগহ্বরে ফেলিয়া

দিলেন এবং ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু রাখেন কোথায় ? উদররূপ মহা গুদামের একটী ঘরও খালী নাই। তিনি কোথাও স্থান না পাইয়া শেষে সেই ক্ষুদ্র বস্তাটীকে গুদামের দরজায় রাখিলেন। কিন্তু আর ত স্থান নাই, পাত্রস্থ বস্তাগুলা কোথায় রাখিবেন ? নির্ম্মল ভাবিয়া আকুল হইলেন। লক্ষ্মী তাহা বুঝিল, বলিল ;—

"আপনি কি আর খাইতে পারিতেছেন না ?"

নির্ম্মল ধীরে ধীরে বলিলেন ;-

"না।"

লক্ষ্মী।—তা যান্, হাত-মুখ ধুইয়া ফেলুন গে।

নির্ম্মলের মস্তক হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিল। তিনি জোর করিয়া একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন ;—

"এ সব কি করিব ?"

লক্ষ্মী বলিল ;—

"ওসব থাক্, আমি খাইব এখন।"

লক্ষ্মীর বিশ্বাস ছিল, অতিথি দেবতা, তাঁহার উচিষ্ট-ভোজনে সে কখনও সঙ্কোচ বোধ করিত না। নির্ম্মল বাহিরে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী তখন বাহিরে বসিয়া গাঁজা টিপিতে ছিলেন। নির্ম্মল তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন ; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ভোজনান্তে সন্ন্যাসীর সাথে দুই একটা বাক্যালাপ করিবেন ; কিন্তু তাহা আর হইল না, অত্যধিক ভোজন করাতে ও দারুণ শীত-পীড়নে তিনি আর বসিতে পারিতেছিলেন না। শয়নের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

"মা ! খাওয়া হইয়াছে ?"

লক্ষ্মী উত্তর করিল ;-

"হাঁ, বাবা !"

সন্ন্যাসী।— নির্ম্মলকে একটা বিছানা করিয়া দাও।

লক্ষ্মী কুটীরের এক পাশে একটী হরিণ-চর্ম্ম বিছাইয়া দিল, গায়ে দিবার জন্য একটী ব্যাঘ্র-চর্ম্ম রাখিয়া গেল। নির্ম্মল তাহাতে শয়ন করিলেন ও মুহূর্ত্তমধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী ও লক্ষ্মী পূজার ঘরে শয়ন করিলেন। এইরূপ নিত্য করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৌরানন্দ নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জলে স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া কুটীরে ফিরিলেন। নির্ম্মল তখন কুটীরের সম্মুখস্থ সমতল ক্ষেত্রে বসিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী কথা পাড়িলেন ;—

"যুবক ! তোমার অসুস্থতা-নিবন্ধন আমি কাল তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। আশা করি, আজ তুমি কিঞ্চিৎ সুস্থ

হইয়াছ ; অতএব আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

নির্ম্মল বিনীতভাবে উত্তর দিলেন ,—

"প্রভো ! আদেশ করুন ; আপনার পবিত্র চরণ-তলে আশ্রয় পাইয়া আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন ;—

"তুমি কে ?"

নির্ম্মল।—আমি পূর্ব্বে কমলপুরের জমিদার ছিলাম

সন্ন্যাসী।—সে পদ হইতে কিরূপে চ্যুত হইলে ?

নির্ম্মল।—আমি ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিয়াছি

সন্ন্যাসী।—কেন ?

নির্ম্মল।—সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-গ্রহণের জন্য।

সন্ন্যাসী।—তোমার মাতা-পিতা আছেন ?

নির্ম্মল।—না।

সন্ন্যাসী।—স্ত্রী-পুত্র ?

নির্ম্মল।—আছে।

সন্ন্যাসী।—ভাই বন্ধু ?

নির্ম্মল।— আর সব আছে।

সন্ন্যাসী।—নির্ম্মল ! তুমি ফিরিয়া যাও, এখনও তোমার সময় হয় নাই। তোমার অভাবে, তোমার স্ত্রী পুত্র অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে ; সে অশ্রু তোমার ধর্ম্মোপার্জ্জনের পথে কণ্টকতুল্য হইবে। তোমার অভাবে, তোমার জমীদারী ধ্বংশ হইবে, প্রজাগণ দারুণ কষ্ট পাইবে ; তাহাদের সুদীর্ঘ নিশ্বাস,

গম্ভীর আর্ত্তনাদ, তোমার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবে। তাই বলিতেছি, যুবক! ফিরিয়া যাও, কর্ত্তব্য কর।

নির্ম্মল।—গুরুদেব! আমি সে সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত, আমার উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা জমিদারী পালন করিতে সক্ষম হইবে।

সন্ন্যাসী।—আর স্ত্রী-পুত্র?

নির্ম্মল।—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে। সে আমার স্ত্রীকে মাতৃবৎ ভক্তি করে।

সন্ন্যাসী।—কিন্তু নির্ম্মল! স্ত্রী শুধু ভরণ-পোষণের সঙ্গিনী নয়। তোমার অভাবে তার জীবন জ্বালাময় হইবে।

নির্ম্মল।—না দেব! সে আমায় চায় না।

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নির্ম্মলের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন;—

"তোমার স্ত্রী তোমাকে চায় না। তবে সে দুশ্চারিনী!"

তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।

নির্ম্মল ধীরে ধীরে বলিলেন;—

"না।"

সন্ন্যাসী।—তোমার স্ত্রী বুদ্ধিহীনা! যাক্, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চিন্ত মনে দীক্ষিত করিতে পারি।

নির্ম্মল সন্ন্যাসীর পদধূলি লইলেন।

শুভদিনে পূণ্যতীর্থ হরিনাথে নির্ম্মল সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

———*———

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিভাবতী কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে তাহার বৃদ্ধা মাতা একখানি চৌকির উপর বসিয়া আছেন। উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বিভা তেজস্বিনী, অথচ বিনীতা; বৃদ্ধা মর্ম্মপীড়িতা, অথচ ক্রুদ্ধা। বৃদ্ধা বলিলেন ;—

"দেখ্ বিভা! আমি তোকে দশমাস দশদিন পেটে ধরিয়া মানুষ করিয়াছি, আমার মনে ব্যথা দিস্ না।"

বিভা বলিল ;—

"মা! তুমি অন্যায় কথা বলিলে আমি কি করিব, বল ?"

বৃদ্ধা।—তুই তাহা হইলে যাবি না ?

বিভা।—মা! আমি স্বামীর ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে পারিব না। স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া, স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা তাঁহার বিনানুমতিতে আমি বাপের বাড়ী যাইতে পারিব না। পিতা অপেক্ষা পতি অনেক বড়।

বৃদ্ধা।—স্বীকার করি; কিন্তু মা! তোমার স্বামী যদি উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিনানুমতিতে যাওয়া তোমার ভাল হইত না। আর এখন তুমি এখানে থাকিলে, তোমার পদে পদে বিপদ্; তোমাদের দেওয়ানজী তোমার প্রতি অনুরক্ত,

একথা আমি বামা ঝিয়ের কাছে শুনিয়াছি।

বিভা।—আমি তাহা পূর্ব্ব হইতে জানি।

বৃদ্ধা।—তবুও কেন থাকিতে চাহিতেছ?

বিভা তেজস্বিনী ভাষায় বলিয়া উঠিল;—

“মা! তুমি কি বিবেচনা কর, বিজয় কুমার আমার প্রতি অত্যাচার করিবে?”

বৃদ্ধা।—জান, তুমি নারী, আর সে পুরুষ।

বিভা।—হউক পুরুষ, হউক সে পৃথিবীর সম্রাট, তথাপি তাহার—শুধু তাহার কেন, মন্দাভিপ্রায়ী কোন ব্যক্তির এমন সাধ্য নাই, যে, সতীর মুখপানে চাহিয়া কথা বলে।

বৃদ্ধা।—তুই পাগল হইয়াছিস্।

বিভা।—মা! আমি পাগল হই নাই, তুমি ভুল বুঝিতেছ। আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি যে, যদি আমি এই রকম আলুলায়িত কেশে, (বিভার কেশ সর্ব্বদা আলুলায়িত থাকিত) অবগুণ্ঠন-শূন্য-বদনে, স্ফীতবক্ষে, বিজয়ের মত সহস্র সহস্র কামুক, লম্পট, ধূর্ত্ত, প্রতারকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াই—একাকিনী দাঁড়াই, তথাপি তাহাদের এমন সাহস হয় না যে, আমার একটী কেশও স্পর্শ করে!—

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, ললাটে ঘর্ম্ম ফুটিল, সজোরে নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন তাহাকে পূর্ণতেজস্বিনী রণোন্মাদিনী কালিকামূর্ত্তি তুল্যা ভয়ঙ্করী দেখাইতে লাগিল। বক্ষ বিস্ফারিত, বামহস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ, দক্ষিণ হস্তও মুষ্টিবদ্ধ হইয়া তর্জ্জনী

উত্তোলিত—উত্তোলিত তর্জ্জনা কণ্টকবৎ সরল ও স্থির ; তাহার দৃষ্টি অচঞ্চল—সান্ধ্য নক্ষত্র সম জ্বলিতেছিল। দেখিয়া বৃদ্ধা ভীতা হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রদোষ কাল। আকাশে তৃতীয়ার চন্দ্র হাসিতেছে ; পাশে পাশে কতকগুলি মেঘ ভাসিতেছে, মেঘগুলির বর্ণ শুভ্র, অথবা চন্দ্র-কিরণ-সম্পাতে শুভ্র বোধ হইতেছে। মেঘগুলি অবিরল ভাসিতেছে—বিশ্রাম নাই,—কেবল ভাসিতেছে, ভাসিয়া ভাসিয়া সমস্ত আকাশে বেড়াইতেছে, ভাসিয়া ভাসিয়া বৃক্ষলতা ও পাহাড়ের আড়ালে গিয়া লুকাইতেছে, ভাসিয়া ভাসিয়া চন্দ্রের রশ্মি রোধ করিতেছে—পলাইতেছে, আবার অন্য মেঘ আসিতেছে—আবার পলাইতেছে। তাহারা যেন চন্দ্রের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে, অথবা পৃথিবীর উপর হিংসা করিয়া,—সুধাকরের সুধাকর-স্পর্শসুখে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে, চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতেছে। কে বলিবে, তাহাদের কিরূপ অভিপ্রায় ?

নিম্নে কলকলরবে নির্ঝরিণী বহিতেছিল, জল অতি নির্ম্মল ; তাহার নির্ম্মল জলে নক্ষত্র-খচিত, মেঘমালা-মণ্ডিত, শশাঙ্ক-শোভিত, অনন্ত-বিস্তার-নির্ম্মল-আকাশের নির্ম্মল-দৃশ্য সকল

প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, নির্ম্মল কৌমুদী-সম্পাতে সিকতা-সজ্জিত-সৈকত-ভূমি তর্ তর্ কাঁপিতেছিল ; সেই নির্ম্মল সৈকতে নির্ম্মল একাকী বসিয়া আকাশপানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন—একটী রমণী-মূর্ত্তি।

সে মূর্ত্তির মুখখানি মেঘমুক্ত শরচ্চন্দ্রের মত ঢল্ ঢল্ করিতেছে,—তাহাতে আবার মধুর হাসি ; চক্ষু দুইটী শিশির-বিধৌত নীল ইন্দীবর-তুল্য ছল্ ছল্ করিতেছে,—তাহাতে আবার বিলোল-কটাক্ষ খেলিতেছে ; অঙ্গখানি রসভরে টল্ টল্ করিতেছে,—তাহাতে আবার অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য ঝরিতেছে। কি সুন্দর মূর্ত্তি! নির্ম্মল যেন স্পষ্ট দেখিতেছেন ;—রমণী আবার বিবিধ বেশভূষণে বিভূষিতা ; পরিধানে একখানি নীল সাড়ী—বায়ুভরে ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িতেছে ; গলদেশে মুক্তাহার বিলম্বিত, তাহার উজ্জ্বল মধ্যমণি নাভি স্পর্শ করিয়াছে—দুইটী পর্ব্বতের মধ্যস্থ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া দুইটী লহরীময়ী নদী বহিয়া অবশেষে মিশিয়া গিয়াছে। মস্তকে পুষ্পখচিত করবী, হস্তে কাঞ্চন-কঙ্কন শোভা পাইতেছে, চরণে বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে মল্ বাজিতেছে. ; সর্ব্বোপরি পৃষ্ঠদেশে নীল অঞ্চলখানি মন্দ মন্দ পবন-স্পর্শে মন্দ মন্দ কাঁপিতেছে। নির্ম্মলের চিন্তা-চক্ষু অনেকক্ষণ সেই দিব্যলাবণ্যময়ী রমণীর মূর্ত্তি দেখিয়া, পরে তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি দেখিলেন,—সেখানে দয়া নাই, মায়া নাই, প্রেম নাই, ভালবাসা নাই ; আছে শুধু ধর্ম্ম, আর ধর্ম্মের গাঢ় অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার! কি ভয়ঙ্কর! নির্ম্মল চমকিয়া উঠিলেন, দৃষ্টি নত করিলেন, শুনিতে পাইলেন,—"দাদা!"

নির্ম্মল ফিরিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী ডাকি-তেছে ; বলিলেন ;—

"কি ?"

লক্ষ্মী। তোমাকে এত ডাকিতেছি, শুনিতে পাও নাই ? কি ভবিতেছিলে ?

নির্ম্মল একটু লজ্জিত হইলেন, বলিলেন ;—

"ও কিছু নয় ; কি করিতে হইবে ?"

লক্ষ্মী। বাবা ডাকিতেছেন।

এই বলিয়া বালিকা প্রস্থান করিল, নির্ম্মল পশ্চাৎগামী হই-লেন। তখনও সে মূর্ত্তিখানি তাঁহার মনে বিরাজ করিতেছিল— সেই অন্ধকার !

পাঠক ! মূর্ত্তিখানি কাহার ?

নির্ম্মল গৌরানন্দের সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন, সন্ন্যাসী "জয়স্তু" বলিয়া কহিলেন ;—

"নির্ম্মল ! তাহা হইলে তল্পী-তল্পাগুলো বাঁধিয়া লও।"

নির্ম্মল বিস্মিতভাবে বলিলেন ;—

"কিসের জন্য গুরুদেব ?"

সন্ন্যাসী। তুমি কি গঙ্গাসাগর যাইবার কথা ভুলিয়া গিয়াছ ?

নির্ম্মল লজ্জিত হইয়া বলিলেন ;—

"হাঁ, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

সন্ন্যাসী মনে মনে বলিলেন ;—

"ইহাতেই তোমার ধর্ম্মানুরাগ সহজেই অনুমিত হইতেছে ; যাক্, যখন দীক্ষিত করিয়াছি—"

পরে প্রকাশ্যে কহিলেন ;—

"তা এখন বাঁধিয়া-ছাঁধিয়া রাখ ; কাল অতি প্রত্যুষেই যাত্রা করিতে হইবে।"

নির্ম্মল "যে আজ্ঞা" বলিয়া কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন ;—

"নির্ম্মলের ধর্ম্মানুরাগটা দেখিলে ?"

লক্ষ্মী বলিল ;—

"আমার বোধ হয়, মনোকষ্টে এ পথ ধরিয়াছে।"

সন্ন্যাসী। কষ্টে নয়—রাগে, কষ্ট হইতেও ভক্তি জন্মাতে পারে। আমার বিশ্বাস,—স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, রাগে এ পথ ধরিয়াছে ; কেন না, সেদিন আমায় বলিয়াছিল, "স্ত্রী আমাকে চায় না" যাহাই হউক, এখন উহার মতি যাহাতে ধর্ম্মপথে চলে, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হইবে।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িলেন, পরে লক্ষ্মীকে কহিলেন ;—

"যাও, তুমিও সব যোগাড় করিয়া লও গিয়ে।"

লক্ষ্মী চলিয়া গেল এবং নির্ম্মলের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি বাঁধিয়া লইল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে তিনজনে হাঁটিতে লাগিলেন।

—•—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমাগত কয়েক দিবস হাটিয়া হাটিয়া—গৌরানন্দ সশিষ্য শ্যামনগরে পৌঁছিছিলেন। তখন দিবা তৃতীয় প্রহরে পদার্পণ করিয়াছিল। গৌরানন্দ শিষ্যদ্বয়ের মুখ চাহিয়া বলিলেন ;—

"তোমাদের কি কষ্ট হইতেছে?"

তাঁহার বাক্য শেষ না হইতে লক্ষ্মী বলিল ;—

"না।"

নির্ম্মলের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। আর কোন্ মুখেই বা কহিবেন? একটী কোমল-প্রাণা বালিকা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল,—"না"; আর পুরুষ---যুবাপুরুষ হইয়া তিনি কিরূপে "কষ্ট" শব্দ মুখে আনিবেন?

সন্ন্যাসী নির্ম্মলের মুখ চাহিলেন, নির্ম্মল বদন অবনত করিলেন, সন্ন্যাসী তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন ;—

"নির্ম্মলের বোধ হয়, একটু কষ্ট হইতেছে? আচ্ছা আজ এই খানেই আশ্রয় লওয়া যাক্, ঐ বটতলায় চল।"

অনন্তর তিনজনে সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সন্ন্যাসী লক্ষ্মীকে কহিলেন ;—

"লক্ষ্মি! তুমি এখানে বসিয়া থাক, আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।"

নির্ম্মল একটু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন ;—

"একা স্ত্রীলোক রাস্তার উপর বসিয়া থাকিবে?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন ;—

"তাহা যদি না পারিবে, তবে উহার যাবতীয় তপ-যপ বৃথা। কেননা সন্ন্যাসধর্ম্মে ভয় ও অবিশ্বাস থাকিতে পারে না। এধর্ম্মে মৃত্যুকেও ভয় করিতে নাই, কৃতঘ্নকেও বিশ্বাস করিতে হয়।"

নির্ম্মল কহিলেন ;—

"কিন্তু বিশ্বাসে অনেক বিপদের সম্ভবনা।"

সন্ন্যাসী একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন ;—

"নির্ম্মল! দেখিতেছি, তোমাকে দীক্ষিত করিয়া আমি সন্ন্যাসধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছি। আমি তোমাকে কতবার বলিয়াছি যে, এ ধর্ম্ম ভেদাভেদ-শূন্য, সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিতে হইবে, সম্পদ্-বিপদ্ সমজ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু আমার উপদেশ তোমার মনে স্থান পায় নাই, তোমার ভেদবুদ্ধি আদৌ ঘুচে নাই। তুমি এখনও বিপদের ভয় কর!"

নির্ম্মল মুখনত করিয়া রহিলেন, মনে মনে বলিলেন ;—

"ভেদবুদ্ধি কি ঘুচে? কেমন করিয়া ঘুচাইব?"

সন্ন্যাসী যেন তাঁহার মনের কথা বুঝিয়া বলিলেন ;—

"ভেদবুদ্ধি ঘুচাইতে প্রয়াস পাইতে হয় না, আপনিই ঘুচে। যাহার হৃদয়ে ঐশ্বরিক প্রেম আছে, তাহার ভেদবুদ্ধি আপনিই ঘুচিয়া যায়। কিন্তু যখন আমার উপদেশ সত্বেও তোমার ভেদবুদ্ধি ঘুচে নাই, তখন বুঝিলাম, তোমার ঐশ্বরিক প্রেম এককালেই নাই।"

নির্ম্মল সব শুনিলেন, কিছু বলিলেন না, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ;—

"সত্য কথা, আমার ঐশ্বরিক প্রেম নাই। কোথায় থাকিবে? হৃদয়ে?—হৃদয় ত বিভার প্রেমে পরিপূর্ণ।"

আমি বলিতেছি—মিথ্যা কথা, তোমার হৃদয়ে আদৌ প্রেম নাই। তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় লিপ্সায় আর ক্রোধে পরিপূর্ণ। তুমি যাহাকে প্রেম বলিতেছ,—সে লিপ্সা, তুমি যাহাকে কষ্ট বলিতেছ,—সে লিপ্সাজনিত ক্রোধ। নির্ম্মল! তুমি বড় নিবুর্দ্ধি!

কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন;—

"আইস।"

নির্ম্মল তাঁহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হইলেন। স্নানান্তে উভয়ে গ্রামে ভিক্ষায় চলিলেন।

—*—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে লক্ষ্মী বটতলায় বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইতেছিল, নির্নিমেষ নয়নে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল, আর একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছিল; সে ভাবনা সন্ন্যাসীর বিলম্বের জন্য নয়, নির্ম্মলের জন্য নয়, তল্লাতল্লার জন্য নয়। কি সে ভাবনা,—জানি না।

ক্রমে দিবা আরও অবসান হইয়া আসিল, পৃথিবী আরও সৌন্দর্য্যবতী হইল, আকাশমণ্ডল বিহঙ্গম-কল-কণ্ঠে আরও মুখরিত

হইয়া উঠিল, লক্ষ্মীর প্রকৃতিক দর্শন-বাসনা আরও বলবতী হইল ; লক্ষ্মী বসিয়াছিল, উঠিল, ধীরে ধীরে হাটিতে লাগিল। তখন তাহার দৃষ্টি বিশ্বসৌন্দর্য্যের উপর ভাসিতে লাগিল, শ্রবণ স্বভাব-সঙ্গীতে মজিতে লাগিল, মন কি এক অভিনব ভাবসাগরে ডুবিতে লাগিল।

লক্ষ্মী হাটিতেছিল,—কোন পথ দিয়া নয়, বরাবর সোজা,—নব বর্ষিত ভূমির উপর দিয়া। ক্ষেত্রের বড় বড় লোষ্ট্রসকল তাহার পদে আঘাত করিতে লাগিল, সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই। কণ্টকবৃক্ষসকল তাহার ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধরিয়া টানিতে লাগিল, সে দিকে লক্ষ্য নাই। বড় ছোট শুষ্ক পরিখাসকল তাহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল, সে পার হইয়া চলিতে লাগিল, দুইএকবার পড়িয়াও যাইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি নিরস্ত হয় না, উঠিয়া আবার চলে—ধীরে ধীরে দেখিতে দেখিতে আবার চলে। কিয়দ্দূর-পরে সে দেখিতে পাইল,—সম্মুখে নির্ম্মল-সলিলা স্রোতস্বিনী গঙ্গা নাচিতে নাচিতে চলিতেছে, আকাশের বিমল আভা লহর নর্ত্তনের সঙ্গে তাহার হৃদয়ে নাচিতেছে, অস্তগতপ্রায় অংশুমানের প্রতিচ্ছবি লম্বিত ভাবে তাহার তলদেশ স্পর্শ করিয়া খেলিতেছে, তীরস্থ বৃক্ষলতা গুলি ছুঁকি মারিয়া সে দৃশ্য দেখিতেছে।

লক্ষ্মী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল,—আকাশ ও ভূমির মধ্যে শ্যামল বৃক্ষসকল,—তাহাদের মাথার উপর—দুই একটী পত্র ও শাখাপ্রশাখার আড়ালে পূর্ণকল-চন্দ্র দেখা যাইতেছে। চন্দ্র হাসিতেছে না, জ্যোৎস্না ঢালিতেছে না, কিরণ ছড়াইতেছে না, কেবল একখানা ছাইমাখা স্বর্ণথালার মত আকাশে দৃষ্ট হইতেছে।

ক্রমে সূর্য্য যত বৃক্ষের আড়ালে লুকাইতে লাগিল, চাঁদ তত উপরে উঠিতে লাগিল, তত সুন্দর বোধ হইতে লাগিল, তত কিরণ ঢালিতে লাগিল, তত হাসিতে লাগিল। পৃথিবী তত কৌমুদীময়ী হইতে লাগিল, গঙ্গার জল তত সুরঞ্জিত হইতে লাগিল, লক্ষ্মার প্রাণ তত পুলোকিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মী আত্মহাবা হইয়া মধুস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল ;—

"কে তুমি, এই অখিল-অনন্ত
সৃজেছ সুখের বিশ্ব ?
কে তুমি, এই ব্রাহ্মাণ্ড বেড়িয়া
দিয়াছ এতেক দৃশ্য ?
কে তুমি, অই সুনীল অম্বর
রেখেছ পড়িয়া শূন্যে ?
কে তুমি, জল-অনিল সৃজেছ
ভুবন-পালন জন্যে ?

বলিতে বলিতে বালিকা কাঁদিতে লাগিল। তাহার জলভরা বিশাল নয়ন দু'টী একটী নক্ষত্রে ন্যস্ত ছিল। যেন সে—সেই নক্ষত্রলোকে সেই অখিল-অনন্ত-বিশ্বের শ্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

"কে তুমি, ভবে দানিতে আলোক
সৃজেছ কিরণ মালী ?
কে তুমি, গাঢ় হরিত বরণে
রঞ্জেছ পাদপাবলী ?
কে তুমি, স্থলে, কান্তারে, সলিলে,
দিয়াছ এতেক বিভা ?

কে তুমি, ঘন-হৃদয়ে খেলাও
অস্থির অস্থির-প্রভা ?

তখন সূর্য্য একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, চন্দ্র বাধাহীন হইয়া হাসিতেছিল, খুব স্নিগ্ধ কিরণ বিকীরণ করিতেছিল, খুব আলোক দিতেছিল ! তাহার সোহাগে বায়ু মৃদু মৃদু বহিতেছিল, তীরস্থ বৃক্ষসকলে কুসুম হাসিতেছিল, লক্ষ্মীর অধরে হাসি ফুটিতেছিল।

"কে তুমি, দে'ছ কুসুমে সৌন্দর্য্য
এত কোমলতা-বাস ?
কে তুমি, সৃজি' সৌম্য শশধর
দিয়াছ মধুর হাস ?
কে তুমি, নীল আকাশ করেছ
খচিত তারকাপুঞ্জে ?
কে তুমি, সদা কাকলী-অমিয়
ঢালিছ সুন্দর কুঞ্জে ?

লক্ষ্মী তখন তন্ময়ী ; তাহার নীলেন্দীবর-তুল্য নয়ন-যুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রু পতিত হইয়া কপোল ও বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে ছিল, অশ্রুধারের সঙ্গে সঙ্গে অপাঙ্গ হইতে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল ; হৃদয় সেই অনন্তময়ের প্রেমে পুরিয়া গিয়াছিল। সে প্রেম প্রশান্ত মহাসাগরের মত প্রশান্ত, অপার, অতলস্পর্শ।

"কে তুমি, দাও মধ্যাহ্ন সময়ে
প্রভাকরে প্রখরতা ?

কে তুমি, দাও নিশিথ নিশায়
নীরবতা-ভীষণতা ?
কে তুমি, তোমা চিনিতে পারি না,
ডুবেছি অজ্ঞতা-জলে ;
যে হও, রাখ তুলিয়া আমায়,
তোমার চরণ-তলে ।"

বালিকা সেই নব শষ্পশ্যামলা তটভূমির উপর বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

পাঠক ! আমাদের চক্ষে তটভূমি—তটভূমি, লক্ষ্মীর কাছে বিশ্বপতির চরণ। লক্ষ্মী কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বস্রষ্টার মোহনমূর্ত্তি কল্পনা করিতেছিল। সে যেন দেখিতেছিল,—সেই সর্ব্বদাতা, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বময়, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া কহিল ;—

"যে হও, রাখ তুলিয়া আমায়
তোমার চরণ-তলে ।"

তখন বিশ্বজগতের সমস্ত দৃশ্য তাহার চক্ষু হইতে নির্ব্বাসিত হইল ; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিল, রিপুগণ তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। তাহার জ্ঞান গেল, বুদ্ধি গেল, চৈতন্য গেল, তাপ গেল, সুখ গেল, দুঃখ গেল, সব গেল ; রহিল, শুধু প্রেম—অবারিত প্রেম। সে প্রেম-গদ্‌গদকণ্ঠে কহিতে লাগিল ;—

"যে হও, রাখ তুলিয়া আমায়
তোমর চরণ-তলে ।"

ক্রমে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, নিদ্রা ঘোরেও কহিতে লাগিল ,—

"যে হও, রাখ তুলিয়া আমায়

তোমার চরণ-তলে।"

সে নিদ্রা-ঘোরেও সর্ব্বশ্রষ্টার সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। মূর্ত্তি যেন তাহার মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন , লক্ষ্মী তাহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল ;—

"যে হও, রাখ তুলিয়া আমায়

তোমার চরণ-তলে।"

সে মূর্ত্তি কিশোর বয়স্ক পুরুষের। পুরুষ সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা সুন্দর, শান্তির অপেক্ষা শান্ত, জ্যোতির অপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময়, অথচ জগতের অপেক্ষা বিরাট, আকাশের অপেক্ষা অসীম, বায়ুর অপেক্ষা অনন্ত। অনেকক্ষণ পরে সেই পুরুষ লক্ষ্মীর বাহু-যুগল ধরিয়া উঠাইলেন—কি কোমলস্পর্শ! পরে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সেই বিরাট পুরুষ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে মিশিতে লাগিলেন, মিশিতে মিশিতে বলিলেন ,—

"দেখ ভক্তির অপেক্ষা আমি কত ক্ষুদ্র।"

তাহার পর সেই পুরুষ একেবারে লক্ষ্মীর হৃদয়ে মিশিয়া গেলেন ; লক্ষ্মীর চেতনা হইল।

লক্ষ্মী অনেকক্ষণ ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল , কেন না, যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন চাঁদ মাথার উপর,—সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ। বালিকা জাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, চোখ মুছিল, স্বপ্ন ভাবিতে লাগিল , পরে আকাশের পানে চাহিল, বুঝিল—রাত্রি

অনেক হইয়াছে। তাহার পর নদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। চন্দ্র মাথার উপর থাকায় নদীর সমস্ত দৃশ্য তাহার দৃষ্টি-গোচর হইল। নদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, দেখিল,—সে যে তীরে দাঁড়াইয়া আছে, সেই তীর ধরিয়া একটা শব ভাসিয়া যাইতেছে। চন্দ্রালোকে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল,—সে প্রকৃত শব নয়, অর্থাৎ মরিয়া যায় নাই। লোকটী নিজ শিথিল হস্ত পদ অল্প অল্প নাড়িতেছে। সরলা বালিকার হৃদয়ে অমনি দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিল। সে দয়ার আতিশয্যে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইল।—

"মা গঙ্গে!"

জল দুইদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎস্না-পুলোকিত গঙ্গাবক্ষে অনেকগুলি তরণী ভাসিতেছিল। তন্মধ্যে একখানি সুসজ্জিত নৌকার মধ্য হইতে কে বলিল;—

"মধুশেক! নৌকা ভিড়াও।"

মধুশেক মাঝিগিরি করিতেছিল। সে বলিল,—

"কেন বাবু?"

কালাচাঁদ বলিল ;—

"ভাত খাবে না ?"

মধুশেক বলিল ;—

"হাঁ বাবু ! খেতে হবে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

এই বলিয়া নৌকা তীরে লাগাইল।

মধুশেক, দাঁড়ী দুইজন ও অন্যান্য ভৃত্যসকল, সকলে ভাত খাইতে গেল। বিমল নৌকার ছাদের উপর বসিয়া পান চবাইতে লাগিল ; কালাচাঁদ তামাক টানিতে টানিতে বিমলের পাশে গিয়া বসিল। টানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, মুখ ম্লান হইল। কেন এরূপ হয় ?

অনেকক্ষণ পরে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ সাহসের চিহ্ন, কিঞ্চিৎ গর্ব্বের চিহ্ন দেখা গেল ; কিন্তু হর্ষের চিহ্ন ফুটিল না, অথবা ভয়ের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইল না। কালাচাঁদ কম্পিত হস্তে বিমলকে হুঁকা দিল, বিমল হুঁকা গ্রহণ করিলে বলিল ;—

"জোছনার রাত কি সুন্দর !"

তাহার অধরে-হাসি বিকশিত হইল, কিন্তু ম্লান হাসি। বিমল কোন উত্তর দিল না, কারণ সে কিরূপে অগ্রজের সন্ধান পাইবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল। কালাচাঁদও আর কিছু না বলিয়া হালচাদে গেল ও হাল ধরিয়া হাস্যমুখে বলিল ;—

"দেখি, বাইতে পারি কি না।"

বিমল বলিল ;—

"আপনি বুঝি আর কাজ পাইতেছেন না।"

কালাচাঁদ উত্তর দিল না, হাল বাহিতে লাগিল ; কিন্তু নৌকা চলিল না, ঘুরিতে লাগিল। হটাৎ তাহার মনে হইল যে, নোঙ্গর তোলা হয় নাই। কালাচাঁদ তাড়াতাড়ি গিয়া নোঙ্গার তুলিযা আবার হাল ধরিল ও নৌকা গঙ্গার মাঝখানে লইয়া গেল, মাঝীরা খাইতে খাইতে হাসিতে লাগিল। কালাচাঁদ কথা কহিল না, কি ভাবিতে ভাবিতে বাহিতে লাগিল।

কালাচাঁদ কি ভাবিতেছিল, তাহা বুঝা বড় কঠিন। তাহার মুখখানা কখনও ম্লান হইতেছিল, কখনও ঈষৎ হর্ষযুক্ত হইতেছিল ; বুক কখনও দুরু দুরু করিতেছিল, কখনও ঈষৎ স্থির হইতেছিল ; হাল কখনও খুব জোরে জল ঠেলিতেছিল, কখনও জলে আঘাত করিতেছিল কিনা সন্দেহ ; নৌকা কখনও ঘুরিযা যাইতেছিল, কখনও ঠিক চলিতেছিল। কে জানে, কেন এরূপ হয়।

কিছুক্ষণ পরে সে অস্ফুটস্বরে "যা থাকে বরাতে" বলিযা একদম হাল ছাড়িয়া ছাতের উপর গেল, নৌকা ঘুরিযা গেল, মাঝিরা হাসিল, বিমল ভীত হইল ; বলিল ;—

"হাল ছাড়িয়া দিলে কেন ?"

কালাচাঁদ কম্পিত কণ্ঠে বলিল ;—

"একটু তামাক খাইয়া নিই।"

বিমল হুঁকা দিয়া শুইতে যাইবে, এরূপ অভিপ্রায়ে উঠিযা দাঁড়াইল, হুঁকা দিতে গেল ; কালাচাঁদ হুঁকা না লইযা, তাহার গলা ধরিয়া সজোরে একটা ধাক্কা দিল ; বিমল জলে পড়িয়া গেল ; গঙ্গা দ্বিধা হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল ; ভয়ে চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, নৌকা, বৃক্ষ, গঙ্গার জলে কাঁপিতে লাগিল ; মাঝীরা

চীৎকার করিয়া উঠিল ; চাকরেরা ছুটিয়া আসিল ; কালাচাঁদ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ; একটা মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত, সেই সময়ে কয়েকজন ধীবর গঙ্গায় জাল পাতিয়া মাছ ধরিতেছিল। সহসা তাহাদের জালে মড়ার মত কি একটা ভাসিয়া আসিয়া বাধিল। জালে মড়া বাধিতে দেখিয়া ধীবরগণ বড় দুঃখিত ও বিরক্ত হইল। একজন তাহার নিকট নৌকা লইয়া গিয়া, একখানি বাঁশ দিয়া মড়াটী ঠেলিতে লাগিল, তাহাতে মড়াটী যেন একখানা হাত ঈষৎ উন্নত করিল, তদ্দৃষ্টে একজন বৃদ্ধ ধীবর কহিল ;—

"ওরে দেখ্ না, বুঝি জ্যান্ত আছে মড়াটা।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া বংশধারী ধীবর কহিল ;—

"বুড়ো হ'লে বাহাত্তুরে হয়, মড়া কখনও জ্যান্ত থাকে ?"

সে পুনর্ব্বার বংশদণ্ড-দ্বারা ঠেলিতে লাগিল, মড়াটী সেই বাঁশ খানি ধরিল।

নিকটে বসিয়া একজন ধীবর দেখিতেছিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল ;—

"ওরে ছুটোরে, ছুটো !"

বৃদ্ধ কাতরভাবে বলিল ;—

"দেখ্ না তুলে বাপুসকল ! ঐ হাত নাড়ছে। আহা বুঝি লাস্তে পড়ে গেছে, এখনও মরেনি ; তোল্, তোল্।"

বংশধারী ধীবর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল ;—

"এই তুলি,—যদি জ্যান্ত না হয়, তোমাকেও ওদের সঙ্গে বেঁধে ফেলে দেব।"

দয়াদ্রচিত্ত বৃদ্ধ কহিল ;—

"আচ্ছা, দিস্, দিস্ ; তুই আগে ওদের তোল্।"

তখন দুইজন টানাটানি করিয়া মড়াদুইটাকে নৌকার উপর তুলিল।

এই মড়া দুইটা যে লক্ষ্মী ও বিমল, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিয়াছেন। কালাচাঁদ বিমলকে ফেলিয়া দিলে সে ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছিল, লক্ষ্মী তদ্দৃষ্টে দয়া-পরবশ হইয়া তাহাকে উদ্ধারার্থ জলে ঝাঁপ দিয়াছিল ; কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই। পরন্তু উভয়ে ভাসিতে ভাসিতে জালিয়ার জালে বাধিয়াছিল।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ মড়া দুইটার বুকে হাত দিয়া দেখিল, বালিকার বেশ নিশ্বাস বহিতেছে, তবে বালকের খুব ক্ষীণভাবে। বৃদ্ধ তাহার জিহ্বায় হাত দিয়া দেখিল, কিছু উষ্ণতা বোধ হয়। সে বলিল ;—

"শিগ্‌গীর না কিনারায় নিয়ে চল্।"

ধীবরগণ তাড়াতাড়ি নৌকা কূলে নিয়া গেল, নদীর কূলেই বৃদ্ধের বাড়ী। সকলে ধরাধরি করিয়া মড়া দুইটাকে বৃদ্ধের বাড়ী নিয়া গেল। বৃদ্ধ কতকগুলি পাতালতা যোগাড়

করিয়া আগুন করিল এবং আগুনে তাহাদিগকে সেঁকিতে লাগিল ; সেঁকিতে সেঁকিতে কাতরস্বরে বলিল ;—

"আহা ! এই পোষ মাসের দিনে জলে পড়িয়া বাছারা কি কষ্টই পাইয়াছে !"

আগুনের উত্তাপে লক্ষ্মীর চেতনা হইল, হাত পা নাড়িতে লাগিল, চক্ষুরুন্মীলন করিল ও বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসিল ;—

"আমি কোথায় ?"

বৃদ্ধ বলিল ;—

"আমার বাড়ীতে।"

লক্ষ্মী কিয়ৎক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে সে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইল। তখন তাহার সমস্ত অবসাদ দূরে গেল, দেহ সবল হইল, মনঃ প্রফুল্ল হইল। সে উঠিয়া বসিল। তখন বৃদ্ধের সহিত মিলিয়া বিমলের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ সরোবর-তীরে বিভাবতী পদচারণা করিতেছিল। এমন সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বিমলা তথায় উপস্থিত হইয়া ডাকিল ;—

"দিদি !"

স্বর তীক্ষ্ণ, কম্পিত ও আন্তরিক যাতনাপূর্ণ।

বিভা উত্তর দিল ;—

"কি ?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ-স্বরে কহিল ;—

"তোমাকে আমার স্বামীর উপপত্নী হইতে হইবে।"

বিভা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল ;—

"বিমলা !"

বিমলা বলিল ;—

"শুনিতে চাই না ; পারিবে কি না বল।"

বিভা।—যদি বলি 'না' ?

বিমলা।—সম্মুখে ভগিনী হত্যা দেখিতে হইবে।

বিভা অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল ;—

"আচ্ছা, তাঁহাকে পাঠাইয়া দাও।"

বিমলা দ্রুতপদে উদ্যান হইতে প্রস্থান করিল। উদ্যানের বাহিরে বিজয়কুমার অবস্থিতি করিতেছিল, বিমলা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল ;—

"যাও।"

বিজয় তখন সৈরিন্ধ্রী-প্রেম-প্রত্যাশী কীচকের ন্যায় ; সে বলিল ;—

"স্বীকার করিয়াছে ?"

বিমলা। হাঁ।

সে তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অন্ধ বিজয় তাহা দেখিতে পাইল না, দ্রুতপদে উদ্যান-ভিতরে প্রবেশ করিল।

বিমলা পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্যানে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না ; কিছুদুর গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বিজয়কুমার সুগন্ধ রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বিভাবতীর সম্মুখীন হইল। বিভা তখন একটা পরিষ্কার যায়গায় গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পৃষ্ঠের উপর রুক্ষ চিকুর রাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,—বোধ হইতেছিল, যেন জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুৎ কাল মেঘের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বিভাবতী স্থির, গম্ভীর, নীরব। তাহার শিরায় রক্ত চলিতেছে না, নাসিকায় নিশ্বাস বহিতেছে না, চক্ষের তারা নড়িতেছে না, চক্ষের কোণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে না ; আপাদ-মস্তক হেলিতেছে না, দুলিতেছে না, কাঁপিতেছে না ; সব স্থির, গম্ভীর, নীরব। বিভাবতী তখন সমরের পূর্ব্বে সৈন্যের ন্যায়, বৃষ্টি-ঝটিকার পূর্ব্বে আকাশের ন্যায়, প্রলয়ের পূর্ব্বে পৃথিবীর ন্যায় স্থির, গম্ভীর, নীরব।

বিজয়কুমার সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া এক হস্ত বক্ষে স্থাপন করিয়া কহিল ;—

"সুন্দরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমাকে আমি হৃদয়-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী করিব, প্রাণের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিব, ইন্দ্রিয়ের অমাত্যগণে বেষ্টিত করিয়া রাখিব, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

বিভাবতী পূর্ব্ববৎ নীরবে দাড়াইয়া রহিল।

বিজয় ভাবিল ;—

"মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ ।"

মূর্খ! এ মৌনমূর্ত্তি কি সম্মতির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে?

মোহান্ধ বিজয় বলিল;—

"সুন্দরি! তোমার ঐ অলোক-সামান্য রূপরাশি আমার হৃদয়কে যে কিরূপ ভস্মীভূত করিতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? সুন্দরি! প্রাণেশ্বরি! হৃদয়ে আইস।"

এই বলিয়া বিজয়কুমার ভুজবাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইল। অমনি বিভাবতী দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিজয়ের প্রতি চাহিয়া, অতি তীক্ষ্ণস্বরে বলিল,—

"বিজয়!"

সঙ্গে সঙ্গে নয়ন-কোণ হইতে ঝলকে ঝলকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল; সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা সান্ধ্যতারা সম জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-বেগে শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে বেগে নিশ্বাস বহিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বসন-ভূষণ আলুথালু হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আপাদমস্তক হেলিল, দুলিল, কাঁপিল; সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কুমার চমকিত হইল, ভীত হইল, নিরস্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যখন উদ্যান মধ্যে এই সকল ঘটনা ঘটিল, তখন বিমলার চৈতন্য হইয়াছিল। বিভাবতীর তীক্ষ্ণকণ্ঠনিঃসৃত "বিজয়" শব্দটী তাহার কর্ণগোচর হইল; সে বুঝিল,—নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে; কেন না, তাহার স্পষ্ট বোধ হইল, যে, এরূপ কর্কশ শব্দ কখনই প্রণয়ের মধ্যে থাকিতে পাবে না; আর সে পূর্ব্ব হইতে জানিত যে, বিভাবতী কখনও পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করিবে না। যাহা হউক, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার শরীর তখন দুর্ব্বল, তথাপি যতদুর সম্ভব বেগে সে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখনও বিভাবতী করালী, ভয়ঙ্করী, তেজস্বিনী। তখনও সে পূর্ব্ববৎ তর্জ্জনী তুলিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিজয়ের প্রতি চাহিয়া, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; তখনও তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল, তখনও ললাট হইতে স্বেদ ঝরিতেছিল, তখনও বসন-ভূষণ অসংযত। আর বিজয়কুমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। সে আর বিভার প্রতি চাহিতে পারিতেছিল না, পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, ভয়ে পারিতেছিল না। কদাচিৎ ভীতচকিত দৃষ্টিতে একবার বিভার সেই ভীষণা মূর্ত্তির প্রতি চাহিতেছিল, আবার ভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছিল। তাহার প্রসারিত ভুজদ্বয় অল্পে অল্পে নিম্ন হইতেছিল, সে চক্ষে অস্পষ্ট দেখিতেছিল।

বিমলা বিভাবতীর করালী মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল, স্বামীর দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইল। সে কি করিবে, স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সব নীরব, জগৎ-প্রফুল্লকারী সুধাবর্ষী সুধাকর নীরব, মুক্তাশ্রেণীবৎ নক্ষত্রসকল নীরব; নিম্নে উদ্যান নীরব, ব্রততীজড়িত বৃক্ষগণ নীরব, তদস্থ পক্ষিগণ নীরব, পুষ্পগণ নীরব, সরোবর নীরব, আর বায়ু—সেও নীরব। বিভাবতী নীরব আপনার তেজে, বিজয় নীরব তাহার ভয়ে, বিমলা নীরব উভয়ের মঙ্গল চিন্তায়। বিমলা অনেকক্ষণ ভাবিয়া, পরে বিভার সম্মুখীন হইয়া ডাকিল;—

"দিদি!"

বিভা কথা কহিল না, ফিরিয়া চাহিল না, পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলা আবার ডাকিল;—

"দিদি!"

বিভা পূর্ব্ববৎ।

বিমলা আবার;—

"দিদি!"

বিভা তদ্রূপ। বিভা আত্মহারা। তাহার স্থির লক্ষ্য বিজয়ের প্রতি। তাহার হাতে কোন অস্ত্র নাই দেখিয়া, বিমলা তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাহার বামবাহু ধরিল। বিভা তীক্ষ্মস্বরে জিজ্ঞাসিল;—

"কে?"

বিমলা মৃদুস্বরে কহিল;—

"দিদি! ক্ষান্ত হও।"

বিভা পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিল ;—

"বিমলা ?"

বিমলা।—হাঁ দিদি ! ক্ষান্ত হও।

এই অবসরে বিজয় পলাইবার চেষ্টা করিল। বিভার লক্ষ্য তাহার প্রতি ছিল, সে তীক্ষ্ণস্বরে কহিল ;—

"সাবধান বিজয় !"

বিজয় কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পলায়ন হইল না।

সতাই সতীর তেজ হরণ করিল, বিমলার স্পর্শে ও কথায় বিভা অনেকটা প্রাকৃতিস্থ হইল, সে বলিল ;—

"বিজয় ! এই সাহস নিয়া তুমি সতীর প্রতি অত্যাচার করিতে আইস !"

এই বলিয়া সে ভূমির উপর বসিল, বিমলা অঞ্চলদ্বারা তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল, বিজয়ের ভয় একটু কমিল, সে সাধারণভাবে অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলা বাতাস করিতে করিতে কহিল ;—

"আমার স্বামীকে ক্ষমা কর দিদি !"

বিভা একটু ভাবিয়া, গম্ভীরভাবে বলিল ;—

"যাও বিজয় !"

বিজয় তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, পরে বিভাবতীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুপুর্ণ-নেত্রে কহিল ;—

"তুমি আমার মা, আমায় ক্ষমা কর।"

বিভার মুখ প্রফুল্ল হইল, বলিল ;—

"বিমলা ! আর বাতাস করিতে হইবে না। বিজয় ! তুমি আমার পুত্র , আশা করি তোমার দৃষ্টান্তে সকল পুরুষই পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ মানিবে।"

বিজয় বিমলার প্রতি চাহিয়া বলিল ;—

"বিমলা ! তুমি সতী, আমি স্বার্থান্ধ হইয়া তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর।"

বিমলা বাষ্পাকুল-লোচনে কহিল ;—

"নাথ ! ভগবান্ তোমায় সৎপথে চালান।"

তাহার পর তিনজনে নীরবে বসিয়া রহিল ও ভাবিতে লাগিল। বিভা কি ভাবিতেছিল, জানি না ; বিজয় ভাবিতেছিল, বিভাবতীর সেই সতীত্বোজ্জ্বলা পূর্ণ তেজস্বিনী মূর্ত্তি ; বিমলা ভাবিতেছিল,—তাহাই ও বিজয়ের দুরবস্থা এবং তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এমন সময়ে আনন্দ-প্রফুল্লমুখে কালাচাঁদ তথায় প্রবেশ করিল এবং সঙ্কেত করিয়া বিজয়কে ডাকিল। বিজয় আনন্দিত না হইয়া দুঃখ-কাতর-কণ্ঠে কহিল ;—

"কালাচাঁদ ! আমার পাপের ভরা কি পূর্ণ হইয়াছে ?"

বিভা জিজ্ঞাসিল ;—

"কি বিজয় ?"

বিজয়, বিমলের মৃত্যুর জন্য যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহা অকপটভাবে বর্ণনা করিল। শুনিয়া বিভা কিছু কহিল না, বিমলা কাঁদিল, কালাচাঁদ অবাক্।

কিছুক্ষণ পরে বিভা ডাকিল ,

"কালাচাঁদ !"

কালাচাঁদ ভীতভাবে উত্তর করিল ;—

"আমার কোন দোষ নাই মা, বিজয় বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে,—"

বিভা।—আমার কথার উত্তর দাও, বিমল তাহা হইলে—

কালা।—মা! আমি দেওয়ানজীর কথামতই কাজ করিয়াছি। আমার কোন দোষ নাই। ধর্ম্ম সাক্ষী।—

বিজয়।—সত্যই তোমার কোন দোষ নাই, আমিই দোষী; মা! আমাকে দণ্ড দিন।

বিভা।—কারও দোষ নয়, আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল!

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কল্পনে! আমি তোমায় ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমায় ভাল-বাস কি? যদি বাস, তবে নিশিথ নিশার এই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া, আমাকে বিভাবতীর সমীপে লইয়া চল; আর সঙ্গে লও—আমাদের সদাশয় পাঠককে। চল, অগ্রে তুমি, মধ্যে আমি, পশ্চাতে পাঠক। কিন্তু যাইবার আগে একটা কথা,—আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি, এমন কি,—তোমাকে দেখিলে আমি অজ্ঞানপ্রায় হইয়া যাই; দেখিও, যেন আমাকে বিপথে লইয়া যাইও না। আর মা বীনাপাণি তাঁহার সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের যে ক্ষুদ্র অংশটুকু আমাকে ভোগাধিকার করিতে দিয়াছেন, তাহার সীমা অতিক্রম করিও না। এখন চল.—হাঁ,—আরও একটী কথা,—তুমি যাহা দেখিবে, বা শুনিবে, অথবা যেখানে যাইবে, তাহা আমাকে বলিও, আমি তাহা পাঠককে বলিব; নহিলে ও বেচারী কি কেবল এই আঁধার রাত্রিতে হাটিয়াই সারা হইবে? —এইবার চল।

পাঠক! ঐ যে অদূরে—গাঢ় অন্ধকারের মাঝখানে পর্ব্বতের মত দেখিতেছ, উহা প্রকৃত পর্ব্বত নয়; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্য বৃক্ষ-সকলে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া পর্ব্বতের মত দেখা যাইতেছে। দূরে

তারকাখচিত নীল আকাশ, তদুপরি ভূমি-স্পর্শ করিয়া কতকগুলি শুভ্র মেঘ স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে, উহা মেঘ নয় ; নির্ম্মল বাবুর শুভ্র সৌধরাজি আঁধারে মেঘমালাবৎ দৃষ্ট হইতেছে। আইস, আমরা উহার ভিতর প্রবেশ করি। পাঠক ! আশ্চর্য্য হইতেছ কেন ? ভাবিতেছ বুঝি—রুদ্ধ-দ্বার গৃহে কিরূপে প্রবেশ করিব ? চিন্তা নাই, জানিও, "মনের অগম্য স্থান নাহিক কোথায়।" মনের কথা তুলিলাম কেন ? পাঠক ! বাস্তবিক আমি কিংবা তুমি যাইতেছি না, কি সাধ্য যাইব ? আমাদের মন যাইতেছে। অগ্রে যাইতেছে আমার কল্পনা, মধ্যে আমার মন, তৎপশ্চাৎ তোমার মন।

যাক্,—ও সব অনর্থক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি ? আমাদের প্রধান প্রয়োজন,—বিভাবতী এখন কি করিতেছেন, তাহা দেখা। আইস, ঐ বিভাবতীর শয়ন-প্রকোষ্ঠ ; কই, এখানে ত কেউ নাই, কেবল শয্যা পড়িয়া আছে। কল্পনা ছাতে যাইতেছে, আইস, ছাদটা দেখা যাক্। পাঠক ! ঐ যে দেখিতেছ,—ভাল করিয়া দেখ, বড় আঁধার,—একটী রমণী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছে, শুভ্র বসনাবৃতা, আলুলায়িত চিকুর-জাল পৃষ্ঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আঁধারে তাহার আয়তন আরও স্থূল দেখাইতেছে। পাঠক ! ভীত হইও না, ও প্রেতিনী নয় ; ঐ সেই বিভাবতী।

বিভাবতী প্রগাঢ় চিন্তা-নিমগ্না ; অনেকক্ষণ পায়চারী করিতে করিতে চিন্তা করিয়া, পরে অস্ফুটস্বরে কহিল ;—

"যাহা এতদিন ভাবিয়া আসিতেছি, আজ তাহা করিব।"

সে আর কিছু না বলিয়া ছাত্ হইতে নামিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল এবং দেরাজ খুলিয়া একখানি গৈরিক বসন ও একটা কৃত্রিম দাড়ী বাহির করিল। বলা বৃথা, অনেক সময়ে নির্ম্মল বাবু যোগী সাজিয়া কৃষ্ণ প্রেমের অভিনয় করিতেন, তজ্জন্য এ সকল পাইতে বিভাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

তখন সে একে একে অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সকল উন্মোচন করিতে লাগিল। কণ্ঠ হইতে রত্নহার খুলিল, বাহু হইতে অনন্তাদি খুলিল, কব্জী হইতে বলয় খুলিল, চুড়ি খুলিল, অঙ্গুলী হইতে হীরক অঙ্গুরীয় খুলিল, কর্ণ হইতে মুক্তার ফুল খুলিল, নাসিকা হইতে নলক খুলিল,। সব অলঙ্কার খুলিল; কেবল হস্ত হইতে লোহা ও শাঁখা খুলিল না। এক টুকরা ছিন্ন বস্ত্র দিয়া হস্ত সহ সে গুলি বাঁধিয়া লইল। তাহার পর সাড়ীখানি বেশ করিয়া আঁটিয়া সাটিয়া পরিল, তদুপরি পুরুষবেশে গৈরিকখানি পরিল; মুখে দাড়ী পরিল। দাড়ী পরিতে তাহার একটু লজ্জা হইয়াছিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের মত, তাহা তৎক্ষণাৎ কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর সে গ্রীবা বক্র করিয়া নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, দেখিল,—তাহার সম্পূর্ণরূপে পুরুষ সাজা হয় নাই। তখনও দেহে অনেক স্ত্রী-সুলভ চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সে প্রাচীরলম্বিত দর্পণের সম্মুখীন হইয়া ভাল করিয়া নিজেকে দেখিতে লাগিল, দেখিল,—তখনও বক্ষ উন্নত আছে, তখনও নয়নে কটাক্ষ আছে, তখনও পৃষ্ঠ'পরি রুক্ষ চিকুর-জাল ছড়াইয়া শোভা পাইতেছে। বিভাবতী মহা চিন্তায় পড়িল, এ সকলের

উপায় কি ? তাহার মুখ ম্লান হইল। অনেকক্ষণ ভাবিতে তাহার মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল, সে ছুটিয়া গিয়া একটী সরা হইতে এক টুক্‌রা ধুনা নিয়া আসিল ও একটী শালগ্রামাকৃতি-প্রস্তর খণ্ড-দ্বারা তাহাকে বিশেষরূপে নিষ্পেষিত করিল এবং তাহাতে তৈল ও জল সংযোগ করিয়া আটা প্রস্তুত করিল। পরে দুই হস্ত দিয়া পৃষ্ঠস্থ চুলগুলি সম্মুখে ফিরাইয়া লইয়া, গুচ্ছ গুচ্ছ করিয়া, সেই আটা তাহাতে বেশ করিয়া মাখাইল। তখন সেই ঘনকৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কুন্তল-জাল মুহূর্ত্ত-মধ্যে অপূর্ব্ব জটায় পরিণত হইল। তাহার পর কটাক্ষ, তদ্বিষয়ে সে বিশেষ ভাবিতা হইল না ; কেই বা চক্ষের প্রতি চাহিয়া অত নিরীক্ষণ করিবে ? আর কটাক্ষ না করিলে ত নয়নে আপনি কটাক্ষ আসিবে না। কিন্তু এখনও বাকি,—পয়োধর ! ইহার উপায় কি ? এইবার মহা সমস্যা ! বিভা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না ; আর কিই বা স্থির করিবে ? যাহারা বসন-মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিযাও শৈল-শৃঙ্গকে উপহাস করিতে ক্ষান্ত হয় না, যাহাদের গর্ব্বোন্নত মস্তকের সৌন্দর্য্য-দর্শনে দাড়িম্ব লজ্জায় বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকেন ; তাহাদের কিরূপে ঢাকিয়া রাখা যায় ? বিভাবতী ভাবিয়া ভাবিয়া যখন কিছুই স্থির করিতে পারিল না, তখন সে তাহাদের গালি পাড়িতে লাগিল ; অবশেষে দুই হস্ত দিয়া চাপিতে লাগিল। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না ; বরং তাহারা ক্রোধে আরও ফুলিয়া উঠিল, আরও কঠিন হইল, আরও ঈষৎ উন্নত হইল। বিভাবতী তখন নিরুপায় হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল ; সহসা একখানি কম্বল তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল, সে তাড়াতাড়ি তাহা লইয়া আসিয়া

পৈতার আকারে স্কন্ধের উপর বিলম্বিত করিয়া দিল। এইবার তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিতম্বও ঢাকা পড়িল।

বিভাবতী আবার দর্পণের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল; তখন দর্পণ-মধ্যে এক সুন্দর সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি শোভা পাইল। বিভা আপনার সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি দেখিয়া একটু হাসিল, একটু লজ্জিত হইল, একটু অশ্রুপাত করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষবেশিনী বিভাবতী কক্ষ-মধ্যে মন্দ মন্দ পদচারণা করিতেছিল। তাহার পর দেরাজের উপর হইতে কাগজ ও কলমদান লইয়া খাটের উপর আসিয়া বসিল, বসিয়া কমলের পশ্চাদাংশ স্বীয় অধরে সংযোগ করিয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে লিখিতে আরম্ভ করিল, লিখিল;—

"আমি স্বামীর অনুগমন করি—"

হঠাৎ সে পঙ্‌ক্তিটী কাটিয়া নীচে লিখিল;—

"আমি ধর্ম্মের অনুগমন করিলাম, আমার জন্য কেহ চিন্তিত হইও না। ইতি—বিভাবতী।"

তাহার পর সে পত্রখানি মেজের উপর দোয়াত চাপা দিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ ঘটিকাযন্ত্রে ঠং ঠং করিয়া

দুইটা ঘা পড়িল। বিভাবতী "আর বিলম্ব করা উচিত নয়—" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিছু দূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিল এবং পর্য্যঙ্কের নিম্ন হইতে একখানি শানিত ত্রিশূল বাহির করিয়া লইল, কারণ যদি কখনও কোন বিপদ ঘটে। তখন সে স্বামীর নাম স্মরণ করিয়া গৃহত্যাগ করিল।

বিভাবতী তোরণদ্বারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ। দ্বারের নিকটে কালীসিংহ বিশাল দেহ লম্বিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বিভা জানিত যে, তাহার উপাধানের নিম্নে চাবি থাকে। সে অতি সতর্কের সহিত তাহার শিয়রে বসিল. বসিয়া অতি সতর্কে—খুব আস্তে আস্তে নিজের দক্ষিণ হস্ত তাহার বালিসের নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিল ; কালীসিং সতর্ক মানুষ, ঘুম ঘোরে "উঁ উঁ" করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বিভা তখন হস্ত তদবস্থায় রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর কালীসিং যখন আবার নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিল, তখন আস্তে আস্তে চাবিটী বাহির করিয়া লইল এবং দ্বার খুলিয়া লইয়া, চাবিটী সিংহের শিয়রে ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

গৃহের বাহির হইয়া সে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল,—সব গাঢ় অন্ধকারময়। তাহার একটু ভয় হইল, কিন্তু নিজের বেশের প্রতি চাহিয়া পরক্ষণেই সে ভয় দূর করিল। পরে সাহসে ভর করিয়া ইষ্টনাম জপিতে জপিতে চলিতে লাগিল।

সে বরাবর গঙ্গাতীরস্থ রাস্তা দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। ঐ রাস্তার একধার দিয়া জাহ্নবী নদী স্থূল হইতে সূক্ষ্ম,

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অনন্তে গিয়া মিশিয়াছে। অপর পার্শ্বে আঁধার মাখা গাঢ় জঙ্গল ক্ষুদ্রতর হইয়া আকাশ ও ভূমির মধ্যে বিলীন হইয়াছে। সমস্ত প্রান্তর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে;—একটীও মনুষ্যের গতায়াত নাই; কেবল বন্য শূকর, বন্য বিড়াল, শৃগাল, বিষধর সর্প, কদাচিৎ একটী ব্যাঘ্র নিরাতঙ্কে গমাগমন করিতেছে,—ক্রীড়া করিতেছে—বিকট ভয়প্রদ চীৎকার করিতেছে—কদাচিৎ কোন জন্তু বাজপথে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। আলোক নাই, তবে কদাচিৎ আলেয়ার মুখাগ্নির আলোক, শ্মশানের চিতাগ্নির আলোক ও জোনাকীপোকার পুচ্ছের আলোক দৃষ্ট হইতেছে।

বিভাবতী চলিতেছে। রাত্রিও শেষ হয় না, পথও ফুরায় না। সুতরাং এ ভাবে মুখ বুজিয়া চলা তাহার পক্ষে বড় কষ্টকর হইল। অগত্যা সে একটী গান ধরিল, গাহিল,—

"(আমি) পথপানে চেয়ে থাকি।
দেখিয়ে তাহার মোহন রূপ জুড়াব বলিয়ে আঁখি ॥
(যবে) সুন্দর সাজে ঊষা বিনোদিনী,
আসে ধরাধামে মরালগামিনী,
(যবে) আকাশে তুলিয়ে মধুর তান—
কল-কণ্ঠে গায় পাখী ॥
(যবে) গভীর নিশিথে নীরব নিশা,
হয় বিভীষণা ভীষণ-বেশা,
(আমি) তখনও বসিয়ে উন্মাদমন—
প্রাণভরে তারে ডাকি ॥"

বিভাবতীর মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতটী অনেকগুলি সুরের সঙ্গে খেলিতেছিল—জাহ্নবী তরঙ্গের সঙ্গে নাচিতেছিল—জঙ্গলমধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল—আকাশমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—শেষে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। বোধ হইতেছিল,—ভূমি ভেদ করিয়া যেন অমৃতের উৎস উঠিতেছে।

সেই জনহীন ভীষণ প্রান্তর মুহূর্ত্তের মধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। শিবাগণ আর কর্কশ রব করিতেছে না, শূকর খাদ্যান্বেষণার্থ মাটী খুঁড়িতেছে না, নিশাচর পক্ষিগণও বুঝি আর শব্দ করিয়া উড়িতেছে না। সকলেই যেন মুগ্ধশ্রবণে সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতেছে; দেখিতেছে বুঝি,—সুর-লয়-তালের সঙ্গে কণ্ঠের অপূর্ব্ব ক্রীড়া।

প্রকৃতিদেবী এতক্ষণ প্রান্তরের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশরাশির আভায় পৃথিবী আঁধারময় হইয়াছিল। এ সঙ্গীত বুঝি তাঁহারও শ্রুতিমূলে মধু ঢালিল, সেই জন্য তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখসূর্য্যের বিকাশে মেদিনী আলোকিত হইল। বিভারও সঙ্গীত থামিল।

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিভা হাটিতেছে,—তাহার বিশ্রাম নাই,—অবিরত হাটি-তেছে। তখন বালসূর্য্য গঙ্গার জলে হাবু ডুবু খাইতেছিল, লহরী গুলি কিরণ মাখিয়া নাচিতেছিল, গন্ধবহ নবীনানন্দে মন্দ মন্দ বহিতেছিল, বন্য পুষ্পের সৌরভ ছুটিতেছিল, শিশির টুপ্ টুপ্ পড়িতেছিল; তখন গাছে গাছে পাখী গাহিতেছিল, পল্লবে পল্লবে ফুল ফুটিতেছিল, ফুলে ফুলে ভ্রমর গুন্ গুন্ করিতেছিল। আর বিভাবতী প্রভাতের এই সকল আনন্দোপভোগ করিতে করিতে হাটিতেছিল।

বিভা এ যাবত অপরিচিত পথ দিয়া চলিয়াছিল; কিন্তু যখন বেলা দ্বিপ্রহর, তখন সে একটী পরিচিত—চিরপরিচিত রাস্তায় পদার্পণ করিল। ঐ রাস্তায় পা দিতেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে একবার নিজের বেশ দেখিয়া লইল। তাহার পর সে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল—যতই গ্রামটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, ততই তাহার মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন স্পষ্টতর বিকাশ পাইতে লাগিল বোধ হয়, যেন এখানকার প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক পথে, প্রত্যেক বৃক্ষে, বৃক্ষের প্রত্যেক পল্লবে, বাতাসের প্রত্যেক হিল্লোলে, জলাশয়ের প্রত্যেক লহরে, প্রসূনের প্রত্যেক পলাশে, এমন কি,—ভূমির প্রত্যেক বালুকা-কণায় তাহার অন্তরের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ নিহীত আছে।

তাহার পা যেন আর চলে না, যেন এখানে লুটাইয়া পড়িতে চায়, প্রাণ যেন এখানে থাকিতে চায়। তখন তাহার মনে ও বিবেকে তুমুল বিবাদ বাধিল ; মন বলে ;—

“মাতা, পিতা, জন্মভূমি, এমন কি, নিজের পুত্রকেও একবার দেখিবে না ?”

বিবেক বলে ;—

“দেখিতে গেলে কর্ত্তব্যসাধনে ব্যাঘাত ঘটিবে।”

তাহার পর অনেকক্ষণ দুইজনে বিবাদ চলিয়া শেষে এই মীমাংসা হইল যে, অতিথিবেশে গিয়া একবার তাহাদিগকে দেখিয়া আসা যাউক, কিন্তু মনকে খুব দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বিভা বিবেকের কথায় মনকে প্রহার করিতেও ছাড়িত না, বাঁধা ত সামান্য কথা !

বিভা গ্রাম্য পথ দিয়া কিছু দূর গিয়া সম্মুখে একটা কোটা-বাড়ী দেখিল, দেখিবামাত্র তাহার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই তাহার পিত্রালয়। সে আনন্দে এত আত্মহারা হইয়াছিল যে, পুরুষ-বেশের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া, বরাবর বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া পড়িল। দুই এক পা যাইতেই নিজের বেশের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। “ছি ! আমি করিতেছি কি !” বলিয়া অমনি সে পিছাইয়া পড়িল। তাহার পর বাহিরে আসিয়া জিব্ কামড়াইয়া বলিল ;—

“ভাগ্যে কেউ দেখে নাই।”

বিভাবতী বাহিরে দাঁড়াইয়া, কি করিবে, কিরূপে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে, ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিল, যে, অতিথি বলিয়া পরিচয় দিবে। দুই একবার বলিতেও চেষ্টা করিল,—“একজন অতিথি” ; কিন্তু মুখের কাছে আসিয়া বাধিয়া গেল, বড় লজ্জা হইল। বাপের বাড়ীতে কি করিয়া অতিথি বলিয়া পরিচয় দিবে ? বিভা মহা বিপদে পড়িল, কিন্তু এই সময়ে তাহার বৃদ্ধ পিতা ভুবন বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন ;—

“আপনি কে মহাশয় ?”

বিভা মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল ;—

“একজন অতিথি।”

ভুবন।—অতিথি ? আসুন মহাশয়।

বিভা আবার মনে মনে হাসিয়া বৃদ্ধের পশ্চাৎগামী হইল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ভুবন বাবু সন্ন্যাসীকে বসিতে আসন দিলেন, সন্ন্যাসী বসিলেন। একটী চাকর আসিয়া পা ধোবার জল দিয়া গেল, সন্ন্যাসী পা ধুইলেন। ভুবন বাবু বিনীতভাবে জিজ্ঞাসিলেন ;—

“আপনার নাম কি ঠাকুর মহাশয় ?”

বিভা এরূপ প্রশ্নের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না ; সুতরাং কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। বৃদ্ধ বলিলেন ;—

“বলিতে কিছু বাধা আছে কি ?”

বিভা জড়িতকণ্ঠে কহিল ;—

“না।”

পরে পরিষ্কারস্বরে বলিল ;—

"আমার নাম, বিভাসচন্দ্র গোস্বামী।"

অপরাহ্ণে বিভাবতী পিতৃ-গৃহ হইতে বিদায় লইল। যাইবার সময় তাহার নয়ন-কোণে কয়েক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল ;—

"হায়! ধর্ম্মের কি কঠোর শাসন! আজ আমি মাতাপিতাকে একটী প্রণাম করিতে পারিলাম না! বৌদিদির প্রতি একবার চাহিতে পারিলাম না! সর্ব্বোপরি নিজের পুত্রকে একবার কোলে লইতে পারিলাম না! ধর্ম্ম! তবু আমি তোমার দাসী, চিরদিনই যেন তোমার দাসী থাকি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চেতনা হইলে, বিমল দেখিল, সে একটী অপরিষ্কার, অর্দ্ধভগ্ন, ক্ষুদ্র গৃহে, একটী মলিন শয্যায় শায়িত। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে—সেই বিছানায় বসিয়া একটী বালিকা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছে। তাহার শিয়রে শুভ্রশ্মশ্রু-শোভিত, কৃষ্ণকায়, গলিতচর্ম্ম একটী বৃদ্ধ বসিয়া আছে। বিমল তখন অত্যন্ত দুর্ব্বল; ভাল করিয়া সব দেখিতে পাইল না, কিছু বুঝিতে পারিল না। তাহার চোক বুজিয়া আসিতে লাগিল, সে চোখ বুজিল। কারণ বুঝিতে

চেষ্টা করিল, পারিল না। ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া কিছু বুঝিতে না পারিযা বালিকার সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিল ;—

"তুমি কে ?"

বালিকা।—আমি সন্ন্যাসিনী, নাম লক্ষ্মী।

বিমল।—এ কাহার বাড়ী ?

বৃদ্ধ ধীবর বিনীতভাবে বলিল ;—

"আমার বাড়ী বাবা !"

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল ;—

"কালাচাঁদ আমায় জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, আমায় কে তুলিল।"

বৃদ্ধ।—আমি তুলিয়াছি বাবা।

লক্ষ্মী বলিল ;—

"তুমি এখন অসুস্থ, বেশী কথা বলিও না।"

বিমল চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ বলিল ;—

"কিছু খাইবে কি ?"

বিমল ধীরে ধীরে বলিল ;—

"একটু দুধ—"

বৃদ্ধ সাহ্লাদে বলিল ;—

"বেশ বাবা। বেশ! আমি দুধ আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ লাঠীভর দিয়া তাড়াতাড়ি চলিল। তাহার ভগ্ন-কটীদেশ যেন সোজা হইয়া উঠিল। কিছুপরে বৃদ্ধ বড়

এক বাটী দুধ নিয়া আসিয়া বলিল ;—

"এই নাও।"

লক্ষ্মী দুগ্ধের বাটী হাতে নিয়া বিমলকে উঠিতে বলিল। বিমল উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ পারিল না। লক্ষ্মী তাহাকে ধরিয়া উঠাইল এবং তাহার মুখের কাছে দুগ্ধের বাটিটী ধরিল। বিমল লক্ষ্মীর মুখপানে একবার চাহিয়া, দুগ্ধপানে প্রবৃত্ত হইল ; কিছু পান করিয়া আবার লক্ষ্মীর মুখপানে দৃষ্টিপাত করিল, আবার পান করিল, আবার চাহিল। এইরূপে দুগ্ধ নিঃশেষ হইয়া গেল, লক্ষ্মী পাত্র রাখিযা হাত ধুইয়া ফেলিল, বিমল মুখ ধুইয়া শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধ চলিয়া গেল। বিমল আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল ;—

"তুমি কে ?"

লক্ষ্মী।—বলিলাম ত আমি সন্ন্যাসিনী।

বিমল।—এ বৃদ্ধ তোমার কে হয় ?

লক্ষ্মী।—সম্বন্ধে কেউ নয়, তবে তোমার ও আমার উদ্ধার-কর্ত্তা।

বিমল।—তুমিও কি জলে ডুবিয়াছিলে ?

লক্ষ্মী।—হাঁ।

বিমল।—কেমন করিয়া ডুবিলে ?

লক্ষ্মী।—সে সব তোমার শুনিয়া কাজ নাই, তুমি ঘুমোও।

বিমল ছাড়িল না, শুনিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিল। অগত্যা লক্ষ্মীকে সব বলিতে হইল। শুনিয়া বিমল স্তম্ভিত হইয়া গেল, বলিল ;—

"ধন্য তোমার পরোপকারিতা! তুমি নারী, না দয়ার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! আর ধন্য ঐ বৃদ্ধ ধীবর!"

লক্ষ্মী মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, কিছু বলিল না। পরে বিমল আত্মপরিচয়, দাদার নিরুদ্দেশের কথা, জলে ডোবার কথা, সমস্ত বর্ণন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। লক্ষ্মী মধুরবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দিল। বিমল প্রকৃতিস্থ হইল ও ঘন ঘন লক্ষ্মীর সুন্দর মুখে চাহিতে লাগিল। সে দৃষ্টির অর্থ,—বিমল লক্ষ্মীকে ভাল বাসিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিন চারি দিন পরে বিমল সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, লক্ষ্মী বৃদ্ধ ধীবরের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধ অনেক আপত্তি করিল, অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল, অনেক কথা বলিল; কিন্তু লক্ষ্মী বিনীতস্বরে কহিল;—

"আমার না গেলেই নয়, আমাকে গঙ্গাসাগর যাইতে হইবে।"

অগত্যা বৃদ্ধ নৌকা করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিতে চাহিল। বিমল তাহাতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু লক্ষ্মী সম্মত হইল না, সে বলিল;—

"আমি ব্রহ্মচারিনী, হাটিয়া যাইব।"

বিমল হাসিয়া বলিল ;—

"কেন ?"

লক্ষ্মী।— এক উপায় থাকিতে অন্য উপায়ের আশ্রয় লওয়া আমাদের ধর্ম্মে নিষিদ্ধ।

বিমল।—এক উপায় কি আছে ?

লক্ষ্মী।—হাটিয়া যাওয়া এক উপায় আছে।

বিমল মনে মনে বলিল ;—

"এই ছাই ধর্ম্ম আবার মানুষে গ্রহণ করে।—"

পরে প্রকাশ্যে কহিল ;—

"তাহা হইলে আমিও হাটিয়া যাইব।"

তখন অশ্রুতে ভাসিয়া বৃদ্ধ বিদায় দিল। উভয়ে ঈশ্বরের নিকট বৃদ্ধের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া এবং তাহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া. পরে পশ্চাৎ হইতে কম্পিতকণ্ঠে কহিল ;—

„দেখিও বাবা! দেখিও মা। যেন এ বুড়োটীকে একেবারে ভুলিয়া যাইও না।"

উভয়ে ফিরিয়া সমস্বরে কহিল ;—

"আমাদের প্রাণদাতাকে ভুলিব কিরূপে ?"

পরে আবার হাটিতে লাগিল। যখন তাহারা দৃষ্টির অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন বৃদ্ধ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল ;—

"খানা, ডোবায় রত্ন থাকিবে কেন ?"

লক্ষ্মী ও বিমল বরাবর রাজ পথ ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে-

ছিল। সন্ধ্যা হইলে বিমল বলিল ;—

"এখন ?"

লক্ষ্মী।—এখন কি ?

বিমল।—কোথায় থাকিবে ?

লক্ষ্মী।—আমার থাকিবার ভাবনা নাই ; তোমার চেষ্টা কর।

বিমল।—তোমার থাকিবার ভাবনা নাই কেন ?

লক্ষ্মী।—ঘর, বাড়ী, বিছানা, সব আমার সঙ্গে।

বিমল।—কি রকম ?

লক্ষ্মী। কি রকম শুনিবে ? শোন.— এই সুজলা সুফলা শ্যামলা ধরণী আমার গৃহ, ঐ ঊর্দ্ধে নীল-নির্ম্মল-নীরদ-মালা-শোভিত আকাশ আমার ছাদ, এই নব-শষ্প-বিমণ্ডিত ভূমিখণ্ড আমার শয্যা। দেখ দেখি বিমল। এ অট্টালিকার কাছে তোমাদের ইষ্টক-গৃহ কত ক্ষুদ্র, এ ছাদের তুলনায় তোমাদের লোহার ছাদও কত অল্পায়ু, এ শয্যার কাছে তোমাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যাও কত অসার !

বিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কহিল ;—

"কিন্তু ইহাতে যে পদে পদে বিপদ।"

লক্ষ্মী।—কি বিপদ ? কোথায় বিপদ ?

বিমল।—বিপদ নয় ? এই ধর না-এখন যদি ঝড় হয়, কি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কি করিবে ?

লক্ষ্মী।—কি করিব ? এরকম বিপদ কি তোমাদের গৃহে নাই ? তোমাদের গৃহে ইহার অপেক্ষা বেশী বিপদ আছে।

বিমল।—কি ?

[illegible] [illegible] পড়ে; কড়ি বরগা হইতে ঘুণ পড়ে, ইত্যাদি

বিমল "হোঃ হোঃ" করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল ;—

"ঝুল পড়া, ঘুণ পড়ার সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সমান তুলনা করিলে?"

লক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া কহিল ;—

"সমান নয়, কম তুলনা করিলাম।"

বিমল নীরবে লক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, ভাবিল ;—

"এ লোকটা কি পাগল নাকি?"

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কহিল ;—

"বিমল! গর্ব্ব মনে করিও না, আমাদের পক্ষে ঝড় বৃষ্টি যত কষ্টকর, তোমাদের পক্ষে ঝুলপড়া, ঘুণপড়া তাহার অপেক্ষা বেশী কষ্টকর। কেন না, আমরা সন্ন্যাসী,—তোমরা সংসারী; আমরা সহিষ্ণু, তোমরা অসহিষ্ণু; আমরা পাথর, তোমরা মাটী।"

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল ;—

"বিমল! বুঝিয়া দেখ, যে ব্যক্তি ঝড় বৃষ্টিকে ঝুলপড়া, ঘুণ-পড়া অপেক্ষা বেশী কষ্টকর মনে করে, সে কি কখনও এই পৃথিবীকে তাহার ঘর, আকাশকে তাহার ছাদ, তৃণ-কণ্টককে তাহার শয্যা, চন্দ্র সূর্য্যকে তাহার প্রদীপ মনে করিতে পারে? বিমল! হৃদয়ঙ্গম কর, আগে কষ্ট, তার পর কৃষ্ট।

বিমল [illegible] কিছু বুঝিল না, হাসিয়া বলিল ;—

"তা তুমি আমার এত উপকার করিয়াছ, আজকার এই ক্ষুদ্র রাত্রিটুকু তোমার ঘরে আমায় একটু যায়গা দেবে না?"

———*———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি তৃতীয় যামার্দ্ধের শেষভাগে আকাশে চন্দ্র উঠিল। চাঁদের অমৃতবর্ষী কিরণ বটবৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ও পত্ররাজির মধ্য দিয়া আসিয়া, লক্ষ্মীর অনিন্দ্য সুন্দর বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল, ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় তাহার অলকগুচ্ছ কম্পিত হইতে লাগিল; তাহার সুন্দর মুখখানা আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বিমলের চঞ্চল নয়ন দুইটী চুরি করিয়া সেই সুধা পান করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বিমল বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ধীরে এবং ধীরে ধীরে আবেশমাখা স্বরে ডাকিল ;—

"লক্ষ্মি।"

লক্ষ্মীও বিমলের স্বরের অনুকরণে উত্তর দিল ;—

"বিমল!"

বিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল ;—

"লক্ষ্মি! এই জ্যোৎস্না-মধুর রজনী, এই বৃক্ষ-লতা-শোভিত প্রান্তর, এই নবীন শষ্পবিমণ্ডিত ক্ষেত্র, কি সুন্দর!"

লক্ষ্মী বলিল ;—

"বিমল! যাঁহার কিরণে চন্দ্র সূর্য্য কিরণময়, যাঁহার অধর-বিকাশে যামিনী হাস্যময়ী, যাঁহার অঙ্গের আভায় এই পৃথিবী শ্যামলা ; তিনি কি সুন্দর!!"

বিমলের অস্ত্র ব্যর্থ হইল, সে নীরবে ভাবিতে লাগিল, কিছুক্ষণ

ভাবিয়া অন্য অস্ত্রের সন্ধান করিল। ডাকিল ;—

"লক্ষ্মি !"

"বিমল !"

"লক্ষ্মি ! তুমি আর একবার ডাক ! ঐ রকম সুধামাখা স্বরে, ঐ রকম গদ্‌গদকণ্ঠে, ঐ রকম আবেগ-পূর্ণ হৃদয়ে, আর একবার ডাক ! লক্ষ্মি ! তোমার কণ্ঠস্বর কি মধুর !"

"বিমল ! যিনি আমার কণ্ঠে এই মধুর স্বর দিয়াছেন ; যিনি ইহা অপেক্ষা মধুর কোকিল-কণ্ঠ সৃজন করিয়াছেন ; তাঁহার কণ্ঠস্বর কি মধুর !!"

এবারও বিমলের অস্ত্র ব্যর্থ রহিল। কিন্তু তথাপি সে লক্ষ্মীর হৃদয়রূপ অভেদ্য দুর্গে প্রবেশের বাসনা ছাড়িল না। আবার ডাকিল ;—

"লক্ষ্মি !"

"বিমল !"

লক্ষ্মি ! ভগবান্ সব সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানে যাহা সাজে, সেইখানে তাহাই দিয়াছেন ; কিন্তু—কিন্তু লক্ষ্মি ! তোমার হৃদয়ে ভালবাসা দেন নাই কেন ?"

"কিসে বুঝিলে ?"

"কিসে বুঝিলাম ? বুঝিলাম,—তোমার নির্ম্মম বাক্যচ্ছটায়, বুঝিলাম,—তোমার নীরস কণ্ঠস্বরে ; বুঝিলাম,—তোমার অচঞ্চল চাহনিতে।"

"কেন আমি ত তোমায় খুব ভালবাসি।"

বিমলের হৃদয়ে আবার আশার উৎস উঠিল, বলিল ,—

"বাস লক্ষ্মি ?"

লক্ষ্মী।—বাসি—ভালবাসি, যেমন মাতা পুত্রকে ভাল বাসেন, সেই রকম ভালবাসি।

শুনিয়া বিমল দুঃখিত, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া সজোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িল। তদ্দর্শনে দয়াবতী লক্ষ্মীর হৃদয় ব্যথিত হইল, সে বলিল :—

"বিমল! আমি বিবাহিতা।"

"বিবাহিতা!"

বিমল চমকিয়া উঠিল, বলিল :—

"বিবাহিতা!"

লক্ষ্মী।—হাঁ বিমল। আমি বিবাহিতা।

বিমল।—তবে তুমি গৃহ ছাড়িয়া, গৃহধর্ম ছাড়িয়া, স্বামী ছাড়িয়া, কেন যেখানে সেখানে থাক ?

লক্ষ্মী।—কেন বিমল! আমি ত কিছুই ছাড়ি নাই। এই পৃথিবী আমার গৃহ, পরোপকার আমার গৃহধর্ম, আর ব্রহ্মাণ্ড-সম্রাট্ ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী।

শুনিয়া বিমল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে বলিল,

"লক্ষ্মি! এতক্ষণে বুঝিলাম, তুমি বৈকুণ্ঠ-বিলাসিনী লক্ষ্মী। লক্ষ্মি! অজ্ঞান-বোধে আমায় ক্ষমা কর।"

লক্ষ্মী।—বিমল! সেই ক্ষমাময়ের কাছে ক্ষমা চাও।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন বিমল একবুক ভালবাসা লইয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে, লক্ষ্মী কয়েক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিল, পাইল না। তিনি ইতোপূর্ব্বে লক্ষ্মীকে খুঁজিয়া না পাইয়া সাগরযাত্রা করিয়াছেন। লক্ষ্মী সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইবার কোন উপায় না দেখিয়া একটী বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া স্বামী ধ্যান করিতে লাগিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর।

লক্ষ্মীর স্বামী কে?

যিনি বহির্জ্জগতের বহির্ভূত, অথচ এ জগতের সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিমান্ ও রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, রত্ন বালুকণা প্রভৃতি সকলেই সমভাবে বিরাজমান্; যিনি সকলের প্রভু, সকলের স্রষ্টা, সকলের কর্ম্মের বিচার-কর্ত্তা; তিনিই লক্ষ্মীর স্বামী। যিনি জলাশয়ে জল, স্থলে মৃত্তিকা, শূন্যে বায়ু; যিনি জীবের কর্ম্ম, কর্ম্মের কীর্ত্তি, কীর্ত্তির পরিণাম; যিনি ক্রিস্চানের গড্, মুসলমানের খোদা, হিন্দুর ব্রহ্ম; যিনি বিরাট, যিনি অনন্ত, যিনি অতুলনীয়, তিনিই লক্ষ্মীর স্বামী। যিনি নির্গুণ অর্থাৎ অসংখ্য গুণবান্; যিনি নির্ব্বিকার, অর্থাৎ যাঁহার বিকারের সীমা নাই, প্রতি পলকে যিনি কোটী কোটী বার বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি নিরাকার, অর্থাৎ যাঁহার আকার গণনার অতীত; তিনিই লক্ষ্মীর স্বামী। যিনি পাপীর চক্ষে যমদূত, পুণ্যাত্মার চক্ষে অক্ষয় স্বর্গ; যিনি ভক্তের চক্ষে ভক্তিময়ী প্রকৃতি,

প্রেমিকের চক্ষে প্রেমময় পুরুষ, তিনিই লক্ষ্মীর স্বামী।

তাঁহাকে যে, যে ভাবে ডাকে, তিনি সেই ভাবে তাহাকে দেখা দেন। লক্ষ্মী তাঁহাকে প্রেমের দ্বারা উপাসনা করিতেছিল, তিনিও প্রেমময়ী মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে বিরাজ করিতে ছিলেন। এমন সময় একটী সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বৃক্ষতলে বসিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া, পরে উঠিয়া বৃক্ষের ছায়ায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী চক্ষু মেলিল; তাহার দৃষ্টি সন্ন্যাসীর প্রতি পড়িল। সে অনেকক্ষণ চাহিয়া সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিল, পরে জিজ্ঞাসিল :—

"ঠাকুর! তোমার নাম কি?"

"শিবরাম গোস্বামী।"

"মিথ্যাবাদিনী!"

লক্ষ্মী দলিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া কহিল :—

"মিথ্যাবাদিনী!"

সন্ন্যাসী ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় বদন অবনত করিয়া রহিলেন।

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল ;—

"দিদি! আমার সঙ্গেও চালাকী?"

সন্ন্যাসীর ভয় ও লজ্জা দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু বিস্ময় আরও বাড়িল। তিনি পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীর মুখপানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইয়া হাসিয়া বলিল ;—

"দিদি! বড় বিস্মিত হইতেছ বোধ হয়, যে এ সন্ন্যাসিনী বালিকা তোমাকে চিনিল কি প্রকারে?"

শিবরাম ঠাকুর কোন উত্তর দিলেন না, অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী বলিল ঃ—

"দিদি মনে পড়ে তোমার বিবাহের দিন ?"

শিবরাম লজ্জায় অবনত মুখে অস্ফুটস্বরে কহিলেন ;—

"পড়ে।"

"মনে পড়ে, তোমার বাপের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটী উদ্যান আছে।"

"পড়ে।"

"মনে পড়ে, তোমার বিবাহের দিন সেখানে একটী সন্ন্যাসিনী বালিকার সঙ্গে তোমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ?"

সন্ন্যাসী সানন্দে বলিয়া উঠিলেন ,—

"তুমিই সেই লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী।—হাঁ বিভাবতি। আমিই সেই লক্ষ্মী। কিন্তু ধন্য! আমাকে চিনিতেই পারিলে না।

বিভা।—তুমি আমাকে চিনিলে কি প্রকারে ?

লক্ষ্মী।—চিনিলাম,—তোমার চলনে ; চিনিলাম,—তোমার চাহনিতে ; বিশেষরূপে চিনিলাম,—তোমার কণ্ঠস্বরে।

পরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল ;—

"কিন্তু দিদি। তোমার এ বেশ কেন ?"

বিভা।—তোমার শিক্ষার গুণে। লক্ষ্মি। তুমি আমার গুরু, তোমার উপদেশে আমি ধর্ম্মকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি !"

এই বলিয়া সে আদ্যপান্ত সমস্ত ঘটনা লক্ষ্মীর নিকট বর্ণন করিল। শুনিয়া লক্ষ্মী দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসিল ;—

"দিদি। তোমার স্বামী কতদিন গৃহত্যাগী ?"

বিভা বলিল ;—

"আজ তিন মাস।"

লক্ষ্মী।—তাঁহার নাম কি ?

বিভা।—নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্মী।—নির্ম্মল !

বিভা।—হাঁ নির্ম্মল ; অমন করিয়া উঠিলে কেন ?

"হাঁ—না" লক্ষ্মী মনোভাব গোপন করিয়া বলিল ;

"তোমরা স্বামীর নাম ধরনা যে ?"

বিভা।—কেন ধরিব না ? স্বামী আমাদের দেবতা, দেবতার নাম ধরিব না ? আর আমরা যদি স্বামীর নাম না ধরিতে পাই, তবে পুরুষেরা আর ঈশ্বরের নাম ধরিতে পাইবে না।

লক্ষ্মী।—আমিও তাই বলি ; কিন্তু দেখি, অনেকেই ধরে না ; এমন কি, স্বামীর নাম যদি হয় হরি, সে হরিবোল পর্য্যন্ত বলে না।

বিভা।—ও কেন ? এমন বাঁদ্‌রী বেটারাও আছে, যাহাদের স্বামীর নাম যদি হয়, ক্ষীরোদ, দীননাথ, কি সতীশ ; তারা ক্ষীর দিন, সতী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করে না, তবে কি জান,—যাহার তাহার কাছে বলিতে একটু লজ্জা করে।

লক্ষ্মী।—যাক্— আমার সে জন্য ভাবনা কি ?

বিভা।—কি বলিতেছিলাম ? হাঁ,—তুমি কি আমার স্বামীকে দেখ নাই ?

লক্ষ্মী।—কেমন করিয়া দেখিব ? এ জীবনে তোমায় আমায় মাত্র এই দুইবার দেখা। আচ্ছা, তাঁর কোন প্রতিচ্ছবি তোমার

কাছে আছে ?

বিভা।—যদি থাকে ?

লক্ষ্মী।—দেখি।

বিভা।—আগে বল, তাহা হইলে কি করিবে ?

লক্ষ্মী।—দেখিই না ছবিটা।

বিভা বক্ষবস্ত্র মধ্য হইতে একখানি ছবি বাহির করিল। লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল ;—

"রাখিয়াছ ত ঠিক যায়গায়।"

"দেবতার আসন হৃদয়" এই বলিয়া বিভা ছবিখানি লক্ষ্মীর হাতে দিল। লক্ষ্মী ছবি দেখিয়া বলিল ;—

"দিদি ! যাহা অনুমান করিয়াছিলাম,—তাহাই। তোমার স্বামী আমার গুরুভাই। আমি তোমার স্বামীর সন্ধান করিয়া দিব।"

বিভা সানন্দে বলিয়া উঠিল ;—

"পারিবে ?"

লক্ষ্মী।—পারিব।

বিভা।—কবে পারিবে ?

লক্ষ্মী।—তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে যদি গঙ্গাসাগর যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে সত্বরই কাজ সিদ্ধ হইত।

বিভা।—গঙ্গাসাগর যাইবে কেন ?

লক্ষ্মী।—তোমার স্বামী বাবার সহিত গঙ্গাসাগর চলিয়া গিয়াছেন।

বিভা।—বাবা কে ?

লক্ষ্মী।—সন্ন্যাসী গৌরানন্দ। তিনি তোমার স্বামীকে দীক্ষিত করিয়াছেন।

বিভা —তবে চলনা সাগরে।

লক্ষ্মী।—কিরূপে যাইব? কাল সংক্রান্তি, সব যান চলিয়া গিয়াছে।

বিভা।—তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে দেখা—

লক্ষ্মী।—ফিরিয়া কবে আসেন, কোথায় আসেন, তাহার ত কিছু স্থিরতা নাই।

বিভা।—তবে কিরূপে—

লক্ষ্মী।—তীর্থে তীর্থে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

—•—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ওদিকে বিভাবতী হাটিতেছে,—আর স্বামীর অনুসন্ধান করিতেছে; সেদিকে নির্ম্মল কাঁদিতেছেন—আর রমণীর রূপ-লাবণ্যকে ধিকার দিতেছেন; এদিকে আমি লিখিতেছি,—আর সমাজের গাল কুড়াইতেছি। পাঠক! আমাদের তিনজনের অবস্থা কি একই রকমের নয়? বিভাবতী কি ছিল,—কি হইয়াছে! নির্ম্মল কি ছিলেন,—কি হইয়াছেন! আমি কি ছিলাম,—কি হইয়াছি!

তবে বিভা ধর্ম্মের জন্য, নির্ম্মল ভালবাসার জন্য. আমি লেখনীর জন্য।

যাহা হউক, এখন এদিক ওদিক ছাড়িয়া দিয়া, সেদিকের বিষয় কিছু আলোচনা করি ;—সেদিকে অর্থাৎ গঙ্গাসাগর দ্বীপে অতি প্রত্যুষে একটী বালুকাময় সৈকতের উপর দাঁড়াইয়া নির্ম্মল সে মহান্ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতেছিলেন—কেবল নির্ম্মলনীল জল, আর নির্ম্মল নীল আকাশ,—কিছুদূর গিয়া পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে। জলে উত্তাল তরঙ্গসকল খেলিতেছে—ফেনচয় ভাসিতেছে ; আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভাসিতেছে,—দুই একটী নক্ষত্রও হাসিতেছে। তাঁহার বোধ হইল, এই জঙ্গলময় সাগরদ্বীপ এবং জল ও আকাশ ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু নাই।

ক্রমে সেই জলধির জলরাশি ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠিতে লাগিল। প্রথমে খুব অল্প,—একটী স্বর্ণরেখার ন্যায়, পরে চতুর্থাংশ, তৎপরে সম্পূর্ণ উঠিল, তৎপরে জলরাশি ছাড়িয়া একেবারে আকাশে উঠিয়া কিরণ ঢালিতে লাগিল। তখন তাহার উজ্জ্বল কিরণমালা সমস্ত স্থানকে আলোকিত করিল।

বালুকাময় সৈকত ভূমি একে উজ্জ্বল, তদুপরি প্রভাকরের উজ্জ্বল কিরণসম্পাতে আরও উজ্জ্বল হইল, তদুপরি উজ্জ্বল উত্তাল তরঙ্গমালা প্রতিহত হওয়াতে আরও উজ্জ্বল হইল, তদুপরি সুন্দরী রমণীকুল অলক্তকাঙ্কিত চরণ বিক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া যাওয়াতে আরও উজ্জ্বল হইল। নির্ম্মল কিছুক্ষণ উজ্জ্বল মনে সে উজ্জ্বল দৃশ্য দেখিয়া, পরে সন্ন্যাসীর সমীপে চলিয়া গেলেন।

চরের উপর সন্ন্যাসীর কুটীর। নির্ম্মল কুটীরে উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন ;—

"নির্ম্মল !, চল স্নান করিয়া আসি ."

তখন উভয়ে স্নানার্থে সমুদ্র কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘাটে অত্যন্ত ভিড়,—তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক হিন্দুস্থানী। কোথাও সারি সারি লোক বসিয়া মাথা পাতিয়া দিয়াছে,—তরঙ্গ গুলার বড় আমোদ,—তাহারা ভীম বেগে, গম্ভীর কল কল নাদে, তাল প্রমাণ হইয়া আসিয়া, তাহাদের মাথার উপর প্রতিহত হইতেছে। কোথাও কোন কোন লোক দাঁড়াইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছে, তরঙ্গ আসিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতেছে—লবণাক্ত জল খাওয়াইতেছে—হয়ত কাহাকে ঠেলিয়া তীরে লইয়া যাইতেছে। কোথাও কোন যুবক জলে দাঁড়াইয়া, কোন সুন্দরীর প্রতি বিলোল কটাক্ষ হানিতেছে, উপর্যুপরি দুই তিনটা তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিতেছে। কোথাও কেহ তীরে বসিয়া গায়ে কাদা মাখিতেছে, তরঙ্গ আসিয়া তাহা ধুইয়া লইয়া যাইতেছে। আর সন্ন্যাসীও নির্ম্মলের পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাদিগকে আনন্দে যোগ দিতে ডাকিতেছে। তাঁহারা তাহাদের কথা শুনিয়া জলে নামিলেন। সন্ন্যাসী ডুব দিলেন, কি প্রার্থনা করিলেন—জানিনা, নির্ম্মল ডুব দিলেন, বলিলেন ,—

"আমি যেন বিভার ভালবাসা পাই ।"

স্নানান্তে উভয়ে কপিল মুনির দর্শন আশায় চলিলেন , অগ্রে গৌরানন্দ, পশ্চাতে নির্ম্মল। কিছুদূর যাইয়া কদলী বনের মধ্যে কপিলের কুটীর দেখিতে পাইলেন। উভয়ে কুটীর প্রবেশ করিয়া

প্রণাম করিলেন এবং পূজা করিলেন। সন্ন্যাসী কিছু প্রার্থনা করিলেন কি না, নির্ম্মল করিলেন ;—

"আমি যেন বিভার ভালবাসা পাই।"

একবার, দুইবার, তিনবার ; ঐ একই কথা ;—

"আমি যেন বিভার ভালবাসা পাই।"

—*—

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল। সে দিন পূর্ণিমা, কিন্তু চাঁদ উঠিল না, আকাশে নক্ষত্র হাসিল না, শূন্যে নীলিমা রহিল না। আকাশ ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন, চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, প্রকৃতি নীরব ও গম্ভীর। মেঘগুলা জমাট বাঁধিয়া জলভরে টল মল করিতেছে, কিন্তু বর্ষণ করিতেছে না; পবন গম্ভীর ভাবে অব-স্থিতি করিতেছে, কিন্তু বহিতেছে না; বিদ্যুৎ সুন্দরী মেঘের উপর ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু গর্জ্জন করিতেছে না। সকলেই যেন যুদ্ধের পূর্ব্বে সৈন্যের ন্যায় বিশ্বসেনাপতির আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

অতি বিস্তৃত প্রান্তর; তাহার মাঝখান দিয়া রাজপথ বরাবর চলিয়াছে। রাজপথের একধারে নদী, অপরধারে গাঢ় জঙ্গল। তরুগণ ব্রততী-জড়িত হইয়া শোভা পাইতেছে, তাহাদের একটী পাতাও কাঁপিতেছে না। বৃক্ষে অনেক পাখী আছে, কেহ কলরব করিতেছে না। ভূমিতে নবজাত তৃণ সকল শোভা পাইতেছে, একটী পশুও তথায় চরিতেছে না। জঙ্গল মধ্যে অনেক হিংস্র জন্তু আছে, কেহ গর্জ্জন করিতেছে না বা বাহির হইতেছে না। নদীতে তরঙ্গ নাই; অনেক নৌকা আছে, কেহ চলিতেছে না,—তীরে বৃক্ষে দৃঢ়রূপে বাঁধা রহিয়াছে। দুর্য্যোগ

বুঝিয়া—সকলেই সাবধান হইয়াছে। পথিক পথ ছাড়িয়া পল্লীতে আশ্রয় লইয়াছে, ; কৃষক কর্ষন ফেলিয়া গৃহে ছুটিয়াছে ; রাখাল গরু ফেলিয়া পলাইয়াছে। পক্ষিগন গীত ছাড়িয়া নীড়ে লুকাইযাছে। সমস্ত প্রান্তর নিঃশব্দ, নিস্পন্দ, নির্জ্জন। কেবল রাস্তার পাশে দুইটী লোক নিমিলিত নেত্রে যোগাসনে বসিযা আছে—সে লক্ষ্মা ও বিভা। বাহ্য জগতের এ ভীষণতা তাহারা অনুভব করিতে পারিতেছে, এরূপ বোধ হয় না।

সহসা বুঝি বিশ্বসেনাপতি তর্জ্জনী সঞ্চালন করিলেন। 'ঝর্ ঝর্' শব্দে বৃষ্টি নামিল, 'কড়্ কড়্' শব্দে বিদ্যুৎ গর্জ্জিল,' সাঁই সাঁই' শব্দে বাতাস বহিল ; বনভূমি কম্পিত হইল, নদীতে ভীমনাদে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ উঠিল, লক্ষ্মী ও বিভা পূর্ব্ববৎ বহিল।

মড়্ মড়্ শব্দে গাছ ভাঙ্গিতে লাগিল ; তদস্থ পক্ষিসকল আশ্রয়চ্যুত হইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল, ঝড়্ বৃষ্টি খাইয়া পড়িতে লাগিল, কত মরিল। জলে সমস্ত প্রান্তর প্লাবিত হইয়া গেল,—সর্পের বিবর জলে পুরিয়া গেল, সর্প বাহির হইল, কত মরিল। শৃগালের গহ্বর জলে ডুবিয়া গেল, তাহারা চীৎকার করিয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কত মরিল। শূকরের আবাশ-জঙ্গল চুর্ণ হইয়া গেল, তাহারা প্রাণভয়ে পালাইতে লাগিল, কত মরিল। লক্ষ্মী ও বিভা পূর্ব্ববৎ রহিল।

উভয়ে স্ব স্ব স্বামীধ্যানে নিমজ্জিতা। প্রকৃতি প্রান্তরে এত উপদ্রব করিতেছে—শুধু প্রান্তরে নয়, তাহাদের উপরও চলিতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতেছে ; কিন্তু বুঝিয়া কি করিবে ?

যখন মনুষ্য একমনে কোন চিন্তা করে, তখন তাহার মুণ্ড কাটিয়া পড়িলেও তাহার চৈতন্য হয় কিনা সন্দেহ, অথবা হস্তে কণ্টক বিদ্ধ হইলেও কে নীলপদ্ম তুলিতে ক্ষান্ত হয়?

তখন তাহাদের বহিচক্ষু নিমিলিত, মনশ্চক্ষু স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ জলে, বাতাসে, শীতে, উৎপীড়িত, আত্মা আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। রক্তমাংসনির্ম্মিত কর্ণ বিদ্যুতের কড়্ কড়ানিতে বধির প্রায়, অন্তরের কর্ণ এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতে মজ্জিতেছিল।

তখন তাহাদের মূর্ত্তি দুইখানি জননীর স্নেহের মত নির্ম্মল, দেবর্ষির সঙ্গীতের মত প্রশান্ত, উপাস্যের মত পবিত্র! সে মূর্ত্তি দেখিলে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও ভক্তিতে বিস্ফারিত হইয়া উঠে, কামুকের চিত্তেও মাতৃভাব জাগিয়া উঠে, সে মূর্ত্তি সতীত্বের পবিত্র প্রতিমা, ভক্তির নির্ম্মল প্রস্রবন, প্রেমের অমৃত উৎস।

ক্রমে মেঘগুলি সব জল হইয়া নামিয়া আসিল, আশ্রয়হীন হইয়া চপলা পলাইল, সঙ্গিহীন হইযা ঝটিকা পলাইল, অন্ধকার পলাইল। তখন আকাশ নির্ম্মল হইল, তাহাতে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিল, তাহাদের মাঝে চন্দ্র হাসিল। তটিনী শান্ত হইল, প্রকৃতি সুন্দরী সাজিল। বৃষ্টি-ধৌত বৃক্ষসকলে কৌমুদী অধিকতর প্রতিফলিত হইল, শ্যামলক্ষেত্র সকল অধিকতর উজ্জ্বল হইল, নদীর জল অধিকতর নীলিমাময় হইল।—এ যে দুঃখের পর সুখ, বিরহের পর মিলন, অভিমানের পর আলিঙ্গন।

লক্ষ্মী ও বিভা যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হইল, তখন রজনী হাস্যময়ী; কিন্তু পথে বড় কর্দ্দম। বিভা বলিল;—

"কি করিবে ?"

লক্ষ্মী।—কি আর করিব, এই কাদার উপরেই থাকিব।

বিভা।— চল না, এক বাড়ীতে গিয়া থাকি।

লক্ষ্মী।—কে যায়গা দেবে, বল ?

বিভা।—যে হয়, দেবে বৈকি। যদি একান্তই না পাই, তখন কাদাই সই। রাত ত বেশী হয় নাই।

লক্ষ্মী।—চল।

তখন উভয়ে গ্রামাভিমুখে চলিল। কিন্তু রাত্রে কেহই তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা তাহারা "পুণমূ‍ষিকঃ ভব"। সবই সেই লীলাময়ের লীলা !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেক তীর্থে সন্ধান করিয়া বসন্তের শেষভাগে লক্ষ্মী ও বিভা মহাতীর্থ হরিদ্বারে পৌছিল। হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় নয়নরঞ্জক ও চিত্তাকর্ষক। বিভাবতী সে মহান্ দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হইল। লক্ষ্মী অনেকবার দেখিয়াছে, তথাপি মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেল, কেবল সতৃষ্ণনয়নে সেই সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কি সে দৃশ্য ! স্তরে স্তরে পর্ব্বতমালা সুসজ্জিত হইয়া সোপান শ্রেণীবৎ

নীল-নির্ম্মল-অনন্ত-আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তদুপরি অনন্ত শূন্যে প্রকাণ্ড ধূমপিণ্ডবৎ শুভ্র জলদদল সজ্জিত হইয়া ভাসিতেছে। আর সেই মেঘমালার অন্তরাল দিয়া, শৈল-গাত্র বহিয়া, নীল-নির্ম্মল-অনন্ত-সলিলা জাহ্নবী নদী কল কল স্বনে ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ; তাহার উভয় তীরে পুষ্পময় শ্যামল বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছে। কি সে দৃশ্য ! মহান্, অনন্ত, অতুলনীয় !

লক্ষ্মী ও বিভাবতী একখানি শিলার উপর শুইয়া পড়িয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা তন্ময় হইয়া গেল। তখন তাহাদের বোধ হইল, যেন তাহারা স্বর্গে আসিয়াছে। তাহাদের তখন জাহ্নবীকে মন্দাকিনী, তাহার কলধ্বনিকে অপ্সর-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত বোধ হইতে লাগিল ; গিরিগাত্রস্থ কুসুম খচিত বৃক্ষ লতাময় স্থানকে নন্দন-কানন মনে হইল ; অস্তমিত-প্রায় অংশুমানের সুস্নিগ্ধ অংশুমালাকে স্বর্গের জ্যোতিঃ বলিয়া মনে হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে জনৈক সন্ন্যাসী সেই শিলার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী লক্ষ্মীকে চিনিলেন এবং কিছু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ডাকিলেন ;—

"লক্ষ্মি !"

লক্ষ্মী শুনিতে পাইল না ; কিন্তু সে স্বরে শিবরাম-বেশী বিভাবতী চমকিয়া উঠিল এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া একদৃষ্টিতে নবাগত সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, আবার লক্ষ্মীকে ডাকিলেন। শিবরাম

"আমি ডাকিয়া দিতেছি" বলিয়া লক্ষ্মীর গাত্র স্পর্শ করিলেন। তাহাতে সন্ন্যাসী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ;—

"তোমাকে কে ডাকিতে বলিতেছে ?"

একজন পর-পুরুষ যদি কোন স্ত্রীলোকের পাশে শুইয়া থাকে এবং তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকে, তবে মানুষের প্রাণে সহে না। এই সন্ন্যাসীর প্রাণে সহিবে কেন ? তজ্জন্য তিনি অত রাগিলেন। শিবরাম বলিলেন ;—

"না হয় ডাকিলাম না, কিন্তু আপনিও ডাকিবেন না।"

সন্ন্যাসী।—কেন ?

শিব।—ডাকিবার আপনারই কি অধিকার আছে ? জানেন, লক্ষ্মী আমাকে বিবাহ করিয়াছে।

শিবরামের কথাগুলি তীব্র হইলেও অতি মিষ্ট। তাঁহার মিষ্ট স্বরে সন্ন্যাসীর রাগ কিছু কমিল। তিনি বলিলেন ;—

"লক্ষ্মী আপনাকে বিবাহ করিয়াছে ?"

উভয়ের কথাবার্ত্তায় লক্ষ্মীর ঘুম ভাঙ্গিল ; সে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল ;—

"কে ? নির্ম্মল দাদা যে !"

এই বলিয়া শিবরামের মুখে একটী কটাক্ষ হানিল। শিবরাম তাহার অর্থ বুঝিলেন এবং প্রতিকটাক্ষ হানিলেন। দেখিয়া নির্ম্মল আরও রাগিলেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিল ;—

"বাবা কোথায় ?"

নির্ম্মল তাহার উত্তর না দিয়া, শিবরামের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন ;—

"লক্ষ্মি ! তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছ ?"

লক্ষ্মীর উত্তরের আশায় না থাকিয়া শিবরাম বলিলেন ;—

"হাঁ মহাশয় ! বিবাহ কবিয়াছে। কিন্তু আপনি অত রাগিতেছেন কেন ? বিবাহ করিয়াছে।"

নির্ম্মল।—বেশী কথা বলিবেন না—বলিতেছি।

শিব।—তা—না হয় বলিলাম না। কিন্তু আপনি রাগ করিয়া আমার লক্ষ্মীর সহিত কথা কহিবেন না।

নির্ম্মল তীব্র দৃষ্টিতে শিবরামেব প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; শিবরাম স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল ;—

"নির্ম্মল দাদা ! তুমি কি পাগল হইয়াছ ?"

নির্ম্মল পাগল না হইলেও নানাবিধ কষ্টে ও বিভার চিন্তায় বাস্তবিকই তাহার মস্তিষ্ক কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইযাছিল। লক্ষ্মী কিন্তু তাহা জানিতে পারে নাই, কেবল তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া বলিল ;—

"তুমি কি পাগল হইয়াছ ? আমি কি যাহাকে তাহাকে বিবাহ করি ?"

নির্ম্মল শিবরামের মুখ চাহিযা বলিলেন ;—

"কি ঠাকুর ?"

শিব।—কি ?

নির্ম্মল।—কবে তুমি লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছ ?

শিব।—কে বলিল, আমি লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছি ?

নির্ম্মল।—তুমি ত বড় মিথ্যাবাদী। এই বলিলে, লক্ষ্মীকে

বিবাহ করিয়াছি.—আবার—

শিব।—মিথ্যাবাদী আমি না, তুমি ? আমি কখন বলিলাম—

নির্ম্মল।—এই কেবলই। তুমিও ত শুনিয়াছ লক্ষ্মি !

শিব।—আমি বিবাহ করিয়াছি—বলিয়াছি ? না লক্ষ্মী আমাকে বিবাহ করিয়াছে—বলিয়াছি ?

নির্ম্মল।—বেশ, তাহাই হউক। কিন্তু লক্ষ্মী ত তোমার স্ত্রী ?

শিব।—কেমন করিয়া ?

নির্ম্মল।—তুমি ত বড় বেল্লিক ! লক্ষ্মী তোমাকে বিবাহ করিল। কি তোমার মা হইল ?

শিব।—তাহাই বা হইবে কেন ?

নির্ম্মল।—বল্ তবে বেটা ! লক্ষ্মী তোর কে ?

শিবরাম বুঝিল, নির্ম্মল অত্যন্ত উত্তক্ত হইয়াছেন ; আর বেশী বিরক্ত করা উচিত নয়—বলিল ;—

"ঠাকুর ! বোঝো ; বি—বহ---ঘঞ-বিবাহ, অর্থাৎ বিশেষরূপে বহন করা। লক্ষ্মী আমাকে বিবাহ করিয়াছে অর্থাৎ বিশেষরূপে বহন করিয়াছে। আমি কেবল তাহারই অনুকম্পায় এতদূর আসিতে পারিয়াছি ; বুঝিলে ?"

লক্ষ্মী হাসিয়া উঠিল। নির্ম্মলের ক্রোধ দূরীভূত হইল। তিনি লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসিলেন ;—

"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?"

লক্ষ্মী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা নির্ম্মলকে বলিল। সেই শ্যামনগরে গঙ্গার তীরে নিদ্রার কথা, জলে ঝম্প প্রদানের কথা, ধীবরালয়ে অবস্থিতির কথা, বৃদ্ধ ধীবরের কথা, বিমলের কথা,

একে একে সকল বলিল। বিমলের জলে ডোবার কথা শুনিয়া নির্ম্মল চমকিয়া উঠিলেন। বিমল জীবিত আছে জানিয়া বিভা আহ্লাদিত হইল ; ধরা পড়িবার ভয়ে কিছু বলিল না। নির্ম্মল জিজ্ঞাসিল ;—

"বিমল জলে ডুবিয়াছিল কিরূপে, জান কি ?"

লক্ষ্মী।—জানি, তাহারই মুখে শুনিয়াছি।

সে যাহা জানে, সমস্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া নির্ম্মল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন ;—

"আমারই জন্য এত !"

পরে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিল ;—

"হায় বিভা !"

বিভার মুখ প্রফুল্ল হইল। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিল ;—

"দাদা ! বিমলের নাম শুনিয়া অমন করিয়া উঠিলে কেন ?

নির্ম্মল আবার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন ;—

"বিমল আমার ভাই।"

পরে অনেকক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিবরাম একদৃষ্টিতে নির্ম্মলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নির্ম্মল তাহা লক্ষ্য করিলেন, ভাবিলেন ;—

"এ ঠাকুর আমার পানে অমন করিয়া চাহিতেছে কেন ? একি ছদ্মবেশী ? স্বর ত ঠিক স্ত্রী কণ্ঠের। অনেক দিন তাহার স্বর শুনি নাই, কিন্তু এ স্বর যেন তারই। তবে কি বিভা আমার—আমার জন্য ছদ্মবেশ ধরিয়া এতদূর আসিয়াছে ? বিভা আমার ! আচ্ছা, ঘা দিয়া দেখি।"

পরে প্রকাশ্যে বলিলেন ;—

"কি ঠাকুর! আমার পানে অমন করিয়া চাহিতেছ কেন ?"

বিভা অপ্রতিভ হইলেন ; কিন্তু ধরা দিলেন না। হাসিয়া বলিলেন ;—

"আপনার চেহারাটা ঠিক আমার বামনীর মত, তাই দেখিতেছি।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নানাবিধ কারণে নির্ম্মলের মস্তিষ্কের কিছু দৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার রাগের ভাগ কিছু বেশী ; আর এরূপ কথা শুনিলে কাহার না রাগ হয় ? নির্ম্মল রাগিয়া বলিলেন ;—

"আমি না তুমি ? বরং তোমার গলার সঙ্গে আমার বামনীর খুব সাদৃশ্য আছে।"

বিভা হাসিয়া বলিল ;—

"তাই না হয় হইলাম ? তবে প্রাণ! আজ রাত্রে আমার কুঞ্জে তোমার নিমন্ত্রণ!„

কণ্ঠস্বরে নির্ম্মল মুগ্ধ হইল, কিন্তু রাগিতেছে ; বিভা আশান্বিতা হইল, কিন্তু রসিকতা করিতেছে ; লক্ষ্মী সব বুঝিল, কিন্তু হাসিতেছে। তাহাকে হাসিতে দেখিয়া নির্ম্মল আরও রাগিয়া কহিলেন ;—

"তুমি হাসিতেছ কেন ?"

লক্ষ্মী আরও হাসিয়া বলিল ;—

"তোমাদের ভণ্ডামি দেখে।"

নির্ম্মল।—কি ভণ্ডামি দেখিলে ?

নির্ম্মল।—কি ভণ্ডামি দেখিলে?

লক্ষ্মী।—তোমরা উভয়েই ভণ্ড। যে সন্ন্যাসী, তার কখনও এত রাগ বা রসিকতা সম্ভবে না।

শুনিয়া নির্ম্মল আরও রাগিলেন, শিবরাম আরও রসিকতা করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মী আরও হাসিতে লাগিলেন, সূর্য্যদেব আরও ডুবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মী কহিল;—

"খুব ত রাগারাগি করিলে; এখন একবার বাবার কুটীরে চল।"

নির্ম্মল কিছু না বলিয়া চলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মী ও বিভা পিছু পিছু চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুটীরে গৌরানন্দ ধ্যাননিমগ্ন,—চক্ষু নিমিলিত,—যোগাসনে প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ বসিয়া আছেন। সম্মুখে শালগ্রাম শিলা; শিলার সর্ব্বাঙ্গে সচন্দন তুলসী সকল শোভিত, পার্শ্বে স্তূপীকৃত পুষ্পরাশি।

নির্ম্মল, লক্ষ্মী ও বিভাবতী তথায় নীরবে উপস্থিত হইলেন; একে একে নীরবে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কেহ পাদস্পর্শ করিলেন না। পরে নীরবে সন্ন্যাসীকে ঘেরিয়া বসিলেন। কেহ কোন কথা কহিতেছেন না,—পাছে উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটে।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নীরবে নির্ম্মল উঠিলেন, কি ভাবিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী ও বিভা নীরবে পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল। প্রায় অর্দ্ধযাম অতীত হইলে গৌরানন্দ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, চক্ষু মেলিতে লক্ষ্মী তাঁহার দৃষ্টি-পথে পড়িল, তিনি বলিলেন ;—

"লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী "হাঁ পিতা" বলিয়া তাঁহাকে আবার প্রণাম করিল ও পদধূলি লইল। বিভাবতীও তদ্রূপ করিল।

বহুদিন পরে তনয়াতুল্যা লক্ষ্মীকে দেখিয়া সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইলেন—কি অসন্তুষ্ট হইলেন, জানি না ; কিন্তু তাঁহার মুখে বা কথায় কোন ভাব প্রকাশ পাইল না। পূর্ব্ববৎ গম্ভীর রহিয়া তিনি তাহার নিরুদ্দেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মী পিতৃ-চরণে সমস্ত নিবেদন করিল। সন্ন্যাসী তদ্রূপ গম্ভীর। পরে বিভার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন ;—

"তুমি কে ?"

বিভা যুক্তকরে কহিল ;—

"প্রভু ! আমি একটী অভাগিনী।"

"অভাগিনী !"

গৌরানন্দ সবিস্ময়ে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বিভা মুখ নত করিয়া বলিল ;—

"আমি নারী।"

তাহার বড় লজ্জা হইল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল, গণ্ডদেশ রক্তিম হইল, ওষ্ঠাধর

কাঁপিতে লাগিল। সে অনেকক্ষণ মাথা তুলিতে পারিল না।
সন্ন্যাসী বলিলেন ;—

"তুমি নারী ? পুরুষ বেশ কেন ?"

বিভা পুরুষ বেশের কারণ সন্ন্যাসীকে নিবেদন করিল, পরে তাঁহার চরণ-প্রান্তে পতিত হইয়া কহিল ;—

"দেব ! আমি বড় অভাগিনী—হত-সর্ব্বস্বা—পথের ভিখারিণী।

সন্ন্যাসী তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন ;—

"তুমি কি চাও ?"

বিভা।—প্রভো ! আমায় পতি-ভিক্ষা দিন।

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ ভাবিলেন, ভাবিয়া বলিলেন ;—

"মা ! নির্ম্মল কি তোমার স্বামী ?"

বিভা বাষ্পাকুল-নয়নে কহিল ;—

"হাঁ দেব !"

সন্ন্যাসী আবার অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন,—পরে তাহার মন বুঝিবার জন্য বলিলেন ;—

"মা ! তুমি রমণী-রত্ন ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—স্বামীকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? জান, পত্নী পতির সহধর্ম্মিনী।"

বিভা।—জানি ; কিন্তু প্রভু ! আমি তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে আসি নাই, অধর্ম্মচ্যুত করিতে আসিয়াছি।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া—সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন ;—

"তুমি কি বলিতেছ ? সন্ন্যাস ধর্ম্ম অধর্ম্ম !"

বিভা সন্ন্যাসীর পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিল ;—

"না দেব! আমি তা বলি নাই। সন্ন্যাস ধর্ম্ম—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কিন্তু এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, ভক্তি চাই, প্রেম চাই, প্রতীজ্ঞা চাই। এগুলি যাহার নাই, তাহার এ ধর্ম্ম গ্রহণ করা. মহা পাপের পথ পরিষ্কার করা মাত্র। আমার স্বামীর ইহার একটী গুণও নাই।

সন্ন্যাসী।—মা! তুমি সত্য কথা বলিয়াছ ; এ ধর্ম্মে প্রেম চাই, ভক্তি চাই, প্রতীজ্ঞা চাই। এগুলি যার নাই, তার দীক্ষিত হওয়াও মহাপাপ, তাকে দীক্ষিত করাও মহাপাপ। আমি নির্ম্মলকে দীক্ষিত করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি।

বিভা।—প্রভু! যে প্রেমে নিমাই উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে ভক্তিতে বুদ্ধদেব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন. যে প্রতীজ্ঞায় আপনার সর্ব্বস্ব-ত্যাগী। আমার স্বামীর যদি তাহার কোনটার লক্ষাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বাধা দিতাম না ; বরং তাঁহার সাহায্য করিতাম। কিন্তু তাঁহার কিছুই নাই ; তিনি এখন কোন ধর্ম্মের মধ্যে নহেন। এরূপভাবে থাকিলে অধর্ম্ম বৈ আর কি হইতে পারে? তিনি গৃহীও নন, সন্ন্যাসীও নন : কর্ম্মীও নন, নিষ্কর্ম্মাও নন।

লক্ষ্মী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল ; এবার হাসিয়া বলিল ;—

"নির্ম্মল দাদার হ'য়েছে—হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গবাস। ন স্বর্গ, ন মর্ত্ত্য।"

সন্ন্যাসী।—নির্ম্মল বোধ হয় রাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে?

বিভা মুখ নত করিয়া রহিল, কিছু বলিল না।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন ;—

"আচ্ছা, তোমার নাম কি বিভাবতী ?"

বিভা বিস্মিতভাবে বলিল ;—

"হাঁ দেব !"

সন্ন্যাসী।—আমি নির্ম্মলের মুখে অনেকবার ঐ নাম শুনিয়াছি. উপাসনা করিতে করিতে ঐ নাম করে, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঐ নাম করে, খাইতে খাইতে ঐ নাম করে।

বিভা।—তাঁহার বিশ্বাস, আমি তাঁহাকে ভালবাসি না, তাই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী কিছু বলিলেন না ; নীরবে অল্প অল্প মাথা নাড়িতে লাগিলেন, তৎসঙ্গে বৃহৎ জটাভার অল্প অল্প নড়িতে লাগিল, শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফ অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন ;—

"যাও মা ! রাত্রি অনেক হইয়াছে। যাহা কর্ত্তব্য, কাল করিব। যাও লক্ষ্মি !"

উভয়ে সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুটীর হইতে বাহির হইয়া নির্ম্মল একটী বৃক্ষতলে গিয়া বসিলেন। অত্যন্ত শীত বোধ হইতেছিল বলিয়া, কতকগুলি

পাতালতা যোগাড় করিয়া সম্মুখে আগুন করিলেন। অগ্নি-সেবন ও চিন্তা একসঙ্গে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে ?"

বিভা হাসিয়া বলিল ;—

"মহাশয়ের কি একটু স্মৃতি-বিকৃতি রোগ আছে নাকি ? দেখিতে দেখিতে ভুলিয়া যান।"

নির্ম্মলের কর্ণে সে কথাগুলি বীণার ঝঙ্কার-তুল্য ধ্বনিত হইল। তিনি রাগিলেন না, বলিলেন ;—

"আমি চিনিতে পারি নাই।"

বিভা।—না পারাই সম্ভব।

নির্ম্মল সে কথার কোন উত্তর চাহিলেন না, জিজ্ঞাসিলেন ;—

"মহাশয়ের নাম কি ?"

বিভা।—আজ্ঞে, শিবরাম গোস্বামী।

নির্ম্মল।—বর্ত্তমানে কোথা হইতে আসিতেছেন ?

শিব।—বঙ্গদেশ হইতে।

নির্ম্মল ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসিলেন ;—

"বঙ্গদেশে কোথায় ছিলেন ?"

শিব।—কমলপুরের জমিদার বাড়ীতে।

নির্ম্মলের কৌতূহল আরও বাড়িল, বলিলেন ;—

"কতদিন ছিলেন ?"

শিব।—জমিদারের বিষয় মহাশয়ের কিছু জানা আছে নাকি ?

নির্ম্মল একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন ;—

"আমিই সেই কমলপুরের জমিদার।"

শিব।—য়্যাঁ, বলেন কি? আপনি জমিদার? এ বেশ কেন?

নির্ম্মল আবার একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন ;—

"বড় দুঃখে এ বেশ গ্রহণ করিয়াছি।"

শিবরাম তাঁহার মনোভাব জানিবার জন্য বলিল ;—

"মহাশয়! দুঃখের কথা আর তুলিবেন না। সংসারই দুঃখময়! কি বলিব, মাতা পিতা, ভ্রাতা বন্ধু, কেউ আপনার নয়।"

নির্ম্মল সহাযানুভূতি পাইয়া গলিয়া গেলেন, বলিলেন ;—

"সব যায়, তাহাতে আমার দুঃখ হয় না। কেবল যাহাকে ভালবাসি, সে যদি অপনার না হয়—"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, দুই চক্ষু দিয়া অবারিত-ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। শিবরাম বলিলেন ;—

"মহাশয় কাহাকে ভালবাসেন, জানি না। কিন্তু যদি স্ত্রীকে ভালবাসেন, তাহা হইলে বলিব, আপনার মত গুণী পৃথিবীতে খুব বিরল। আপনার স্ত্রী—"

নির্ম্মল বাধা দিয়া উচ্চ-কণ্ঠে কহিলেন ;—

"ও নাম আর করিবেন না ওই—ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! আমাকে পথের ভিখারী করিয়াছে! আমাকে পাগল করিয়াছে!"

শিব।—কেন মহাশয়! আপনার স্ত্রী ত আপনাকে খুব ভালবাসে।

নির্ম্মল।—ভালবাসে না—বাসে না। আগে বাসিত, আগে আমাকে একদণ্ড না দেখিলে কাঁদিত, কত অভিমান করিত; কিন্তু যেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, অমনি সে আমাকে দুই চক্ষের বালি দেখিতে লাগিল।

শিব।—না মহাশয়! আপনি ভুল বুঝিতেছেন, আপনার স্ত্রী আপনাকে খুব ভালবাসে। আপনার জন্য সে—

নির্ম্মল উদ্ভ্রান্তবৎ বলিলেন ;—

"বল, বল, আমার জন্য সে কি করিয়াছে! সে পাপিষ্ঠা প্রেমহীনা আমার জন্য কি করিয়াছে!"

শিব।—মহাশয়! সে প্রেমহীনা নয়, আমি বিশেষরূপে জানি, সে প্রেমময়ী।

নির্ম্মল।—সে পাপিষ্ঠা প্রেমময়ী!

শিব।—মহাশয়! আপনি বোধ হয় প্রেমের প্রকৃত অর্থ জানেন না, তাই তাহাকে প্রেমহীনা বলিতেছেন। আপনার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতেছি, আপনার প্রেম রূপলিপ্সা বা সহলিপ্সা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে প্রেম চায় আলিঙ্গন, চুম্বন, ভালবাসা, ইত্যাদি কামাদির মত ইহা একটা রিপু বই আর কিছুই নয়। কিন্তু যাহা প্রকৃত প্রেম, তাহাতে স্বার্থের গন্ধ মাত্র নাই। সে প্রেম শুধু একটা ধর্ম্মভাব মাত্র। আপনার স্ত্রী সেই স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারিণী।

নির্ম্মল কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সন্ন্যাসীর কথা বুঝিয়া কহিলেন ;—

"সত্যই কি সে আমার এই রকম পবিত্র প্রেমের অধিকারিণী?"

শিব।—হাঁ মহাশয়! তবে সে যে একেবারে কাম ও লিপ্সাদি বিবর্জ্জিতা, তাহা নহে। কিন্তু সে কাঁচ ও কাঞ্চন চিনিয়া লইতে পারে—হৃদয় দমন করিতে পারে।

নির্ম্মল উদ্ভ্রান্তের মত কহিলেন ;—

"আমি কি তবে কাণ্ডজ্ঞানহীন? নির্দ্দোষে তাহার উপর রাগ করিয়াছি! উঃ! আমি কি কাণ্ডজ্ঞানহীন!"

নির্ম্মলের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, ধীরে ধীরে কি বলিতে বলিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল শিবরামের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া, একখানি শিলার উপর বসিয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে পর্ব্বত শিখরে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া ভাবিতেছিলেন। "........আচ্ছা,---আঃ! বড় ভুল হইয়াছে,—আগে কেন জিজ্ঞাসা করিলাম না যে, 'তুমি বিভার বিষয়ে এত জানিলে কিরূপে?' আর কিরূপেই বা জানিল? শিবরাম সন্ন্যাসী, আর বিভা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা। না, বৃথা সন্দেহ করিয়াছি,

নিশ্চয় তাই। এ নিশ্চয় ছদ্মবেশিনী বিভা, কখনই সন্ন্যাসী নয়। নিশ্চয় তাই; নহিলে কণ্ঠস্বর ঠিক বিভার মত কেন? একজনের কণ্ঠের সঙ্গে কি আর একজনের কণ্ঠ মিশে না? কদাচিৎ মিশিতে পারে; কিন্তু একেবারে পুরুষে আর স্ত্রীলোকে? অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব! বিভা বোধ হয় লক্ষ্মীর সাহায্যে আসিয়াছে, তাই বলিয়াছিল 'লক্ষ্মী আমাকে বিবাহ করিয়াছে।' তাহা হইলে আমাকে ভালবাসে? বাসে—বাসে—বাসে? বিভা আমার, আমারই জন্য আসিয়াছে। সত্যই সে প্রেমময়ী, আমিই কাণ্ডজ্ঞানহীন, তাই তাহাকে চিনিতে পারি নাই। আমি বানর, রত্নহারের মর্ম্ম কি বুঝিব? বিভা আমার, আমারই জন্য আসিয়াছে। ও শিবরাম নয়, ছদ্মবেশিনী বিভা—নিশ্চয় বিভা। নহিলে লক্ষ্মী আমাকে ও তাহাকে ভণ্ড বলিল কেন? আমি রাগিলাম, সে একটু হাসিল মাত্র। আমি ভণ্ড, কারণ আমি রাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছি; সে ভণ্ড, কারণ সে ছদ্মবেশিনী বিভা! আচ্ছা—তাই যদি হয়, আমি কি করিব? কি আর করিব! আমি আবার তাহাকে হৃদয়ে লইয়া গৃহে যাইব!—দীক্ষা, শিক্ষা, সব অতলজলে নিক্ষেপ করিয়া আবার তাহাকে হৃদয়ে লইব। আবার তাহাকে ভালবাসিব। আবার দেশে ফিরিয়া যাইব। তাহার পায়ে ধরিয়া কৃতঅপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিব। কিন্তু—কিন্তু এ যদি—না,—ওসব কথা আর ভাবিব না। না—ভাবি, না ভাবিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। ভাবিলে ক্ষতি কি? যা আছে অদৃষ্টে—হবে। কি ভাবিতেছিলাম? হাঁ,—এ যদি বিভা না হয়—

এ চিন্তায় নির্ম্মল উত্তক্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি দশদিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভরে কহিতে লাগিলেন ;—

"ভগবন্ ! বিশ্বপতে ! একবার বল,—'ঐ তোর বিভা'। তুমি দয়ার সাগর, এ অধমকে দয়া কর—একবার বল,—'ঐ তোর বিভা'।"

নির্ম্মল দীক্ষা গ্রহণের পর কখনও এরূপ ভক্তিভরে ভগবান্‌কে ডাকেন নাই, যেরূপ আজ ডাকিলেন। তিনি ক্রমাগত ডাকিতে লাগিলেন। তাহার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হইল, অস্ফুট হইতে লাগিল ; তাহার পর ক্রমে কণ্ঠ মধ্যে বিলীন হইয়া গেল ! কিন্তু তিনি মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন।

চিন্তার অবশাদে, ইন্দ্রিয়ের কাতরতায়, ভক্তির প্রাচুর্য্যে, ক্রমে তাঁহার তন্দ্রা আসিল ; তিনি তন্দ্রাঘোরেও ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে গভীর নিদ্রা, তিনি নিদ্রাঘোরেও যেন ডাকিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন,—এক অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী তুষারধবল পর্ব্বতশৃঙ্গ, সুনীল আকাশগাত্রে চিত্রিত ছবির মত দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতগাত্রে শত শত শ্যামল বৃক্ষলতা, তাহাতে সহস্র সহস্র প্রস্ফুটিত পুষ্প, সমীরণে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে, আকাশে চাঁদ হাসিতেছে,—কিরণে নদী, নির্ঝর, ভূমি, বৃক্ষ, সব অতি উজ্জ্বল দেখাইতেছে ! কোথাও কোন শব্দ নাই। নির্ম্মল দাঁড়াইয়া পর্ব্বতের সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল শুভ্র শিখরদেশে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া একমনে ভগবানকে ডাকিতেছেন !

এমন সময় সেই সুক্ষ্ম শিখর ভেদ করিয়া একটী জ্যোতিঃ

বাহির হইল। জ্যোতিঃ—শুভ্র, ঈষৎ নীলাভ। ক্রমে সমস্ত আকাশ মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে বৃক্ষের মস্তক উজ্জ্বল করিল, তাহার পর তাহাদের গাত্র উজ্জ্বল করিল; পরে অধঃদেশ উজ্জ্বল করিল—তখন চন্দ্র-কিরণ ম্লান বোধ হইল। নদী, প্রান্তর, গহ্বর, তরুকোঠর পর্য্যন্ত সে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল, আর পর্ব্বতশৃঙ্গে শতসূর্য্যের মিলন হইল।

নির্ম্মল তখন সেই জ্যোতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, বুঝিলেন,—জ্যোতিঃ প্রখর নহে; চন্দ্র কিরণ অপেক্ষা স্নিগ্ধ। দেখিলেন,—তাহার মাঝে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। মূর্ত্তি স্ত্রীর কি পুরুষের, জানি না; তাহারই অঙ্গ হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। নির্ম্মল যুক্তকরে সে মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছু পরে সেই মুর্ত্তি জীমূত-গর্জ্জনবৎ গম্ভীরস্বরে কহিলেন;—

"যুবক! ঐ নবাগত সন্ন্যাসীই ছদ্মবেশিনী বিভাবতী। তুমি নিঃসন্দেহ হও।"

নির্ম্মল তখন ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসিলেন;—

"আপনি কে?"

মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎস্বরে কহিলেন;—

"আমি সতীত্ব। আমার শরীরে যে সকল জ্যোতিঃ দেখিতেছ, ইহা সতীদিগের কীর্ত্তি মাত্র। তোমার স্ত্রী সতী, তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিতে আমার শরীরে অনেক জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যতদিন ভারতে আমার নাম থাকিবে, ততদিন বিভাবতী অমর।"

তাহার পর সেই দশদিক উজ্জ্বলকারী জ্যোতিরাশি ক্রমশঃ একত্রীভূত হইতে লাগিল। সে মূর্ত্তিও ক্রমে শিখরমধ্যে ডুবিতে

লাগিল। তাহার পর মূর্ত্তি একেবারে শূন্যমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেও, জ্যোতিঃ কিছুক্ষণ আকাশের অল্প স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার পরে একেবারে বিলীন হইয়া গেল। নির্ম্মলের স্বপ্ন ফুরাইল, সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাও ভাঙ্গিল, পূর্ব্বাকাশে প্রভাত হাসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চেতনা হইলে নির্ম্মল দেখিলেন,—এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তাঁহার পাদমূলে বসিয়া আছেন। সুন্দরী যুবতী, জটাজুটধারিণী, শুভ্রবসনাবৃতা, অবগুণ্ঠনহীনা, নিরাভরনা। অসংযত জটারাশি তাহার শ্রবনদ্বয়, ললাটের উভয়পার্শ্বের কিয়দংশ ও আরক্ত কপোল প্রদেশের কিয়দংশ আচ্ছাদণ করিয়া, কতক পৃষ্ঠ'পার ছড়াইয়া পড়িয়াছে—কতক স্কন্ধের উপর দিয়া বক্ষের উপর পড়িয়াছে। মন্দ-বসন্ত-বাত্যান্দোলিত নবপল্লব-তুল্য তাহার আরক্ত ওষ্ঠাধর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। সে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর কোমল অগ্রভাগে চিবুক স্পর্শ করিয়া আছে। আনত নয়ন কোনে করুণ্যর জ্যোতিঃ ঝরিতেছে। দৃষ্টি অচঞ্চল, নির্ম্মলের মুখে ন্যস্ত। যুবতী নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, গম্ভীর। নির্ম্মল সে মূর্ত্তি চিনিলেন—অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন ;—

"বিভা ! তুমি ?"

"নাথ ! প্রাণেশ্বর ! আমায় ক্ষমা কর।"

এই বলিয়া বিভাবতী আকাশচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় নির্ম্মলের পদতলে লুন্ঠিত হইয়া পড়িল।

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি উঠিয়া, তাহার কমনীয় বাহুযুগল ধরিয়া, তাহাকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া আনিয়া, বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন ;—

"বিভা ! আমি তোমায় ক্ষমা করিব ! আমি মহাপাতকী, তুমি পুণ্যময়ী, আমি তোমায় ক্ষমা করিব !! আমি দুর্গন্ধ, তুমি গন্ধবহ ; আমি গলিতশব, তুমি গঙ্গা ; আমি পাপ, তুমি পুণ্য ; আমি তোমায় ক্ষমা করিব !!! না বিভা ! তুমিই— আমায় ক্ষমা কর।"

তখন উভয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল। উভয়ের মস্তক উভয়ের স্কন্ধে হেলিয়া পড়িল ; উভয়েই কাঁদিতে লাগিল। উভয়ের স্কন্ধদেশ উভয়ের অশ্রুতে সিক্ত হইল। এমন সময় লক্ষ্মী করতালি দিতে দিতে হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল ;—

"বলি নির্ম্মল দাদা ! কাল তোমায় ভণ্ড বলিয়াছিলাম বলিয়া যে বড় রাগিয়াছিলে, এখন তোমার সে সাধুত্ব কোথায় গেল ?"

নির্ম্মল ও বিভাবতী কেহ কোন কথা কহিলেন না; অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নির্ম্মলের পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন ;—

"নির্ম্মল ! দীক্ষার সময় যে বলিয়াছিলে, কখনও স্ত্রীলোকের

সংশ্রব করিব না ; এখন এ সব কি ?”

নির্ম্মল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে উঠিয়া যোড়-করে কহিলেন ;—

“গুরুদেব! শুনুন. আমি মহাপাতকী ; আমি ঈশ্বরলাভের আশায় সন্ন্যাসী হই নাই. সংসারের উপর রাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া ছিলাম ।”

সন্ন্যাসী।—কেন সংসারের উপর রাগ করিয়াছিলে ?

নির্ম্মল।—প্রভু! আমার বিশ্বাস ছিল,—আমার স্ত্রী আমাকে ভাল বাসে না। তাই আমি সংসার ত্যাগ করিয়া ছিলাম। এখন বুঝিয়াছি, সে আমারই ; তাই আবার সংসারী হইতে যাইতেছি। গুরুদেব! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সন্ন্যাসী।—কিন্তু নির্ম্মল! তুমি দীক্ষার সময়, আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে ?

নির্ম্মল।—কি গুরুদেব ?

সন্ন্যাসী।—তোমার স্ত্রী তোমাকে চায় না, এরূপ কথা বলিয়াছিলে না ?

নির্ম্মল।—বলিয়াছিলাম, কারণ তাহার ঐ রকম মত বলিয়া জানিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল,—ধর্ম্ম আমার সব ; আমি তাই—

বিভাবতী বাধা দিয়া তেজপূর্ণস্বরে কহিয়া উঠিল ;—

“সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরেও বলিব, এখনও বলিতেছি —‘ধর্ম্ম আমার সব’। কিন্তু নাথ! নারীর ধর্ম্ম কি ? পতিসেবা, পতি ভক্তি পতিকে ভালবাসা, পতির মনোতুষ্টি. পতির আদেশ-

পালন ব্যতীত রমণীর আর কি ধর্ম্ম আছে ? রমণীর যাহা, সব পতির। তবে নাথ! কিরূপে বুঝিলে, যে, আমি তোমায় ভালবাসি না ? তোমাকে ভাল না বাসিলে যে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব। তবে আমার ভালবাসা স্বার্থহীন ; আমার নিজের সুখের জন্য নয়।"

নির্ম্মল।—বিভা! ক্ষমা কর ; আমি জ্ঞান হারাইয়া ছিলাম।

সন্ন্যাসী বিভার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন ;—

"মা! এখনও ভারত-সাগরে তোমার মত অমূল্য রত্ন আছে, ইহা জানিতাম না। দেবি! তোমার পবিত্র চরিত্রের দৃষ্টান্তে হিন্দুললনাগণ আবার পবিত্র পন্থা চিনিবে। পাশ্চাত্য অমূলক প্রেম ছাড়িয়া হিন্দুর স্বর্গীয় প্রেম শিখিবে।"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল ;—

"আর নির্ম্মল দাদার দৃষ্টান্তে রাগ করিয়া কেহ সন্ন্যাসী হইবে না।"

তখন বিভাবতী জানু পাতিয়া যোড়করে কহিল ;—

"দেব! আমায় ভিক্ষা দিন।"

সন্ন্যাসী।—কি ভিক্ষা মা ?

বিভা।—পতি-ভিক্ষা।

সন্ন্যাসী।—মা! তোমার স্বামী তুমি অধিকার করিবে, তাহাতে আমি কি ভিক্ষা দিব ?

বিভা—তাহা জানি। কিন্তু আপনি যখন আমার স্বামীর গুরু, তখন তিনি আপনার নিকট বিক্রীত। প্রভু! আপনার দাস নির্ম্মলকে, আপনার দাসী বিভাবতীকে ভিক্ষা দিন।

নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন ;—

"নির্ম্মল ! তুমি নিজদোষে মানিক হারাইয়াছিলে, ভাগ্য-গুণে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছ। বুঝিয়া চলিও। যাও, সংসারে গিয়া কর্ম্ম কর।"

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল,—

"কিন্তু একটু বিলম্বে ; সব তীর্থ ত দর্শন করিলে, আর বদরিকাশ্রমটা বাকী থাকে কেন ?"

নির্ম্মল তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। বিভা বলিল ;—

"আমার তীর্থ দর্শনে প্রয়োজন নাই, আমার মহাতীর্থ—এই যে আমার সম্মুখে···আমার স্বামী।"

এই সময় বিভাবতী একবার প্রত্যুতসূর্য্যের পানে চাহিল, তাহার যেন মনে হইল, সূর্য্য মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন;—

ই প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণা।"

———:*:———

সমাপ্তি।

———:*:———

মহাতীর্থ বদরিকাশ্রমে তুষার-ধবল সমতলক্ষেত্রে প্রকাণ্ড বিষ্ণু-মন্দির উন্নত মস্তকে শোভা পাইতেছে ; মন্দির-মধ্যে প্রগাঢ়-কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজমান্—শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী,—মণি-মুক্তা-হীরক-কাঞ্চনাদি-নির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কার বিভূষিত ; অলঙ্কারের উজ্জ্বল আভায় মন্দিরমধ্য সৌরকরোজ্জ্বলা উষা সুন্দরীর মত দেখাইতেছে। বিগ্রহের সম্মুখে গৌরানন্দ, নির্ম্মল, বিভাবতী ও লক্ষ্মী যুক্তকরে জানু পাতিয়া বসিয়া, স্থির-নেত্রে সে মহান্ দৃশ্য দেখিতেছেন। তাঁহাদের নয়ন হইতে গঙ্গা যমুনার ন্যায় প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে, মুখে প্রশান্তভাব ঝরিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে অথচ গম্ভীরস্বরে কহিলেন ;—

"নির্ম্মল ! পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, শোক তাপ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সব ঐ পবিত্র-মনোহর মূর্ত্তির চরণে অর্পণ কর, আর বল,—

"ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

তখন নির্ম্মল ও লক্ষ্মী একসঙ্গে মিলিতকণ্ঠে বলিল ;—

"ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া কহিলেন ;—

"ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

মন্দির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল ;—

"ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

আর একটী মন্দিরেও ঐ কথা বাজিয়া উঠিল ;—

"ত্বয়া হৃষীকেশঃ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

সম্পূর্ণ
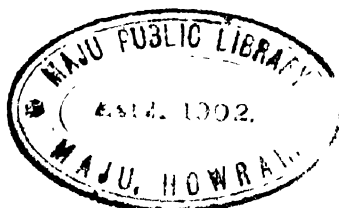
গ্রন্থকারের

দ্বিতীয় উপন্যাস

"মা"

প্রকাশিত হইবে।